উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৫৬২.৭৮ (+৮৪.১১)

নিফটি : ২৫,৯১০.০৫ (+৩০.৯০)

মুখ থুবড়ে মহাজোট

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন আপাতত আরও পাঁচ বছরের জন্য শিকেয় তুলে রাখতে হল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ছোট ছেলে তেজস্বী যাদবকে। মুখ থুবড়ে পড়ল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট। » ৭

মসনদে কি নীতীশ, ধন্দ জিইয়ে

বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দশমবারের জন্য নীতীশ কুমার বসবেন কি না সেটা শুক্রবার জনাদেশ ঘোষণার পরও স্পষ্ট হল না। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৬°	২৯°	১৭°	২৯°	১৭°	২৯°	১৬°

প্রশান্ত বাস্তবেই 'কিশোর' » ৭

২৮ কার্তিক ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 15 November 2025 Saturday | 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 176

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভাতা নিয়ে ভোট দাও, নারীর প্রাপ্তি অতটুকুই

গৌতম সরকার

মাই-বহিন কি জয়! রাজনীতিতে না হোক, ভোটে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। নীতীশ কুমারের সভায় মহিলাদের উপচে পড়া ভিড়, বুথে বুথে শাড়ি পরা প্রমীলাবাহিনীর দীর্ঘ লাইন তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল। প্রদত্ত ভোটের হার সেই ইঙ্গিতকে জোরালো করেছিল। বিহারে ভোটের হারে এবার যে সর্বকালীন রেকর্ড হয়েছে, তাও তো সেই 'গাঁও কি অউরত'-এর সৌজন্যে।

চট করে পরিসংখ্যানটা দেখে নেওয়া যাক। নির্বাচন কমিশনের হিসাবে এবার বিহারে ভোট পড়েছে ৭১.৬ শতাংশ। এই রেকর্ডে মহিলাদের অংশীদারিও বেনজির। 'অনপড়' বলে যাঁদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হত, তাঁদের ভোটের হার ৬৬.৯১। যা আগের ভোটের চেয়ে এক লাফে ১২ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় দফা ধরলে মহিলা ভোটের হার আরও বেশি, ৬৮.৭৬ শতাংশ। পুরুষদের তুলনায় গড়ে ৯ শতাংশ বেশি প্রমীলা ভোট। বিহারে এনডিএ'র এই বিপুল সাফল্যে হিন্দুত্বের রাজনীতিকে ছাপিয়ে গিয়েছে নারীশক্তির ভূমিকা। যে শক্তি কোনও রাজনীতির কারণে নয়, নিজের স্বার্থে নীতীশের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সচেতনভাবেই বললাম, নীতীশের পাশে। সেই সূত্রে জেডিইউ-এর পাশে, এনডিএ'র পাশে। বিহারের ভোটের বিশ্লেষণ এই লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং মা-বেটি-বহিনদের বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপট দেখে নেওয়া যাক। যা মহিলাদের এই আলোকোজ্জ্বল দিকটির বিপরীতে নিছক ভোট-রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থকে তুলে ধরবে। কেমন সেটা? আলোচনায় আসা যাক। নারীকে নিয়ে এমনিতে খেলার শেষ নেই। অদ্ভুত বৈপরীত্যের সেই খেলা!

একদিকে বলো দুর্গা মাই কি জয় বলে মাতৃশক্তির আরাধনা! শির ফুলিয়ে ভারতমাতা কি জয় চিৎকার! অন্যদিকে, নারী ধর্ষণ-খুনের জন্য কুখ্যাত হাথরস। ওডিশা- যেখানে ধর্মক্ষেত্র পুরীও নিস্তার পায় না এই পাপকর্ম থেকে। পশ্চিমবঙ্গে আরজি কর মেডিকেলে সম্ভাবনাময় হবু চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন থেকে শুরু করে কসবার আইন কলেজ কিংবা দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের যৌন নিগ্রহ। নারী নির্যাতনের মিছিল চারদিকে।

ভোটেও সেই বৈপরীত্য। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কথাই ধরুন। নীতীশ কুমারের ভোটব্যাংক মহিলারা। কীভাবে তৈরি হল এই ব্যাংক? স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ধাঁচে গড়ে দেওয়া 'জীবিকা দিদি'রা নীতীশের ভোটবাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার নামে বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে মহিলা প্রতি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নীতীশ ১০ হাজার টাকা ঢুকিয়ে দিলেন স্বনির্ভরতার লক্ষ্যের নাম করে। টাকা পেলেন বিহারের ৩.৬ কোটি মহিলা ভোটদাতার মধ্যে ১.২১ কোটিই। এরপর দশের পাতায়

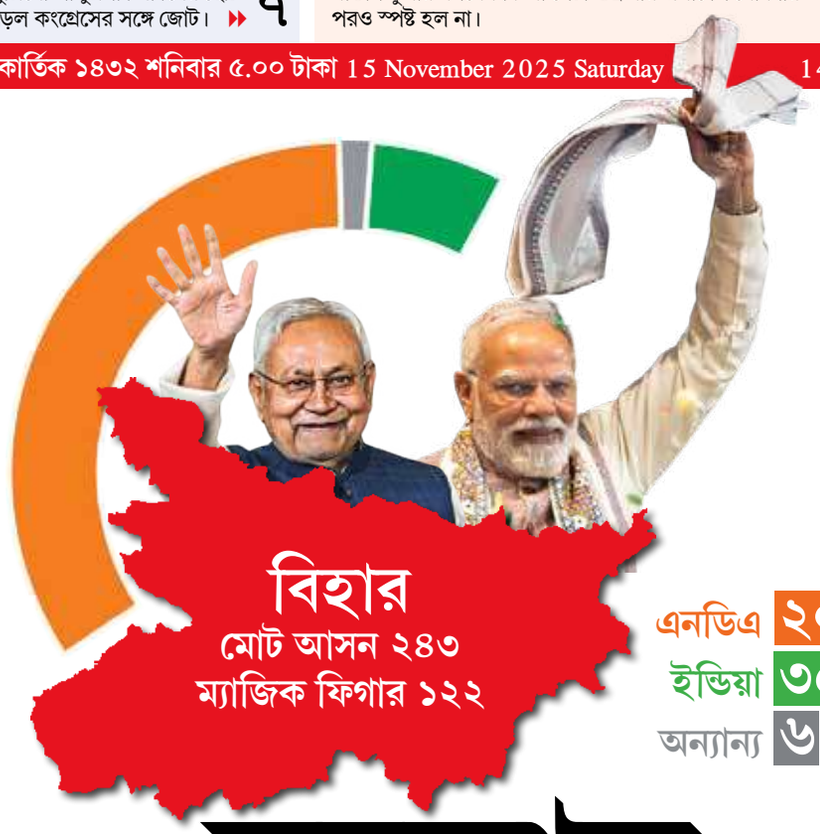

নমোর লক্ষ্য বাংলা

বিহারের জয়ে উৎফুল্ল বিজেপি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ব-এ বিহার। ব-এ বাংলাও। মহাগঠবন্ধনের ধরাশায়ী হওয়ার লক্ষণ বিহারে স্পষ্ট হতেই সে রাজ্যের নেতা তথা কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং প্রথম জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবার লক্ষ্য বাংলা। শুক্রবার দিনভর উচ্ছ্বাস চলে বঙ্গ বিজেপিতে। সন্ধ্যায় সেই লক্ষ্যে সিলমোহর দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাংগঠনিক পদে না থাকলেও যাঁর অনুমোদন ছাড়া বিজেপিতে একটি পদক্ষেপও করা হয় না।

বিহারের ভোটের সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে মোদি স্পষ্ট করেই বলেন, 'গঙ্গা বিহার দিয়েই বাংলায় বয়ে যায়। বাংলা জয়ের পথ চওড়া করে দিল বিহার। বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব।' লালুপ্রসাদের জমানাকে জঙ্গলরাজ (কাট্টা জমানা) বলে বিহারে জোর প্রচার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

> গঙ্গা বিহার দিয়েই বাংলায় বয়ে যায়। বাংলা জয়ের পথ চওড়া করে দিল বিহার। বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> বিজেপি নেতারা দিবাস্বপ্ন দেখছেন। দেখতে পারেন, কিন্তু বাংলায় ভোট হয় উন্নয়ন দেখে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন।
>
> **শশী পাঁজা**

পশ্চিমবঙ্গেও যে জঙ্গলরাজ অস্ত্রে বিজেপি প্রচার করবে, সেই রোডম্যাপ যেন ঠিক করে দিলেন তিনি। নয়াদিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির সদর দপ্তরে বিহারের ঐতিহ্যবাহী গামছা নেড়ে বিজয় উদযাপন করেন মোদি, যা আসলে রাজনৈতিক প্রতীকী বার্তা। বাংলা ও বিহার সহ বহু রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষ, কৃষকসমাজ ও পরিশ্রমী জনতার পরিচয়ের প্রতীক গামছা। প্রচারের সময়ও বিহারে গিয়ে গামছা নেড়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন।

বিজয়ের মুহূর্তে ফের গামছা নাড়িয়ে যেন মনে করিয়ে দিলেন, তিনি বিহারের শ্রমজীবী, কৃষকের পরিশ্রমী প্রতীকী সংস্কৃতির অংশীদার। সকালে গিরিরাজের মন্তব্যের পর ধুয়ো ধরেছিলেন বাংলার বিজেপি নেতারা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ১৯০৫ সালের আগে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক ছিল। কলিঙ্গ অর্থাৎ ওডিশা আগেই বিজেপি দখল করেছে। এবার অঙ্গ অর্থাৎ বিহার বিজেপি দখল করল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ আমরা দখল করব।'

তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ গেলেই তৃণমূলের জেতার জায়গা থাকবে না।' এরপর দশের পাতায়

ধৃত বঙ্গের ডাক্তার

দিল্লির বিস্ফোরণে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে বাংলার নাম। মুর্শিদাবাদের পর এবার ডালখোলা। জঙ্গি-যোগের সন্দেহে গ্রেপ্তার বিহার লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা। নেপথ্যে সেই আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়।

বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ উমর উন নবি'র বাড়ি। পুলওয়ামায় শুক্রবার।

নয়াদিল্লির নাশকতায় ডালখোলা-যোগ

বরুণ মজুমদার

ডালখোলা, ১৪ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে এবারে ডালখোলার নাম জুড়ে গেল। রাজধানীতে নাশকতার ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ শুক্রবার সকালে ডালখোলা থানার সূর্যাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোনাল গ্রামের বাসিন্দা এক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে। মহম্মদ জানিসার আলম নামে ওই তরুণ ১৪ মাস আগে হরিয়ানার আল ফালাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। বর্তমানে তিনি লুধিয়ানাতেই প্র্যাকটিস করছেন বলে পরিবার জানিয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক গ্রেপ্তার হয়েছেন। এবারে এই তালিকায় ডালখোলা যুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে প্রশাসনের কেউ এ বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি। এ বিষয়ে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার ডেভুপ শেরপার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি আমার জানা নেই।'

এদিন এনআইএ যেভাবে ওই চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে তা যেন ঠিক হালের কোনও ওয়েব সিরিজের দৃশ্য। ওই চিকিৎসক এদিন স্কুটারে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। এনআইএ'র টিম সেই সময় সূর্যাপুর হাইস্কুলের মূল গেটের সামনে অপেক্ষা করছিল। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই চিকিৎসক সেখানে একটি চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছাতেই এনআইএ তাঁকে আটকায়। চলন্ত স্কুটার থামিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ'র টিম নিজেদের গাড়িতে তুলে নেয়। দলের এক সদস্য ওই চিকিৎসকের স্কুটারটি চালিয়ে ওই গাড়ির পিছন পিছন এলাকা ছাড়েন। যেভাবে দ্রুতগতিতে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল তাতে সবাই হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। তবে ওই চিকিৎসককে আগে এলাকায় তাঁরা দেখেননি বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, জানিসার গত মঙ্গলবার লুধিয়ানা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে মা ও দিদিকে নিয়ে দিল্লি হয়ে বুধবার কোনালের বাড়িতে আসেন।

জানিসারের জ্যাঠা আবুল কাশিম বলেন, 'জানিসারের বাবা তৌহিদ আলম পেশায় হাতুড়ে। তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে লুধিয়ানায় থাকেন। দিল্লির বিস্ফোরণের পর একদল তদন্তকারী লুধিয়ানায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়েছে। এরপর দশের পাতায়

উদ্বেগে পরিবার

- সূর্যাপুর হাইস্কুলের সামনে চলন্ত স্কুটার থামিয়ে এনআইএ এক তরুণ চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে
- মহম্মদ জানিসার আলম নামে ওই তরুণ সূর্যাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোনাল গ্রামের বাসিন্দা
- ১৪ মাস আগে হরিয়ানার আল ফালাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন
- ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগে, মুখে কুলুপ এঁটেছে প্রশাসন

উমরের বাড়ি নিশ্চিহ্ন, কাশ্মীরে আটক ৫

নয়াদিল্লি ও শ্রীনগর, ১৪ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণের চারদিন পর প্রধান অভিযুক্ত চিকিৎসক উমর উন নবি'র পুলওয়ামার বাড়ি বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে দিল নিরাপত্তাবাহিনী। কৈল গ্রামে ওই বাড়িটি শুক্রবার ভোরে বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা হয়। বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে বৃহস্পতিবার যে ৬ জনকে আটক করেছিল জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ, তাঁদের মধ্যে তিনজন উমরের নিকটাত্মীয়। শুক্রবার আরও পাঁচজনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কানপুরের কার্ডিওলজিস্ট মোহাম্মদ আরিফ মির এবং হাপুরের গাইনিকলজিস্ট ফারুখ। দুজনেই কাশ্মীরি।

লালকেল্লার কাছে মেট্রো স্টেশন চত্বরে বিস্ফোরণের তদন্ত যত এগোচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে, হামলাটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, বরং কাশ্মীর সহ একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা সংগঠিত জঙ্গি নেটওয়ার্কের পরিকল্পিত অপারেশন। শুক্রবার ধৃতদের মধ্যে আরেক চিকিৎসক শাহিনা সইদের ঘনিষ্ঠ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যে শাহিনাকে জইশের মহিলা শাখার ভারতের প্রধান বলে মনে করা হচ্ছে।

বিস্ফোরণের সঙ্গে একের পর এক রাজ্যে নানা যোগ পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থেকে এনআইএ শুক্রবার একজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। ওই তরুণও পেশায় চিকিৎসক ও লুধিয়ানার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বরখাস্ত প্রধান শিক্ষক

দায়িত্বে গাফিলতি, হিসেবে গরমিল

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৪ নভেম্বর : আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ডঃ এপিজে আবদুল কালাম, বা সিনেমার পদায় সেই উদয়ন পণ্ডিতের মতো অনেকেই আমাদের সামনে রয়েছেন। বৈষ্ণবনগরের শোভাপুর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতাপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাতে অবশ্য তাঁকে কোনওভাবেই এক আসনে বসানো যাবে না। সাত বছর ধরে এই স্কুলের দায়িত্বে থাকা প্রতাপ নিয়মিতভাবে দেরিতে স্কুলে আসেন বলে অভিযোগ। অনেকদিন তো আসতেনই না। অভিযোগ, এর জেরেই স্কুলে ধারাবাহিকভাবে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে থাকে। স্কুলে ৮০০-র বেশি ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত থাকলেও দৈনিক উপস্থিতি মাত্র ৩০-৩৫ জনের মধ্যে থাকে। অথচ ২৫০-৩০০ জনের হিসেবে মিড-ডে মিলের হিসেব দেখানো হয়। এই অসংগতি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

এই সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হতেই শিক্ষা দপ্তর ওই শিক্ষককে সাময়িকাভাবে বরখাস্ত করল। গত তিন মাস ধরে চলা তদন্তের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে শুক্রবার মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন বাসন্তী বর্মন ওই শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করেন। জেলা সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক আবদুল মালেক বলেন, 'তদন্তে বেশ কিছু ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে। রিপোর্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হয়েছে।' বরখাস্ত হওয়া প্রধান শিক্ষক নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। আমি নিয়মিতভাবেই স্কুলে যাই। দপ্তরে ডাকা হয়েছে। সেখানেই সব বলব।'

খুশি অভিভাবকরা

- নিয়মিতভাবে দেরিতে স্কুলে আসা, মিড-ডে মিলের হিসেবে গরমিলের অভিযোগ
- স্কুলের রেজিস্টার খুঁজে পাওয়া যায় না, স্কুল চত্বর বেহাল থাকে, সহকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে
- সবকিছু খতিয়ে দেখে শোভাপুর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতাপ মণ্ডলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে
- তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে বলে ওই শিক্ষকের দাবি, তদন্তে সবই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন

অভিভাবকদের দাবি, প্রায়ই বেলা ১২টা পর্যন্ত স্কুলে তালা ঝুলতে দেখা যায়। পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষকদেও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। স্কুলের রেজিস্টার খুঁজে পাওয়া যায় না। স্কুল চত্বর ও শৌচালয় বেহাল হয়ে থাকে। ছোটরা খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করতে বাধ্য হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ নিয়ে কারচুপি এবং অভিভাবকদের অভিযোগ উপেক্ষার মতো অভিযোগও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে রয়েছে। এনিয়ে বহুদিন ধরে অনেকে ভোগান্তিতে পড়ছিলেন। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা আব্বাস শেখ বলেন, 'স্কুলের উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ হচ্ছে। বাচ্চারা স্কুলে যেতে চাইছে না। আমরা চাই স্কুলে শৃঙ্খলা ফিরুক।' মোরসালিম শেখের মতো আরও অনেকেরই একই অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রামের বাসিন্দারা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সনের কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশি জেনেও সরকারি ঘর

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নান্দিনায় গত পাঁচ বছর ধরে বসবাস করছিল ওই সন্দেহভাজন জঙ্গি। সে যে বাংলাদেশি, তা স্বীকার করে নিয়েছে পরিবারই। তারপরও কীভাবে ভোটার তালিকায় তার নাম উঠল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ নভেম্বর : বাংলাদেশ থেকে আসা সন্দেহভাজন জঙ্গির নাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকাতে। শুধু তাই নয়, এনআইএ'র তালিকায় থাকা ওই সন্দেহভাজন জঙ্গি আরিফ হোসেনের রয়েছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নান্দিনায় গত পাঁচ বছর ধরে বসবাস করছিল ওই সন্দেহভাজন জঙ্গি। একজন বাংলাদেশি নাগরিক হয়েও কীভাবে ভোটার তালিকায় ও আধার কার্ডে নাম তুলল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আর এই গোটা ঘটনা নিয়ে কাঠগড়ায় তৃণমূল পরিচালিত গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত। স্থানীয় পঞ্চায়েত সব জানার পরেও কেন পুলিশকে জানাননি, কেন প্রশাসনকে অন্ধকারে রাখা হল, উঠছে প্রশ্ন।

এই বাড়িতেই হানা দিয়েছিল এনআইএ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনসুর আলি নিজে জানিয়েছেন, ওই তরুণ প্রায় ১০-১২ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে। প্রথমে দিল্লি ও পরে গুজরাটে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিল। পরবর্তীতে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে নান্দিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তার পরিবারের কেউ যে এখানে নেই তা পঞ্চায়েত সদস্য স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ মজিবুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তিকে বাবা বানিয়ে দিব্যি ভোটার কার্ড তৈরি করে ফেলেছে আরিফ। পঞ্চায়েত এও স্বীকার করেছে, ওই বাংলাদেশি আরিফ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছে। সবকিছু জানার পরেও পঞ্চায়েত সদস্য কেন পুলিশকে সবটা জানাননি তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সব জেনেও সন্দেহভাজন ওই জঙ্গির পরিচয় লুকানোর চেষ্টা করছিলেন কেন উঠছে সেই প্রশ্নও।

যদিও গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহেশচন্দ্র বর্মন বলেন, '২০১৭-'১৮ সালে বিডিও অফিসের লোক এসে সমীক্ষা করেছিল। তারা ওই তরুণের প্রথম পরিচয় হিসেবে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড পেয়েছে, তা দেখে সমীক্ষা করেছে। এরপর দশের পাতায়

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ'' [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে, জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের খয়েরবাড়ি শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৪/১২/২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাকাঃ ২১,৪৬,৪০২/- (টাকা একুশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত দুই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, খয়েরবাড়ি শাখার কাছে শ্রীমতী ইন্দিরা ছেত্রী, টম ছেত্রীর স্ত্রী (জামিনদাতা) এবং স্থাবর সম্পত্তিটি প্রয়াত টম ছেত্রীর (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) প্রতিনিধিত্বে আইনগত উত্তরাধিকারী শ্রীমতী ইন্দিরা ছেত্রী, টম ছেত্রীর স্ত্রী, গ্রাম- সাগুরামপুর, মধ্য ছেকামারি, পোস্ট- মাদারিহাট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫২২০-তে বসবাসরত ব্যক্তির ১১.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :-

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমিটির এবং ভবনটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মৌজা – মধ্য ছেকামারি, জে এল নং ৪৪, এল.আর.খতিয়ান নং ২৭৮ (সাবেক ৭২/১), এল আর প্লট নং – ৭০/১২৭৪ (আর. এস ৭০) জেলা- আলিপুরদুয়ার, মহকুমা আলিপুরদুয়ার, গ্রাম – সাগুরামপুর, মধ্য ছেকামারি, পার্ট নং – ১১৩, খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। সম্পত্তিটি শ্রী টম ছেত্রী দ্বারা অর্জিত উপহার প্রদত্ত আসল দলিল নং : I-০১৭২৫, ২২.০৮.২০১২ তারিখের হিসেবে, অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার ফালাকাটা দ্বারা নিবন্ধিত, নিবন্ধিত বই নং ০১, ভলিউম নং ০৪ এবং পৃষ্ঠা নং ১৮৮৭ থেকে ১৯০১। **সীমানা** উত্তর – নিজস্ব জমি দক্ষিণ – ৮ ফিট কাঁচা রাস্তা পূর্ব – ৮ ফিট কাঁচা রাস্তা পশ্চিম – নিজস্ব জমি
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	**টাঃ ২৩,৬০,০০০/-** (টাকা তেইশ লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	**টাঃ ২,৩৬,০০০/-** (টাকা দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com-এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	**২৪.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা।**
সম্পত্তির আইডি নং -	আইডিআইবি ৫০৪১৩৫২৯৩২০

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt.Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ।
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন- https://baanknet.com-এ। এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ, যোগাযোগের নং - ৮২৯১২২০২২০-তে।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ **সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি** ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ১২.১১.২০২৫
স্থান : খয়েরবাড়ি অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : কমলা নার্জিনারি, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৯০০৭০০৩৮৬০

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-IV-A" (রুল ৮(৬) এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) -কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃতিগত দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৪.১২.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ২৫,৬২,৩৩৮.০০ (টাকা পঁচিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত আটত্রিশ মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে শ্রী নরেশ গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), রাজেশ গুপ্তার পুত্র, ডাকবাংলা, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি, জেলা: দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩ -এ বসবাসরত ব্যক্তির ১০.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :-

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	২.০০ কাঠা অথবা ০.০৩৩ একরের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মৌজা-ডাবগ্রাম, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং-০২, আরএস প্লট নং-৮৪, এলআর-৯, খতিয়ান নং আরএস ৮২, এলআর-৪৩৬ বঙ্কিমনগর (স্থানীয় ভাষায় জ্যোতি নগর নামে পরিচিত), শিলিগুড়ি, কৃষ্ণ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট এবং বোটল কোম্পানি বাজার, শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং-৪১, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ দলিল সংখ্যা নং ০৭১১০১০৩৭, ২০২৫ সালের জন্য নিবন্ধিত বুক - I, সিডি ভলিউম নং ০৭১১, ৩৮০২৮ থেকে ৩৮০৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রী নরেশ গুপ্তার স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত। সীমানা : উত্তর : অভিজিৎ কুমার সরকারের জমি, দক্ষিণ : কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট পূর্ব : ২০ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা পশ্চিম : দেওরাজ রাই -এর জমি
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ৪৮,০০,০০০.০০ (আটচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টা: ৪,৮০,০০০.০০ (চার লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টা: ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৪.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি৭৯৬৮৮৫৮৬৪০

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-অকশন প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণ করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ।
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com -এ পরিদর্শন করুন এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ, যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর - ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://baanknet.com -এ সম্পত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ১৩.১১.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : (অমরেন্দ্র কুমার ঝা, অনুমোদিত আধিকারিক এবং শাখা প্রধান, মোবাইল নং : ৮৪০০৫১১৯৮০

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৯.১২.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাকাঃ ৩৩,৯২,৫০৯.০০ (টাকা তেত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত নয় মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে ১. মেসার্স এস.আর. ডিস্ট্রিবিউটারস (ঋণগ্রহীতা), এইচ/১৭/১৫, হিলকার্ট রোড, রজনী বাগান, শিলিগুড়ি, পিন-৭৩৪০০১-এ ব্যবসা চালান, ২. শ্রীমতী মহানন্দা পোদ্দার (মালিক) রাজীব পোদ্দারের স্ত্রী ১২, তিলক রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, পিন-৭৩৪০০১ এবং ৩. শ্রীমতী অনামিকা সাহা (জামিনদাতা) শ্রী অলোক সাহার স্ত্রী নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুর, জাতীয় বিদ্যালয়পাড়া লেন-১, পোস্ট ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩০২-এ বসবাসরত ব্যক্তিবর্গের ০১.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	০.০৫৫৩ একরের জমি এবং ভবনটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ শ্রীমতী অনামিকা সাহার স্বত্বাধিকরণে মৌজা-কলপাড়া, জে.এল. নং-৫, প্লট নং-আরএস ১০৮৮/৮৭২৮, এলআর ৫৬০৪, খতিয়ান নং আরএস ৩১০৮, এলআর-১৩৮৮/১, ৮১৩ পরবর্তীতে ৫০১৪, ৫০১৫, ৫০১৬ বর্তমান এলআর ৭৫৭৯ নবদ্বীপ পুর নিগমের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং-৬, হোল্ডিং নং ১/৩, শিব চন্দ্র রায় সিংহ রোড, থানা-নবদ্বীপ এডিএসআরও নবদ্বীপের অন্তর্গত, ডিএসআর-নদিয়া, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল সংখ্যা নং-০২০৪৭ ২০১২ সালের জন্য, নিবন্ধীত বই-১, সিডি ভলিউম নং-৭, ১৮২ থেকে ২০২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এডিএসআর, নবদ্বীপ এবং দলিল সংখ্যা নং-১৬৯২ ২০১৩ সালের জন্য, নিবন্ধীত বই-১, সিডি ভলিউম নং ৯ ১৯৩ থেকে২১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, এডিএসআর, নবদ্বীপে অবস্থিত। উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানাঃ- উত্তরঃ- শিব চন্দ্র রায় সিংহ রোড এবং শ্যামল কৃষ্ণ অধিকারী দক্ষিণঃ- দেবরঞ্জন দাস এবং ননীগোপাল দেবনাথ পূর্বঃ- হরিপদ মজুমদার এবং ননীগোপাল দেবনাথ পশ্চিমঃ-শ্যামল কৃষ্ণ অধিকারী বন্ধকী সম্পত্তিঃ- সম্পূর্ণ স্টক, বুক-ডেট এবং ফার্মের অন্যান্য সকল বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাম্প্রতিক সম্পত্তি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাকাঃ ২৮,০৮,৯০০.০০ (টাকা আঠাশ লক্ষ আট হাজার নয়শত মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	২,৮০,৮৯০ (টাকা দুই লক্ষ আশি হাজার আটশত নব্বই মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাকাঃ ১০,০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৯.১২.২০২৫ সকাল ১১.০০ টাকা থেকে বিকেল ০৫ :০০ টাকা
সম্পত্তির আইডি নং	আইডি আইবি ৫০২৩৫৫১৭৮৩১

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd. এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ তে, রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com-এ পরিদর্শন করুন এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd-এ, যোগাযোগের নং ৮২৯১২২০২২০। দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ১৩.১১.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : (অমরেন্দ্র কুমার ঝা, অনুমোদিত আধিকারিক এবং শাখা প্রধান, মোবাইল নং -৮৪০০৫১১৯৮০)

Tender Notice
Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T No. **WB/ APD-I/BDO-ET/08/2025-2026. Dt. 14.11.2025** Details may be obtained from website **www. wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer Alipurduar- I Dev. Block

দ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ১৩-কিউআইডব্লিউএস-এসজিইউজে-২৫; তারিখ ঃ ১০-১১-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। কাজের নাম ঃ [illegible] জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন [illegible]। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৭৬,১৯,৮৬৬.৫৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৩৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।
সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কোকরাঝাড়ে অফিস ভবন সহ বিশ্রামাগার নির্মাণ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিওএন/২০২৫/ ওসিটি/০৬, তারিখ ঃ ৩১-১০-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ঃ সিই/সিওএন/কেজেজি/বিএলডি/২০২৫/০২; **কাজের নাম ঃ** কোকরাঝাড়ে-গেলেফু নতুন লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত কোকরাঝাড়ে অফিস ভবন সহ বিশ্রামাগার নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,২৬,৮৮,৮৩১.৩৭/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৪-১২-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিই/সিওএন/মেঘালয় প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE FOR INVITING SEALED QUOTATION
Sealed quotations are invited from reputed suppliers for supplying of 50 sets of Improved Toolkits in Cane & Bamboo Craft under the scheme NHDP (SDHS) of O/o the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Govt. of India. The last date of quotation submission is 30-11-2025. For details list of tools may contact to the office of M/s. Tufanganj Block-1 Patishilpa Samabay Samity Limited, Village & PO. Ghogarkuthi, PS. Tufanganj, District. Coochbehar- 736159 Phone no. 9382043762.

ABRIDGED E-TENDER NOTICE
Tenders are hereby invited vide Tender Reference **e-NIT No. DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-001(3rd Call)/2025-26, DHUPGURI/APAS/ BDO/NIT-02(3rd Call)/2025-26, DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-003 (3rd Call)/2025-26, DHUPGURI/ APAS/ BDO/NIT-015 (2nd Call)/ 2025-26** and time extension for Reference **e-NIT No. DHUPGURI/ APAS/BDO/NIT-016/2025-26, DHUPGURI/ APAS/ BDO/ NIT-017/ 2025-26, DHUPGURI/ APAS/ BDO/ NIT-018/2025-26, DHUPGURI/ APAS/BDO/NIT-019/2025-26** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board for further details.
Block Development Officer
Dhupguri Development Block

সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] তারিখ: ১২-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলের [illegible] সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশি: ৭,৯১,৫৫,৮১০/- টাকা। বায়না রাশি: ৫,৪৫,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
[illegible], কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সাময়িক নবীকরণের জন্যে প্রস্তাব
ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] তারিখ: ১২-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে [illegible] সাময়িক নবীকরণের জন্যে প্রস্তাব [illegible]। টেন্ডার রাশি: [illegible]/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৭,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE FOR INVITING SEALED QUOTATION
Sealed quotations are invited from reputed suppliers for supplying of 50 sets of Improved Toolkits in Wood Carving Craft under the scheme NHDP (SDHS) of O/o the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Govt. of India. The last date of quotation submission is 30-11-2025. For details list of tools may contact to the office of M/s. Devipeeth India Foundation, Village Madhya Parokata, PO- Uttar Parokata, District. Alipurduar- 736202 Phone no. 7407814312.

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৫ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১২-১১-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং: ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লিউ ওআরকেএস/ওএমএলএফ -এর এখতিয়ারাধীন কুমেদপুর জংশন - একলাখির মধ্যে কিমি ১৯২/১-২ এ লেভেল ক্রসিং নং এনসি-৯৭ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস -এর ব্যবস্থা। (২) একলাখি-বালুরঘাট সেকশনের মধ্যে কিমি ২১/৮-৯ -এ ইবি -১৪ -এ আরইউবি -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৬২,১১,১৮৩.৫৭/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৫,৮১,১০০/- টাকা; **টেন্ডার নং: ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন রাঙ্গাপানি-বেংডুবি মিলিটারি প্রজেক্ট সাইডিংয়ের মধ্যে মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং প্লান্ট ব্যবহার করে সাইটে (ইন সিটু/সেস) সকল রেল সেকশনের (নতুন/এসএইচ) থ্রি রেল/২টি রেল প্যানেল /৩টি রেল প্যানেলের ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬৩,৪৬,২৪০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৮১,৭০০/- টাকা; **টেন্ডার নং: ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহার ডিভিশনে- গ্লুড জয়েন্টের ইনসিটু ফ্যাব্রিকেশন দ্বারা ভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্টের ক্যাজুয়াল পুনর্নবীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৬,৯৩,০৩০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৪৮,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ১১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দায়িত্ব বাড়ল বাপির

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দলে গুরুত্ব বাড়ল জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামীর। শুক্রবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সাংগঠনিক ইনচার্জ করা হয়েছে। সংঘ ও জেলার শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই বাপি পরিচিত। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে জেলা নেতৃত্বের বাইরে বিশেষ একজনকে বাড়তি গুরুত্ব দিল পদ্ম শিবির। বাপি যদিও বললেন, 'দায়িত্বের সঙ্গে কাজও বাড়ল। সোমবার থেকে জেলা পরিদর্শনে বেরোব। মণ্ডল সভাপতি ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করব। সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।'

e-Tender
Sealed tender are hereby invited by the Block Dev. Officer, H.C.Pur-I, Dev. Block under APAS Schemes eNIT-28H1DB202526 vide Memo No. 2922/HIDB/APAS/2025-26 Date: 10/11/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.
Block Dev. Officer
H.C.Pur-I, Dev Block
H.C.Pur-I Malda

NOTICE INVITING
e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/BDO-ET/15/2025-26 (APAS), DATED: 13/11/2025
Last date and time for bid submission- 08/12/2025 at 13.00 hours.
For more information please visit : **www. wbetenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda
NOTICE INVITING E-TENDER
MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT- 03/ MLDMCH 25-26 Dated- 18/11/2025 03 Housekeeping & Scavenging MSVP/eNIT-11/MLD/MCH-23-24 8th CALL. 01 nos office vehicles at the O/o the MSVP, Malda MCH & MSVP/ e-NIT- 13/MLD/MCH-23-24 Dated- 15/03/2024, Supply of Pest Control Service at Malda Medical College & Hospital, Malda.
www.wbhealth.gov.in/www. maldamedicalcollege.com/www. malda.gov.in Or office of the Under Signed
MSVP, Malda MCH

Tender Notice
Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T No. **WB/ APD-I/BDO-ET/07/2025-2026. Dt. 12.11.2025** Details may be obtained from website **www. wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer Alipurduar- I Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৫৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬১৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬১৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়
Land for sale 425000/- per katha at Sahudangi Baruyapara, Siliguri. 9832014897, 9832060869
•
পাগলা পাড়া নিয়ার সাউ ডাঙ্গী হাট মেইন রোড থেকে একটু ভিতরে 12 ফিটের রাস্তা 4 কাঠা ওয়াল করা জমি বিক্রয় হবে। দাম প্রতিকাঠা পাঁচ লাখ 8250066241/ 9239615744. (C/119098)

কর্মখালি
শিলিগুড়ির ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য হেল্পার প্রয়োজন। বেতন ১১৫০০ থেকে ১২০০০, থাকার ব্যবস্থা বিনামূল্যে রয়েছে। Ph- 8389002783. (C/119307)

Urgent Requirement
Immediate requirements of PGT/ TGT -Chemistry, Mathematics, English, Lady Counsellor and Receptionist for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in W/P 9679469375, 8670527177. (S/N)

অ্যাফিডেভিট
আমি অনুকুল দাস আমার আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 12/11/25 তারিখে JM Court অ্যাফিডেভিট বলে Sl no. 4406 অনুকুল দাস এবং চিত্তদাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম অনুকুল দাস দোমহানী জলপাইগুড়ি। (C/118585)

e-Tender
Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No- 12/ APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated- 25-10-2025. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৩৯, ১৪০, ১৪২ এবং ১৪৩, তারিখঃ ১৩.১১.২০২৫ । ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.ঃ ১৩৯-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে মহারাজপুর, সকরিগলি, করমটোলা, মির্জাচৌকি, আম্মাপালি হল্ট, লক্ষ্মীপুর ভোরাং হল্ট এবং বিক্রমশীলা স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়া, স্টেশন বিল্ডিং, প্ল্যাটফর্ম সারফেসের উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার । **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,৬৭,১১,৯৫২.৯৩ টাকা। **ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.ঃ ১৪০-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধীনে সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুর শাখায় সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ১ এবং ৫-তে সাম্প সহিত বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন গ্রাউটিং ইনজেকটিং করে ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার।**টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৭৬,১১,৯৬৯.৮৫ টাকা। **ক্রমিক নং.৩, টেন্ডার নং.ঃ ১৪২-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফরাক্কার অধীনে নোয়াপাড়া, মহীপাল, মহীপাল রোড, পোড়াডাঙ্গা, বারহারওয়া, তিনপাহাড়ে জল সরবরাহ এবং ড্রেনেজ সুবিধা সহ স্টেশন বিল্ডিং, প্ল্যাটফর্ম সারফেস ওয়াটার বুথের উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৩৫,৪৯,৬১৮.৭৮ টাকা। **ক্রমিক নং.৪, টেন্ডার নং.ঃ ১৪৩-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফরাক্কার অধীনে ধুলিয়ান গঙ্গা-তে স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৯৩,০১,৮৩৫.৮৩ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩ ও ৪-এর জন্য)। **ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in**/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারদাতাদের বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র ওয়েবসাইটে ভালোভাবে দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-227/2025-26
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

আফ্রিকাজ বিগ ফাইভ রাত ৯.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ দাদা, দুপুর ১.১৫ মিস কল, বিকেল ৪.১৫ কি করে তোকে বলবো, সন্ধে ৭.১৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১৫ বলো না তুমি আমার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ বাদশা দ্য ডন, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৩.৪৫ আক্রোশ, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ তুমি যে আমার, দুপুর ১২.০০ প্রজাপতি, ২.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১০.৩০ সোনার যাত্রা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ওয়ারিশ, সন্ধে ৭.৩০ সুন্দরী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার ভালোলাগা আমার ভালোবাসা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, দুপুর ২.১৭ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৫.২৪ মিশন রানিগঞ্জ, সন্ধে ৭.৩০ গেম চেঞ্জার, রাত ১০.১১ রাধে
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.৩০ গোবিন্দা নাম মেরা, দুপুর ১২.৪৫ অংরেজি মিডিয়ম, বিকেল ৩.১৫ নীরজা, ৫.১৫ কিউ কি ম্যায় ঝুট নেহি বোলতা, সন্ধে ৭.৫৯ বরফি, রাত ১০.৩০ মস্তি
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৫

বাদশা দ্য ডন সকাল ৯.৪৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

মিউন বিকেল ৪.২০
রমেডি নাউ

বদলা নাগ কা-থ্রি, দুপুর ১.৪৫ কাতিল সায়া, বিকেল ৪.১৫ আই, সন্ধে ৭.২৮ জনতা কি অদালত, রাত ৯.৪৫ শিবা দ্য সুপার হিরো-টু
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৭ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.২৫ ক্রু, ৫.২২ ভীমা, সন্ধে ৭.৫৫ সিকন্দর, রাত ১০.৩৮ দবং-টু

গেম চেঞ্জার সন্ধে ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির যোগ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। বৃষ : চাকরির সূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। পরিবারে বয়স্ক কোনও ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। মিথুন : সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সুনাম বাড়বে। কর্কট : কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। সিংহ : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। কন্যা : জমি কেনাবেচায় বিপুল পরিমাণ লাভ করতে পারবেন। ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য দিনটি খুব ভালো। তুলা : সাংসারিক খরচ বাড়বে। রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে যুক্তরা সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় বন্ধুর সহায়তায় কর্মচারী সমস্যা মিটবে। বৃশ্চিক : বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হওয়ায় সারাদিন আনন্দে কাটবে। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। ধনু : বাড়ির সংস্কার নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় নিজেকে শামিল করুন। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। মকর : স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তরা বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। কুম্ভ : বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পথে। মীন : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে সামান্য সমস্যা হতে পারে। ভ্রমণে গিয়ে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ কার্তিক, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫, ২৮ কাতি, সংবৎ ১১ মার্গশীর্ষ বদি, ২৩ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৪, অঃ ৪।৫০। শনিবার, একাদশী শেষরাত্রি ৪।২২। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।১৪। বৈধৃতিযোগ দিবা ১০।২৪। ববকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।২২ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৭।২৩ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তের শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ২।১৪ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ২।১৪ গতে একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।২২ গতে দ্বিপাদদোষ। কালবেলাদি ৭।১৬ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।১৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।২৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৬।৫৩ গতে ১১।২২ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ৩।৪৪ গতে শেষরাত্রি ৪।১৬ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (উৎপন্না)। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি। ঠাকুর শ্রীনিবারণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের আগরপাড়ায় তিরোভাব উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

STYLE BAAZAR
কে হবে লাখপতি
এই উইন্টারে
GST বচত উৎসব
REDUCED PRICES
GST BACHAT UTSAV
লাখপতি* হতে পারেন, 999 টাকার শপিং করলেই
উইন্টার ফ্যাশন এখন স্টোরে, ₹199 থেকে শুরু
₹199-এ
জয় উইন্টার কিট
₹499 শপিং করলেই
MRP 442
₹199-এ
ডাফেল ব্যাগ
₹1499 শপিং করলেই
MRP 1499
₹299-এ
ডিনার সেট
₹2499 শপিং করলেই
MRP 1899
₹1299-এ
হার্ড ট্রলি
₹3499 শপিং করলেই
MRP 6999
Brands Available
FOR MEN
FOR LADIES
FOR KIDS
FOR HOME
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়)। রতুয়া। শিলিগুড়ী দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা · মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · লিন্ডসে স্ট্রিট · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান)। খড়গপুর। গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান (545, জি. টি. রোড, হিন্দ অ্যাপার্টমেন্ট মার্কেটের পাশে · 545/1, জি. টি. রোড)

শিশু দিবসে নানা কর্মসূচি

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৪ নভেম্বর : শুক্রবার শিশু দিবস। এই উপলক্ষ্যে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হল শিশু দিবস। গৌড়বঙ্গের সামাজিক ও আর্থিক বাস্তবতার কারণে এখনও বাল্যবিবাহ একটি বড় সমস্যা। তাই এদিন মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক স্লোগান সহ একটি ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক অনিন্দ্য সরকার। ট্যাবলোটি ঘুরে ঘুরে শিশু সুরক্ষা ও অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবে। সামসী, মালতীপুর, চাঁচল, গাজোল ও বৈষ্ণবনগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অপরদিকে, রায়গঞ্জে পার্বতীদেবী প্রাথমিক স্কুলে রূপসজ্জা, নাচ-গান, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা ও বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আদালত চত্বরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি করে। রায়গঞ্জ পুরসভা ও সিনির পক্ষ থেকেও নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাট, হিলি, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডির বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু দিবস পালন করা হয়।

বিতর্কের জেরে স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি বাতিল

সংসদের বিজ্ঞপ্তিতে নেতার সই

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৪ নভেম্বর : এবছর ৪১তম জেলা প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। আর এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। ওই বিজ্ঞপ্তিতে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদার সই ও সিল তো রয়েছেই। পাশাপাশি ওই বিজ্ঞপ্তিতে তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি রাজনারায়ণ গোস্বামীরও সই রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি নির্দেশিকায় কি করে একজন রাজনৈতিক দলের শিক্ষক নেতা সই করতে পারেন? এনিয়ে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধী সংগঠনের শিক্ষক নেতারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বয়কটের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন।

এদিকে, ওই তৃণমূল শিক্ষক নেতার সই সম্পর্কে মন্তব্য করতে না চাইলেও এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা।

অভিযোগ

- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তরফে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়
- এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক
- বিজ্ঞপ্তিতে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যানের সইয়ের পাশাপাশি তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি সই দেখা যায়
- বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, এমনটা হলে আমরা প্রতিযোগিতা বয়কট করব
- তাঁরা সর্বদলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন
- বিতর্কের মুখে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান বিজ্ঞপ্তি পালটে দেওয়ার কথা বলেছেন

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, জেলা স্তরের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য জেলার ১৮টি সার্কেলে ১৮ জন শিক্ষককে সার্কেলের ক্রীড়া পরিচালনা করার জন্য সম্পাদক করা হয়েছে। সেই তালিকার নীচে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা সই করেছেন। কিন্তু তাঁর সইয়ের পাশে তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি রাজনারায়ণ গোস্বামী তাঁর সংগঠনের সিল ব্যবহার করে সই করেছেন।

এবিষয়ে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক শংকর ঘোষ বলেন, 'এইভাবে কোনও কাজ হতে পারে না। দল আর প্রশাসন এক নয়। এটা একদমই অনৈতিক ও অবৈধ। আমরা চাই সরকার সরকারের মতো চলুক। সংসদ চেয়ারম্যান তাঁর মতো চলুক। এরকম হলে আমাদের সংগঠন সহ বাকি অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলির তরফে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বয়কট করা হবে।'

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা যুগ্ম সম্পাদক রাহুল দেবের বক্তব্য, 'একনায়কভাবে এটা করা হয়েছে। এমনটা আমরা মানছি না, সমর্থনও করছি না। এক্ষেত্রে আমাদের বিরোধিতা থাকবে। আমরা চাইছি সর্বদলীয়ভাবে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। সর্বদলীয়ভাবে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে। এখন যদি তাঁরা এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে করেন তাহলে তো আমাদের কিছু করার নেই। তবে আমরা চাইছি যে এটা সুষ্ঠুভাবে হোক।'

বিরোধীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে রাজনারায়ণ গোস্বামীর মন্তব্য, 'অনেক শিক্ষক এখন বিএলও হিসেবে কাজ করছেন। যাঁরা বিএলও হিসেবে কাজ করছেন সেই শিক্ষকদের যাতে খেলার দায়িত্বে না রাখা হয় সেজন্য আমরা একটা খসড়া প্রস্তাব ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়েছিলাম। চেয়ারম্যান যদি সেই কাগজে সই করে ওঁর নির্দেশিকার সঙ্গে যুক্ত করে দেন তাহলে সেটা ওঁর ভুল। চেয়ারম্যানের এখানে সই করা ঠিক হয়নি। উনি হয়তো ভুলবশত এটা করে ফেলেছেন।'

তিনি আরও বললেন, 'এছাড়াও আমরা ডিপিএসসি কর্তৃপক্ষকে এসআইআর শেষ হওয়ার পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে অনুরোধ করেছি। যাতে সকলকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা করা যায়।'

নজর।। শিলিগুড়ির বাঘা যতীন কলোনিতে ছবিটি তুলেছেন বিট্টু রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিক্রেতাদের ডিপ্লোমা কোর্স

রতুয়া, ১৪ নভেম্বর : রতুয়ার মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষিপণ্য বিক্রেতাদের জন্য ১ বছরের অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন সার্ভিসেস ফর ইনপুট ডিলার্স (ডিএইএসআই) বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স শুরু হল শুক্রবার। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ৮০ জন আগ্রহী সার ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হতে চলেছে। উপস্থিত ছিলেন মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী রাকেশ রায়, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল, মালদা সিএডিসি-র আধিকারিক পার্থ রায়চৌধুরী, আরআরএসএস মানিকচকের অধিকর্তা তপোময় ধর প্রমুখ। মালদা ও উত্তর দিনাজপুর এই দুই জেলার সপ্তাহে একটি করে ক্লাস হবে। মঙ্গল ও বুধবার ক্লাস করানো হবে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে।

ব্লক সভাপতির রেস্তোরাঁয় হামলা

বুলবুল ও তজমুল অনুগামীদের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ নভেম্বর : বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে হরিশ্চন্দ্রপুরে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল ততই প্রকাশ্যে চলে আসছে। মালদায় দলের হেভিওয়েট নেতা ও প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন এবং জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খানের অনুগামীদের মধ্যে গণ্ডগোল চরম আকার নিচ্ছে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর থানা থেকে ১০০ মিটার দূরে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বুলবুল-ঘনিষ্ঠ এবং শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের সভাপতি সাহেব দাসের রেস্তোরাঁয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল মন্ত্রী অনুগামীদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি এই এলাকায় থাকা একটি বিরিয়ানির দোকান, এক আলু ব্যবসায়ীর দোকান এবং একটি বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। আরও অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা জোর করে দোকান বন্ধ করার জন্য ব্যবসায়ীদের বাধ্য করে। গালিগালাজ করে দোকানের কর্মচারীদের শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত করেছে বলে অভিযোগ। সমস্ত ঘটনা দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে।

এদিকে, গণ্ডগোলের খবর পেয়ে গতকাল রাতে এলাকায় পৌঁছোয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও এ পর্যন্ত অভিযুক্তরা অধরা।

দোকান ভাঙচুর দেখাচ্ছেন তৃণমূল নেতা সাহেব দাস।

শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সাহেবের অভিযোগ, 'যে বা যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করেছি। এঁরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে আবার এলাকায় তাণ্ডব শুরু করেছেন। প্রত্যেকে মন্ত্রী তজমুল-ঘনিষ্ঠ। দলের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় দুষ্কর্ম করে বেড়াচ্ছেন। গোটা ঘটনা জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি।' থানার নাগালে এমন ঘটনায় পুলিশ পদক্ষেপ না করলে ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন সাহেব। আক্রান্ত বিরিয়ানি ব্যবসায়ী মহম্মদ মিস্টার বলেন, 'প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় এলাকার কয়েকজন শাসকদল-ঘনিষ্ঠ আমার দোকানে ঢুকে হুমকি দিতে শুরু করেন। দোকান বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কর্মীদের মারধর করে দোকানে ভাঙচুর করেন। আমি এখনও আতঙ্কে।' আলু ব্যবসায়ী রবি ঘোষ বলেন, 'ওই বিরিয়ানি ব্যবসায়ীরা আমার বাড়িতে ভাড়া থাকেন। গত রাতে ওঁদের দোকানে গণ্ডগোল হওয়ার পর আমার দোকান এবং বাড়িতে ইট-পাথর ছোড়া হয়েছে।'

এদিকে, এ ব্যাপারে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদারকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, ঘটনার কথা তাঁর জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখবেন। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, 'এলাকায় শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ীরা ভুগছেন। এলাকায় রোজ অশান্তি লেগে থাকে। মানুষ সবই দেখতে পাচ্ছেন। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। নির্বাচনে সাধারণ মানুষ জবাব দেবেন।'

তজমুল বলেন, 'ঘটনার কথা জানা নেই। সাহেবের অভিযোগ সত্যি না মিথ্যা, পুলিশ বলবে। যে বা যারা ঘটিয়ে থাকুক, ঘটনা কখনোই সমর্থন করি না।' এই নিয়ে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও বুলবুলের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কোন্দলে জেরবার

- বৃহস্পতিবার রাতে বুলবুল-ঘনিষ্ঠ সাহেব দাসের রেস্তোরাঁয় ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে
- এক বিরিয়ানির দোকান, আলু ব্যবসায়ীর দোকান এবং এক বাড়িতে ভাঙচুর চলে
- খবর পেয়ে রাতেই এলাকায় পৌঁছোয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও এ পর্যন্ত অভিযুক্তরা অধরা
- পুলিশ পদক্ষেপ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন সাহেব

মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত ১

গাজোল, ১৪ নভেম্বর : মোটরবাইক চালিয়ে হাট থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণ। বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্র্যাক্টরের ট্রলির পিছনে ধাক্কা মারেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান। বৃহস্পতিবার রাতে গাজোলের সালাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ইমামনগর গ্রামের ঘটনা। হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই তরুণের নাম প্রসেনজিৎ সিংহ (২৮)। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রসেনজিতের দাদা পরিতোষ সিংহ বললেন, 'ভাই ভিনরাজ্যে মিস্ত্রির কাজ করে। বৃহস্পতিবার রাতে বিহারি মোড় হাট থেকে বাড়ি ফিরছিল। বাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্র্যাক্টরের ট্রলির পেছনে ধাক্কা মারে। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।'

পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

এসআইআর-এ সাইবার সতর্কতা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ নভেম্বর : এসআইআর-কে কেন্দ্র করে ভোটের আগেই উত্তপ্ত রাজনৈতিক ময়দান। শাসক-বিরোধী দড়ি টানাটানিতে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যে এই নিয়ে সচেতনতা অভিযান শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ।

এ ধরনের প্রতারণার অভিযোগ এই প্রথম নয়। আগেও এমন প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। তবে এবার এসআইআর আতঙ্ককে কাজে লাগাতে চাইছে প্রতারকরা। কীভাবে চলছে এই প্রতারণা? জেলা পুলিশের সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কিছু অসাধু ব্যক্তি বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) বা বিডিও (ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার) পরিচয় দিয়ে ফোন করছে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ করছে। সেখানে বলা হচ্ছে, দ্রুত এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। নয়তো ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়তে পারে। এরপর এসআইআর এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নামের একটি এপিকে ফাইল পাঠানো হচ্ছে। আর ভুল করে ফাঁদে পা দিয়ে অ্যাপটি ফোনে ইনস্টল করলেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আসলে ওই ফাইলটি একটি ম্যালওয়্যার অ্যাপ যা ফোনের সমস্ত ডেটা চুরি করে নেয় এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। এনিয়ে ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছে মালদা জেলা পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান চলছে। জেলা পুলিশ জানাচ্ছে, কখনও কোনও বিএলও বা বিডিও অ্যাপ ইনস্টল করার জন্য বলেন না। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে ওই নম্বর ব্লক করে

মালদা

স্থানীয় সাইবার ক্রাইম থানায় যোগাযোগ করুন। ফর্ম ফিলআপের নামে কোনও অ্যাপ ইনস্টল করা কিংবা ওটিপি চাওয়া মানেই সাইবার প্রতারণার ফন্দি।

জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'রাজ্যের বেশকিছু জায়গায় এমন ঘটনা সামনে এসেছে। তবে মালদা জেলায় এখনও এমন অভিযোগ আসেনি। সাইবার অপরাধীরা নানা সময়ে নানান ইস্যুকে হাতিয়ার করে মানুষের ভয়কে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা করে। এনিয়ে আমরা আগে থেকেই সচেতন করতে শুরু করেছি।'

গ্রেপ্তার

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের তরফে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ওই মহিলার স্বামীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতের নাম ধরফারু দেবশর্মা। ৯ নভেম্বর দুপুরে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দেন ওই মহিলা। ১৩ নভেম্বর মহিলার বাপের বাড়ির তরফ থেকে থানায় তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ করা হয়। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানালেন, অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ধরফারুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর ছেলে বৈদ্যনাথের খোঁজ চলছে।

ভস্মীভূত বাড়ি

হরিরামপুর, ১৪ নভেম্বর : হরিরামপুর ব্লকের শিরসি পঞ্চায়েতের নরদাস গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল হকের বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে আগুন লাগে। স্থানীয়রা পাম্পসেট চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। ইসমাইল জানান, বাড়িতে আগুন লাগায় দুটি ছাগল পুড়ে মারা যায়। রান্নাঘরে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান স্থানীয়দের।

বিজেপির বিজয় মিছিল

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৪ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের জয় উপলক্ষ্যে শুক্রবার গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির তরফে বিজয় মিছিল করা হয়। এদিন বিকেলে রায়গঞ্জে বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়। দলের তরফে পথচলতি সমস্ত মানুষের হাতে লাড্ডু তুলে দেওয়া হয়। ঢাকঢোল বাজিয়ে শহরের বহু জায়গা পরিক্রমা করে এই মিছিল। মিছিলের জেরে শহরের যান চলাচল ব্যাহত হয়। জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'বিহারে দল দারুণ ফল করেছে। এই রাজ্যেও বিজেপির ক্ষমতায় আসা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।'

এদিন বিকেলে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকা হাতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখোশ পরে শতাধিক নেতা-কর্মী উৎসবে মেতে ওঠেন। পথচলতি মানুষদের লাড্ডু বিলি করেন জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী এবং জেলা সম্পাদক বাপি সরকার। গঙ্গারামপুরে বিধায়ক কার্যালয়ের মানুষকে মিষ্টিমুখ করান। কুমারগঞ্জের জাখিরপুর ও গোপালগঞ্জেও দলের সমর্থকরা আনন্দে মেতে ওঠেন।

শুক্রবার দুপুরে বিজেপি পরিচালিত গাজোল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিহারে পদ্ম শিবিরের জয় উদযাপন করা হয়। গাজোল-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদ্যুৎকুমার সর্দার বলেন, 'এই জয় প্রত্যাশিত। মোদি-নীতীশের জোট রাহুল-তেজস্বীর জোটকে মাঠের বাইরে বের করে দিয়েছে। বিহারের পর এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা।' এদিন বুনিয়াদপুরে বিজেপির শহর মণ্ডলের তরফে বিজয় মিছিল করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতৃত্ব দীপেশ বসাক, টাউন সভাপতি প্রবীর মণ্ডল প্রমুখ।

উদ্বোধন

পতিরাম, ১৪ নভেম্বর : পতিরামের যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজে শুক্রবার কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ সহ বেশ কয়েকটি নতুন ঘরের উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বরাদ্দ করা ১৭ লক্ষ টাকায় ওই ঘরগুলি নির্মিত হয়। এদিন কলেজ চত্বরে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৩২ জন শিবিরে রক্তদান করেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও কলেজে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের একটি ঘরও উদ্বোধন হয়।

হাসপাতালে আর আলাদা রোগী দেখা নয়

বিক্ষোভ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ নভেম্বর : জেলা শাসকের নির্দেশে বন্ধ রয়েছে হাসপাতাল চত্বরে চিকিৎসকদের কোয়ার্টারে ব্যক্তিগত চেম্বারে 'অন রিকোয়েস্ট' রোগী দেখা। চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে হাসপাতালেই, স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন জেলা শাসক। জেলা প্রশাসনিক প্রধানের এমন নির্দেশে গত দু'দিন ধরে হাসপাতালের বাইরে রোগী দেখছেন না চিকিৎসকরা। আর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই শুক্রবার সরব হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। পুরোনো প্রথা ফিরিয়ে আনার দাবিতে তাঁরা চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন। সাধারণ মানুষের জন্য হাসপাতালে পরিষেবা উন্নত করার নির্দেশ যেখানে দেওয়া হয়েছে, সেখানে টাকা দিয়ে চিকিৎসার দাবি কেন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এর পিছনে কোনও চক্র কাজ করছে বলে মনে করছেন অনেকেই। চলতি সপ্তাহে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মালদার নতুন জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পরিষেবা সংক্রান্ত বিস্তর অভিযোগ পান তিনি। এরপরেই হাসপাতাল চত্বরে চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চেম্বারে অন রিকোয়েস্ট রোগী দেখা বন্ধের নির্দেশ দেন।

হাসপাতালের বাইরে ওষুধের দোকানগুলিতে এবং হাসপাতাল চত্বরে নিজেদের কোয়ার্টারে দীর্ঘদিন ধরে রোগীদের চিকিৎসা করেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসকরা। অভিযোগ, এই প্রবণতায় হাসপাতালের পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে। কেন চিকিৎসকরা তাঁদের কোয়ার্টারে টাকার বিনিময়ে রোগী দেখবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এমন নানাবিধ অভিযোগের ভিত্তিতে হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে 'অন রিকোয়েস্ট' রোগী দেখা বন্ধ করার

ডাক্তারকে ঘিরে ক্ষোভ। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

নির্দেশ দেন জেলা শাসক। কিন্তু ওই নির্দেশের প্রতিবাদে শুক্রবার চিকিৎসকদের কোয়ার্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন প্রান্তের রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা। তাঁদের দাবি, চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চেম্বার চালু করতে হবে। অন্যথায় হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া হবে। শিশুসন্তানকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন সুমি ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, 'বাইরে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাব, সেই সামর্থ্য নেই। হাসপাতালে আউটডোরে দেখানোর পর হাসপাতালের চিকিৎসকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা করাচ্ছিলাম। কিন্তু দু'দিন ধরে সেটাও বন্ধ। সমস্যায় পড়েছি।' এমন সমস্যার কথা বলছেন আরও অনেকেই। হাসপাতালে চিকিৎসক সুব্রত চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান অনেকে। তাঁকে চেম্বার চালু করতে হবে বলে তাঁরা দাবি তোলেন। ডাঃ সুব্রত বলছেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দিলে ব্যক্তিগতভাবে রোগী দেখা সম্ভব নয়। এখন থেকে চিকিৎসা পরিষেবা দেব শুধু সরকারি হাসপাতালে।'

অন্যদিকে স্থানীয় তরুণ শহিদুল ইসলাম বলেন, 'ওইদিন প্রতিবাদস্বরূপ জেলা শাসককে মিষ্টি খাইয়ে হাসপাতালের দুরবস্থার কথা জানিয়েছিলাম। হাসপাতালের কোয়ার্টারে চিকিৎসকরা কেন চিকিৎসা করবেন? হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়ার পর তাঁদের যদি ব্যক্তিগত চিকিৎসা করার ইচ্ছা হয়, তাহলে তাঁরা হাসপাতালের বাইরে গিয়ে তা করুন।' ভারপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ছোটন মণ্ডল বলেন, 'আগে অন রিকোয়েস্টে হাসপাতালে কয়েকজন চিকিৎসক বাসস্থানে রোগী দেখতেন। কিন্তু এখন আর সেটা আমরা করতে দিচ্ছি না।'

সত্যি রে, তারাটা কত্ত বড়...

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৪ নভেম্বর : শহরের একটি দ্বিতল বাড়ির ছাদে বসানো রয়েছে একটা বড় টেলিস্কোপ। তার পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন খুদে পড়ুয়া। সেই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে কার্তিক নামে এক খুদে ওর বন্ধু গণেশের উদ্দেশে বলে ওঠে, 'তারাটা কত বড় রে...। হলুদ রংয়ের। তুইও দ্যাখ...।' কার্তিক টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে গণেশকে টেলিস্কোপের দিকে এগিয়ে দেয়। গণেশও টেলিস্কোপে তারা দেখে অবাক হয়ে যায়। গণেশও বলে ওঠে, 'সত্যি রে... তারাটা কত্তো বড়...।'

শুক্রবার ছিল জাতীয় শিশু দিবস। তাই এদিন মালদা জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শহরের রেড লাইট এরিয়া বলে পরিচিত হংস গিরি লেনের প্রবেশমুখে একটি দ্বিতল বাড়ির ছাদে বসানো হয় টেলিস্কোপ। খুদেরা টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে তারা দেখার পর ওদের কোনটা কী গ্রহ তা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মালদা শহরের মহেশমাটি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক ওয়াসিমুল বারি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কিছুদিন আগেই কার্তিক, গণেশের মতো জনা ১৫ খুদে পড়ুয়া বইখাতা নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। ওরা আগে কোনওদিন টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে আকাশের চাঁদ, তারা দেখেনি। তাই ওদের এত আনন্দ।

এদিন তারা দেখে ও সেগুলির গল্প শুনে কার্তিক, গণেশদের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। মুখে ফোটে হাসি। শুধু খুদেরাই নয়, টেলিস্কোপে চাঁদ, তারা দেখতে হাজির হয়েছিলেন বড়রাও।

তারা দেখতে কেমন লাগল, এই প্রশ্নের উত্তরে সুজয়ের মন্তব্য, 'খালি চোখে সব তারাই তো খুব ছোট দেখায়। সবই এক রংয়ের। আর দূরবিনে চোখ লাগিয়ে দেখলাম তারাগুলো খুব বড়। কোনওটা হলুদ, কোনওটা বা লাল রঙের।'

গণেশ জানায়, 'অনেকদিন আগে সে মায়ের হাত ধরে জহুরাতলার মেলায় গিয়েছিল। মেলায় তার মা একটা প্লাস্টিকের দূরবিন কিনে দিয়েছিলেন। সেই দূরবিন দিয়ে গাছে বসা পাখি দেখতাম। কিন্তু এই প্রথম তারা দেখলাম। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তারা দেখার গল্প করব।'

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের পরিদর্শক বাণীব্রত দাস বললেন, 'শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের দপ্তরের উদ্যোগে চাঁচলে এদিন বিজ্ঞান কংগ্রেসের আসর বসেছিল। পাশাপাশি মালদার রেড লাইট এরিয়ার খুদে পড়ুয়াদের আমরা তারামণ্ডল দেখালাম। ওদের আনন্দ দেখে খুব ভালো লাগছে। আমরা ওদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি। যাতে ওরা মাথা উঁচু করে সমাজে বাঁচতে পারে।'

ওয়াসিমুল বারির কথায়, 'আমরা বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তারামণ্ডল দেখাই। কিন্তু এই এলাকার পড়ুয়াদের তারামণ্ডল দেখানোর একটা আলাদা অনুভূতি। সত্যিই খুব ভালো লাগছে। ওরা পড়াশোনা করে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক।'

টেলিস্কোপে তারা দেখতে হাজির খুদেরা। শুক্রবার মালদায়।

দুই হাসপাতালে চরম অব্যবস্থা

শীঘ্রই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দায়িত্বে আশিস

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৪ নভেম্বর : দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে মঙ্গলবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগ দিচ্ছেন আশিস ভট্টাচার্য। আচার্য মনোনীত স্থায়ী উপাচার্যকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্বাগত জানাতে তৈরি ছাত্র সংগঠনগুলিও। পাশাপাশি, দ্বিতীয় সিমেস্টারের ফি কমানো, সমাবর্তন করতে পারবেন কি নতুন উপাচার্য, সেই প্রশ্নও উঠছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'মঙ্গলবার সকালে নতুন উপাচার্য ট্রেনে মালদায় আসবেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে স্টেশনে হাজির থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ডিন সহ আধিকারিকরা। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে যাবেন উইমেন্স কলেজ রোডে উপাচার্যের জন্য বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনে। সকাল ১০টায় তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।' সমাবর্তন ইস্যুতে গত ২৬ অগাস্ট আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অপসারিত করেন তৎকালীন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। যার জেরে প্রায় তিন মাস ধরে উপাচার্যহীন অবস্থায় রয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

আচার্যের নির্দেশমতো বেঁধে দেওয়া সময়ে সমাবর্তন করতে না পারায় উপাচার্যের পদ খোয়াতে হয়েছিল পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। নতুন উপাচার্য কি পারবেন, কিছুদিনের মধ্যে সমাবর্তন করে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিতে? ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আশিস ভট্টাচার্য কি দ্বিতীয় সিমেস্টারের বর্ধিত ফি মকুব করতে পারবেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাতে তাঁর ভূমিকা কী হবে? নতুন উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার আগে এমন নানা প্রশ্ন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আশা রাখছেন প্রায় সকলেই, কিন্তু কিছু কাজ যে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের, তাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন অনেকে।

ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তায় তিন পড়ুয়া

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরে বাংলা বিভাগে ভর্তি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। তিনজন পড়ুয়া ভর্তি হওয়ার পর তা হঠাৎ বাতিল হয়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তাঁরা। শুক্রবার ছিল স্নাতকোত্তরের নথি যাচাইয়ের শেষ দিন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কর্তৃপক্ষের কোনওরকম আশ্বাস না পেয়ে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। বাংলা বিভাগের এই তিন পড়ুয়া হলেন উপমা গুহ, মধুরিমা ঘোষ এবং মানস সিংহ। এবছর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে স্নাতক স্তরে উত্তীর্ণ হন।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সদুত্তর না পেয়ে পড়ুয়ারা আরটিআই করেন। উপমার কথায়, 'মেরিট লিস্টে নাম থাকায় অগাস্টে ভর্তি হই। কিন্তু পরে সেই তালিকা বাতিল করা হয়। ১ সেপ্টেম্বর নথি যাচাই করতে গেলে বিষয়টি জানতে পারি। কেন এমনটা হল জানতে চাইলে পিজি কাউন্সিলের তরফে সমস্ত তথ্য দিয়ে আবেদন করতে বলা হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও সদুত্তর পাননি তাঁরা। ৬ নভেম্বর আরটিআই করা হলে ১১ নভেম্বর তাঁদের ই-মেল মারফত জানানো হয় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এমন সমস্যা তৈরি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'যান্ত্রিক ত্রুটিতে মেধাতালিকায় ওদের নাম চলে এসেছিল। অনেক পিছনে ছিল ওরা। তাই লিস্টটা বাতিল করা হয়। কারণ ওদের আগে ১৬-১৭ জন ছিল। এবছর ওরা ভর্তি হতে পারবে না।'

বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মৃতের পরিজনের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

রোগীমৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতি

বিক্ষোভ বালুরঘাটে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর : গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের পর বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। রোগীমৃত্যুর জেরে ফের চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ উঠল। ক্ষোভ-বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল হাসপাতল চত্বর থেকে সুপারের কার্যালয়ে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাট হাসপাতালে পেটের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নেরালিপাড়ার রাহুল সিং (২২)।

ওইদিনই মধ্যরাতে মৃত্যু হয় তাঁর। যথারীতি ভুল চিকিৎসা এবং পরিবারকে অন্ধকারে রাখার অভিযোগ তুলে সরব হন ওই তরুণের পরিবারের লোকজন। বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা সামাল দিতে হয় বালুরঘাট থানার পুলিশকে। অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

মা মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে। ভিনরাজ্যে কাজ করেন বাবা। ঠাকুমার কাছে বড় হয়ে ওঠা রাহুল ঢাক বাজিয়ে সংসার প্রতিপালন করতেন। বোল্লাকালীপুজোয় টানা কয়েকদিন ঢাক বাজিয়ে সোমবার বাড়ি ফেরেন রাহুল। বাড়ি ফেরার পরই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। বৃহস্পতিবার পেটের যন্ত্রণার সঙ্গে শুরু হয় বমি। প্রতিবেশীদের সহায়তায় বৃহস্পতিবারই রাহুলকে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু মধ্যরাতে রাহুলের মৃত্যু হয়।

ওই খবর শুক্রবার সকালে জানতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিজনরা। হাসপাতালে তুমুল বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ওয়ার্ড মাস্টারের ঘর থেকে সুপারের কার্যালয়, সর্বত্রই চলে বিক্ষোভ। মৃত তরুণের কাকিমা লক্ষ্মী মহন্ত সিংয়ের অভিযোগ, 'ভর্তির সময় শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীলই ছিল।

কিন্তু শুক্রবার সকালে হাসপাতালে এসে জানতে পারি ওর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের মোবাইল ফোন নম্বর দেওয়া ছিল, কিন্তু রাতে কেউ ফোন করেননি। তাই আমরা নিশ্চিত, ভুল চিকিৎসাতেই রাহুলের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।' সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কঠোর শাস্তির দাবি করে নেপালিপাড়ার প্রিয়াংকা সিং বলেন, 'এর আগেও আমাদের পাড়ার রোগীদের এভাবে আচমকা মৃত্যু হয়েছে। বাড়িতে খবর দেওয়া হয় না। আমাদের পাড়ার রোগীদের আনলে কি এভাবেই মরে যেতে হবে? কেন সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে না হাসপাতালে? বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করলেই হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত রাহুল।'

চিকিৎসা হয়নি মানতে নারাজ দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস বলেন, 'লিভার ডিজিজ পেশেন্ট ছিলেন। পরীক্ষার পরই চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা খারাপ বলে রোগীর আত্মীয়দের জানিয়েছিলেন। যথাযথই চিকিৎসা হয়েছে। তাঁদের জানানো হয়নি বলে পরিবারের লোকেরা যে অভিযোগ করছেন, তা খতিয়ে দেখা হবে। নিশ্চয় কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা এক রোগিণীর মৃত্যু হয় ৫ নভেম্বর। গঙ্গারামপুরে ভুল রক্ত দেওয়ায় ওই রোগিণীর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে হাসপাতাল সুপার সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে বদলি করা হয়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসনও।

এক বেডে সদ্যোজাত নিয়ে দুই মা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : হাসপাতালের বেড না কি ট্রেনের জেনারেল কামরা, কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ভিতরে ঢুকলে রীতিমতো ধন্দে পড়বেন আমজনতা। নবজাতকরাও সুরক্ষিত নয় এই হাসপাতালে। সদ্যোজাত সহ মাকে পর্যাপ্ত জায়গা দিতে অপারগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শিশু দিবসের দিনে এমনই হতাশাজনক ছবি উঠে এল কালিয়াগঞ্জের স্টেট জেনারেল হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে।

কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে একই বেডে দুই সদ্যোজাত সহ দুই মা। প্রায় আড়াই ফিট বাই সাড়ে ছ'ফিট বেডে নিজেরা কোথায় থাকবেন সঙ্গে সদ্যোজাতদেরই বা কোথায় রাখবেন তা বুঝতে হিমসিম অবস্থা ওই দুই সদ্য প্রসূতির। একই বেডে বসে কোনও রকমে সন্তানদের আগলে দুপুরের ভাত খাচ্ছেন তাঁরা।

এই অসুবিধার কথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে কোনওই লাভ হয়নি। অগত্যা, সদ্যোজাতদের পেটের কাছে রেখে হাঁটু ভাঁজ করে সদ্য প্রসব পরবর্তী শরীর নিয়ে কোনও রকমে শুয়ে-বসে থাকছেন মায়েরা।

নবজাতক সহ তাদের মায়েদের এমন পরিণতিতে রুষ্ট আত্মীয়পরিজনেরা। তাঁদের অভিযোগ, 'এইভাবে কষ্ট সহ্য করে থাকছেন দুই মা। এ তো ট্রেনের জেনারেল কামরার মতো অবস্থা।'

কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ জয়দেব রায়ের সাফাই, '৬০টি বেডের হাসপাতালে প্রায় ৮৫ জন প্রসূতি রয়েছেন। আর খুব জোর দেড় মাস এই অসুবিধা পোহাতে হবে। এরপর নতুন বিল্ডিংয়ে গেলেই সমাধান হয়ে যাবে।'

রাধিকাপুর গোটগ্রামের বাসিন্দা সাবিনা খাতুন বুধবার রাতে কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন। কমলাবাড়ি হাটের বাসিন্দা শীলা বর্মন বৃহস্পতিবার পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

দুজনেরই স্থান হয়েছে হাসপাতালের একই বেডে। সাবিনার কথায়, 'কষ্ট করেই থাকতে হবে। কী আর করা যাবে। মাসিরাই আমাদের এখানে রেখেছে। ঠিকমতো শুতে পারছি না। খুব কষ্ট হচ্ছে।' শীলার স্বামী রিঙ্কু ঘোষের অভিযোগ, 'খুবই খারাপ পরিষেবা। এই অবস্থায় বাচ্চার পাশাপাশি মায়ের শরীর ঠিক থাকবে কি না কে জানে। দুজনকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।'

হাসপাতালে একই বেডে অনেকে।

সমস্যা যেখানে

- সদ্যোজাত সহ মাকে পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারছে না কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ
- একই বেডে সদ্যোজাত সহ দুই মা
- সদ্য প্রসব পরবর্তী সময়ে ওটুকু জায়গায় নবজাতকদের সামলাতে কষ্ট দুই মায়ের
- ৬০টি বেডের হাসপাতালে প্রায় ৮৫ জন প্রসূতি রয়েছেন
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশ্বাস আর দেড় মাস পর নতুন বিল্ডিং তৈরির পর এই অসুবিধার সমাধান মিলবে

এ নিয়ে তৃণমূল শাসিত সরকারের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে বিরক্ত ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার গৌরাঙ্গ দাস অভিযোগের সুরে বলেন, 'রাজ্যজুড়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে শিশু দিবস পালন করছে। কিন্তু, বাস্তব চিত্র এমনটাই যে নবজাতকদের জন্য হাসপাতালের এই পরিষেবা থাকার অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এটা নিত্যদিনের ঘটনা। আমরা আন্দোলন করেও এই মোটা চামড়ার দলের হুঁশ ফেরাতে পারিনি।'

সাফাইয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'স্বীকার করছি বর্তমান পরিস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীদের যথাযথ পরিষেবা দিতে পারছেন না। তবে, খুব শীঘ্রই নতুন বিল্ডিং উদ্বোধন হলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

সামসী, ১৪ নভেম্বর : মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাসের উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠান চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন ও কলিগ্রাম হাইস্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস, মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরের এসআই সৈয়দ মাসুদ করিম আনসারি, চাঁচল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পলাশ রায়, খরবা-১ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবলীনা ধর, চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বাণীব্রত জানান, বিজ্ঞানচর্চার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়াতে এই উদ্যোগ। চাঁচল মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল ও মাদ্রাসার পড়ুয়ারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মডেল তৈরি করেছিল। মডেল প্রদর্শনী ছাড়াও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সমবায় সপ্তাহ পালন

পতিরাম, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার বরকইলের ঠাকুরপুরায় সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় এবং সমবায় অধিকার দক্ষিণ দিনাজপুরের সহযোগিতায় 'স্বনির্ভর ভারত গড়ার বাহন হল সমবায়', এই স্লোগানকে সামনে রেখে দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। এই দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

কাঠগড়ায় বিএলও, সন্তোষপুর বুথে বিক্ষোভ

বাড়ি থেকে ফর্ম সংগ্রহের পরামর্শ

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৪ নভেম্বর : চাঁচল-১ ব্লকের সন্তোষপুর বুথে এনুমারেশন ফর্ম বিলি নিয়ে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-এর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ উঠছে। কেউ বলছে, গত ৪ নভেম্বর থেকে ফর্ম বিলির কথা থাকলেও এখনও অনেক বাসিন্দা ফর্ম পাননি। ফলে স্থানীয়রা আতঙ্কে রয়েছেন।

শুধু তাই নয়, বিএলও জাফর ইকবাল বাড়ি বাড়ি না গিয়ে স্থানীয় একটি ফোটোকপির দোকান থেকে ফর্ম বিলি করছেন।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিএলও সাফ নিদান দিয়েছেন, যাঁর প্রয়োজন আছে তিনি বাড়ি থেকে ফর্ম সংগ্রহ করবেন। এই নিয়ে শুক্রবার মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা।

যদিও সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও জাফর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তাঁর দাবি, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছেন বাসিন্দারা। যা ঠিক নয়। আমার বাবাকে কয়েকজন মারধরের চেষ্টা করছে। এনিয়ে আমি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করব।'

এ ব্যাপারে চাঁচল মহকুমা নির্বাচনি আধিকারিক তথা চাঁচলের মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা বলেন, 'বাসিন্দাদের মধ্যে যাতে খুব দ্রুত ফর্ম বিলি প্রক্রিয়া শেষ করা হয় তা খতিয়ে দেখা হবে।'

এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম বিলি নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে আসছে। বিক্ষোভ, অবরোধ যেন প্রতিদিনের ঘটনায় পরিনত হয়েছে। কোথাও বিএলও-দের নিরপেক্ষতায় প্রশ্ন উঠছে। তো আবার কোথাও বিএলও-র বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলছেন বাসিন্দারা। এই নিয়েই এদিন বিক্ষোভ হয় ওই এলাকায়। রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

সন্তোষপুর বুথের বাসিন্দাদের বিক্ষোভ।

> আমার পরিবারের সদস্যরা ফর্ম পাননি। বিএলও বাড়িতে ফর্ম না দিয়ে ইচ্ছেমতো ফোটোকপির দোকানে সন্ধ্যাবেলা ফর্ম দিচ্ছেন। বিএলও বলছেন, যার দরকার সে নাকি তার বাড়ি থেকে ফর্ম সংগ্রহ করবে।
>
> **তৌহিদ আলম** স্থানীয় বাসিন্দা

সন্তোষপুরের বাসিন্দা তৌহিদ আলম বলেন, 'আমার পরিবারের সদস্যরা ফর্ম পাননি। বিএলও বাড়িতে ফর্ম না দিয়ে ইচ্ছেমতো ফোটোকপির দোকানে সন্ধ্যাবেলা ফর্ম দিচ্ছেন। বিএলও বলছেন, যার দরকার সে নাকি তার বাড়ি থেকে ফর্ম সংগ্রহ করবে।'

এদিকে, বিএলও-কে ফোনেও পাওয়া যায় না বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হাবিবা খাতুনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'ফর্ম না পেয়ে অনেকেই ভয়ে রয়েছেন। দ্রুত ফর্ম বিলি করতে হবে।'

প্রাচীর নির্মাণের শিলান্যাস

মোথাবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ করা অর্থে কবরস্থানের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণকাজের শিলান্যাস হল মোথাবাড়ি বিধানসভার পঞ্চানন্দপুর-১ পঞ্চায়েত এলাকায়। শুক্রবার ওই কাজের শিল্যানাস করলেন মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ শেখ, কালিয়াচক-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মণ্ডল প্রমুখ।

গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ওই কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এদিন সেই অর্থে ৩০০ মিটার কবরস্থানের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণকাজের শিলান্যাস হয়।

দীপ এবিভিপি'র রাজ্য সম্পাদক

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : ছাত্র সংগঠন এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রায়গঞ্জের দীপ দত্ত। শুক্রবার ধূপগুড়িতে সংগঠনের ৪৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দীপ রাজ্য সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এতদিন দীপ ওই সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) পদে আসীন ছিলেন। দীপ বলেন, 'সংগঠনের তরফে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শীঘ্র বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করব।'

গ্রেপ্তার ১

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : কয়েকমাস আগে কালিয়াগঞ্জের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। নাবালিকার পরিবার কালিয়াগঞ্জ থানায় এক তরুণের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে। বৃহস্পতিবার কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ওই তরুণের ভাইকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকার পরিবারের তরফে তরুণের ভাইয়ের নামে অপহরণে যুক্ত থাকার অভিযোগ করা হয়েছিল। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃতকে শুক্রবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

দুটি লজ ও এক হোটেল বন্ধ

বুনিয়াদপুরে মধুচক্র, ধৃত ৭ মহিলা সহ ১২

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৪ নভেম্বর : বুনিয়াদপুর শহরের দুটি লজ ও একটি হোটেলে দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্র চলছে বলে অভিযোগ ছিল পুলিশের কাছে। শুক্রবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বাধীন দল অভিযান চালিয়ে একটি হোটেল থেকে মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেহব্যবসার সঙ্গে জড়িত ৭ মহিলা, ২ পুরুষ খদ্দের, হোটেল মালিকের স্ত্রী ও দুই কর্মী। তবে, অন্য একটি হোটেল ও লজ থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে পুলিশকে। অনুমান, পুলিশ অভিযানের আগাম খবর পেয়ে তারা সতর্ক হয়ে যায়। তবে তদন্তের স্বার্থে ওই দুটি লজ ও একটি হোটেলকে আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন তাঁদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এমনকি জেলার অন্য এলাকা থেকে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার আনা হবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য।

সক্রিয় পুলিশ

- মধুচক্রের অভিযোগে বুনিয়াদপুর শহরে অভিযান চালায় মহকুমা পুলিশ
- কলকাতা ও শিলিগুড়ি থেকে মহিলাদের নিয়ে এসে দেহব্যবসার কাজ করানো হত বলে অভিযোগ
- পরিচয় গোপন রেখে ভুয়ো নামে খদ্দেরদের ঘর ভাড়া দেওয়া হত

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই হোটেলের মালিক কলকাতা ও শিলিগুড়ি থেকে মহিলাদের এনে অনেকদিন ধরেই সক্রিয়ভাবে মধুচক্র চালাচ্ছিলেন। ধৃত ৭ মহিলার অধিকাংশই কলকাতার বাসিন্দা। কয়েকজন পাগলিগঞ্জ, করদহ, হরিরামপুর ও মালদার নালাগোলা থেকে এসেছেন। এক্ষেত্রে মানব পাচারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। হোটেলের রেজিস্টারে ধৃত কারও নাম ছিল না। পরিচয় গোপন রেখে ভুয়ো নামে খদ্দেরদের ঘর ভাড়া দেওয়া হত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

এদিন অভিযানের সময় পুলিশ হোটেলের দুটি ঘর থেকে আপত্তিকর অবস্থায় দুই মহিলা ও পুরুষকে ধরে ফেলে। হোটেলের অন্য জায়গা থেকে আরও ৫ মহিলাকে আটক করা হয়, তাঁরা খদ্দেরের অপেক্ষা করছিলেন। এরপর হোটেল মালিকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। মোট ১২ জনকে পুলিশ প্রথমে আটক ও পরে থানায় নিয়ে গ্রেপ্তার করে।

বুনিয়াদপুরের পুর প্রশাসক সমীর সরকার বলেন, 'শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই ধরনের অসামাজিক কাজ মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসন সঠিক কাজটি করেছে। আগামীদিনেও শহরে এই ধরনের কাজ বরদাস্ত করা হবে না।'

সম্প্রতি শহরের ওই হোটেলগুলোতে অচেনা ছেলেমেয়েদের আনাগোনা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সন্দেহ তৈরি হয় স্থানীয়দের। বংশীহারী থানার পুলিশ পদক্ষেপ করে না বলে অভিযোগ। বিষয়টি গোয়েন্দাদের কানে পৌঁছাতেই গোপনে নজরদারি শুরু করে মহকুমা পুলিশ প্রশাসন। বেশ কিছু মহিলা এদিন হোটেলে প্রবেশ করার পর অভিযান চালানো হয়। আর তাতেই সাফল্য পেল পুলিশ।

বুনিয়াদপুর শহরের বাসিন্দা গৌতম বিশ্বাস পুলিশকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি বলেন, 'আমরা স্বস্তি পেলাম। স্থায়ীভাবে এইসব অসামাজিক কর্মকাণ্ড বন্ধে কঠোর নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। তবেই শহরের পরিবেশ সুস্থ হবে।'

রাসমেলায় জাংক ফুডকে টক্কর ভাপা পিঠের

গৌতম দাস

গাজোল, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার বিকেল। সূর্য তখন পশ্চিমে অস্তগামী। ক্রমেই ভিড় বাড়ছে উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাসমেলায়। মেলায় ফাস্ট ফুডের স্টল বসেছে প্রচুর। সেই সবকে ছাপিয়ে রাসমেলার বাইরে বিদ্রোহী মোড়ে ভিড়টা বেশ চোখে পড়ার মতো। সেখানে ভাপা পিঠে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসেছেন বিক্রেতারা। অর্ডার নিয়ে হাঁফিয়ে উঠছেন। ফুরসত নেই দম ফেলারও। বিষয়টি স্পষ্ট, জাংক ফুডের জমানাতেও সাবেকি ভাপা পিঠের কদর এখনও আকাশছোঁয়া।

রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে গাজোল হাইস্কুল ময়দানে জমজমাট মেলা বসেছে। বিকেলে রাসমেলার দখল নিচ্ছে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। সন্ধ্যা নামার আগেই গাজোল ব্লকের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন রাসমেলায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানিরা সেখানে স্টল দিয়েছেন। তবে জাংক ফুডকে অনায়াসে টক্কর দিচ্ছে ভাপা পিঠে। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন দোকানিরা। তার মধ্যে সুসজ্জিত দোকান শ্যাম হালদারের। সাধারণ ভাপা পিঠে থেকে স্পেশাল ভাপা পিঠে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। শ্যাম বললেন, প্রতিবছর শীত শুরু হতেই ভাপা পিঠের দোকান নিয়ে বসি। এই পিঠে তৈরির জন্য চালের গুঁড়ো দরকার। বাজার থেকে না কিনে সেই চালের গুঁড়ো নিজেরাই তৈরি করি। তার সঙ্গে দেওয়া হয় খেজুরের গুড়, নারকেল এবং ক্ষীর। আমার দোকানে দু'রকমের পিঠে রয়েছে। চলতি ভাপা পিঠে ১০ টাকা। স্পেশাল ভাপা পিঠে ২০ টাকা। স্পেশাল ভাপা পিঠেতে ক্ষীরের পাশাপাশি গুড় এবং নারকেলের পরিমাণ একটু বেশি থাকে। রাসমেলাকে কেন্দ্র করে বিক্রি ভালো হচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ ভাজাভুজির তুলনায় ভাপা পিঠেকে বেশি পছন্দ করছেন।

ভাপা পিঠে কিনতে ভিড়। গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

স্কুল ছুটির পর বান্ধবীদের নিয়ে রাসমেলায় এসেছিল সুস্মিতা পাল। সে বলে, 'স্কুল ছুটির পর খুব খিদে পেয়েছে। তাই ফাস্ট ফুড না খেয়ে ভাপা পিঠেকেই বেছে নিয়েছি। দামও কম। মাত্র ১০ টাকায় পেট ভর্তি হয়ে যাবে। এতে পেট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাই শীতের সময় বাইরে বের হলে আমাদের প্রথম পছন্দ ভাপা পিঠে।'

প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছিলেন শ্যামল মণ্ডল। পরিবার সহ গ্রামের অনেকে এসেছেন রাসমেলায়। শ্যামল বললেন, আমাদের গ্রামে চপ, বেগুনি, ঘুগনি এগুলি পাওয়া যায় ভালোই। কিন্তু ভাপা পিঠে পাওয়া যায় না। তাই রাসমেলায় এসে ভাপা পিঠে খাচ্ছি। কম টাকায় বেশ ভালো খাবার। ১০-২০ টাকার পিঠে খেলে পেট অনেকক্ষণ ভর্তি থাকে। আর পেটের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও প্রায় নেই। তাই ভাজাভুজির থেকে আমাদের প্রথম পছন্দ এই ভাপা পিঠে।

সবমিলিয়ে একদিকে যেমন জমজমাট রাসমেলা, তেমনি খাবার হিসেবে জাংক ফুডের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছে, বলা ভালো টেক্কা দিচ্ছে ভাপা পিঠে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৬ সংখ্যা, শনিবার, ২৮ কার্তিক ১৪৩২

নীতীশেই ভরসা

যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াকে উড়িয়ে দিয়ে নীতীশ কুমারকে সামনে রেখে বিহারে বিপুল জয় পেল এনডিএ। ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোট। এনডিএ-র পাল্লা ভারীর ইঙ্গিত প্রায় সমস্ত বুথফেরত সমীক্ষাতে ছিল। কিন্তু কোনও সমীক্ষক সংস্থা এনডিএ-কে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়নি। বরং মহাজোট যথেষ্ট টক্কর দেবে বলে আভাস দেওয়া হয়েছিল সমীক্ষাগুলিতে।

বাস্তবে বিজেপি-জেডিইউ-এলজেপি (রামবিলাস)-র এনডিএ বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০৮টি দখলে নেবে বলে মনে হচ্ছে। উলটোদিকে মহাজোটের ঝুলিতে মেরেকেটে হয়তো ২৮টি আসন। অথচ ২০২০ সালে আরজেডি ছিল বিহারের একক বৃহত্তম দল। এবার সেই মর্যাদা দূরস্থান, বিরোধী দলনেতার পদ পাওয়া নিয়েও গভীর সংশয় রয়েছে আরজেডি'র।

মগধভূমে ভোটের দামামা বাজার বহু আগে থেকে ভোট চুরির অভিযোগে সরব ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিহারে প্রথমে 'পলায়ন রোকো নকরি দো' পদযাত্রা, তারপর ভোটার অধিকার যাত্রা করেন তিনি। ভোট চুরি এবং ওই দুটি পদযাত্রা বিহারে কংগ্রেসের মরা গাঙে খানিকটা বান আনবে বলে আশা করেছিলেন রাহুল সহ দলের অন্য নেতা-কর্মীরা। সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন বিহারের মানুষ। একই অবস্থা বামেদের।

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের ফলাফলে এনডিএ'র এই দাপট এককথায় অভূতপূর্ব। কেননা, একটানা ক্ষমতায় থাকলে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া থাকা স্বাভাবিক, তার লেশমাত্র অনুভব হল না। অথচ এই হাওয়ার সঙ্গে বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, কাজের সুযোগ না থাকায় ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ২০ বছর এনডিএ ক্ষমতায় থাকলেও অনগ্রসর রাজ্যের পরিচিতি না ঘোচার মতো ফ্যাক্টরগুলিও ছিল।

ছিল এসআইআর নিয়ে বিতর্কও। তা সত্ত্বেও এনডিএ-র প্রত্যাবর্তনে স্পষ্ট, বিরোধীদের বিশ্বাস করেনি মানুষ। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় এবং সঠিক সময়ে সঠিক রণকৌশলের অভাবও ছিল 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের মধ্যে। আসনরফা চূড়ান্ত করতে অহেতুক বিলম্বে তা স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী, আসন বণ্টনের সমস্যা নিয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত টালবাহানা চলেছে। কংগ্রেস ও ভিআইপি নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে আসন নিয়ে অহেতুক দরকষাকষি করেছে।

কিন্তু এনডিএ'র অন্দরে আসনরফা নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও তা প্রকাশ্যে আসেনি। নীতীশ কুমারকে সামনে রেখে ভোটে জিতল এনডিএ। তাঁকে দশমবার মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না, তা ভোটপর্বে ধোঁয়াশাতেই রেখেছিল বিজেপি। যদিও বিহার জয়ের কারিগর যে নীতীশই, ফলাফল প্রকাশের পর সেটা একবাক্যে মেনে নিয়েছে পদ্ম শিবির। তারা জানে, মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনায় ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ার অনেকটাই এনডিএ'র দিকে ঘুরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন নীতীশ। মহিলাদের সমর্থন বরাবরই তাঁর দিকে থাকে।

এবার সবথেকে অনগ্রসর ভোটব্যাংকেও নিজের দখল অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বিহারের দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস অবশ্য ইতিমধ্যে অভিযোগ তুলেছে, এসআইআর-এ ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দিয়ে ভোট চুরি করেছে নির্বাচন কমিশন। একই অভিযোগ সপা'রও। বিহারের ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আগামী বছর এরাজ্যে বিধানসভা ভোট। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২টি রাজ্যে।

গিরিরাজ সিংয়ের মতো হিন্দি বলয়ের বিজেপি নেতারা বলতে শুরু করেছেন, বিহার দখলের পর বাংলার পালা। বিহারের ধাঁচে বাংলায় এসআইআর-এ বুথ থেকে ধরে ধরে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ। আধার কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ৩৪ লক্ষ মৃত বাসিন্দার আধার নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। কীসের ভিত্তিতে আধার কর্তৃপক্ষ এই তথ্য কমিশনকে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

মগধভূমের এই ফলাফল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেদিকেই আপাতত নজর থাকবে সকলের।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

সুপার সিইও মুন্নাভাই ইঞ্জিনিয়ার

বিহার নির্বাচনে নীতীশ-মোদি জুটির বিশাল জয় আবার বোঝাল ইন্ডিয়া জোটের দুর্বলতা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

কলকাতায় উবর বা যাত্রীসাথীর ট্যাক্সিতে উঠলেই এখন আশি ভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন বিহার বা ঝাড়খণ্ডের ড্রাইভার। বিহারেরই বেশি। মধুবনি, ছাপরা, গয়া, সমস্তিপুর, বেগুসরাই, বৈশালী, দ্বারভাঙ্গা, আরারিয়া...।

নির্বাচনের মাসদুয়েক আগে থেকে গাড়িতে উঠলে তাঁদের সঙ্গে অবধারিত কথা হত বিহার নিয়ে। কারা জিতবে, জানতে চাইলে দেখতাম, কলকাতাপ্রবাসীদের বিহারিদের কৌতূহলের কেন্দ্রে ছিলেন দুজন। রামবিলাস পাসোয়ানের ছেলে চিরাগ এবং প্রশান্ত কিশোর।

এই নির্বাচনের ফল আবার জানিয়ে গেল, মূলস্রোতের মধ্যে না থাকলে ব্যক্তিগত ক্যারিশমা দিয়ে এখন আমাদের দেশে নির্বাচনে জেতা মুশকিল। একটা দুটো কেন্দ্র ঠিক আছে। বড় যুদ্ধে জেতা যাবে না।

তামিলনাড়ুতে নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি গড়ে কমল হাসানের মতো মহাতারকা যে জন্য চূড়ান্ত ব্যর্থ। প্রত্যেক মহারথীকে ভোটে জেতানো অঙ্কের কারিগর পিকে নিজের রাজ্যেই তাই অস্তিত্বহীন। কিছুদিন পরে বোঝা যাবে, তাঁর ভোটে লড়ার অঙ্কটা ছিল ঠিক কাকে খুশি করতে। কার সুবিধে করতে। সন্দেহ নেই, ভোট মার্কেটিংয়ে প্রচুর অর্থ কামানো পিকের বাজারদর কমবে অন্য রাজ্যে। যিনি নিজের রাজ্যে নিজের দলকেই আসন দিতে পারেন না, তিনি অন্য রাজ্যে কী করতে পারেন?

অনেকেই জানতে চাইছেন, এই জয়টা আসলে কার? নীতীশ কুমার? না নরেন্দ্র মোদির?

অবশ্যই সামগ্রিকভাবে জয়টা দুজনেরই। দু'পক্ষের জন্যই বিহারে ভোটের চিরাচরিত অঙ্ক এবার পালটে গিয়েছে অনেকটা। যাদব মানেই লালুপ্রসাদের ভোটার, আর বলা যাবে না। বিজেপির কৃতিত্ব, তাদের সবচেয়ে বেশি সিট। তবে একটু বেশি সাফল্য হয়তো ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নীতীশ কুমারেরই। বিজেপি বিহারের 'সুশাসনবাবু'-কে শুরুতে এত পাত্তা দিতে চায়নি, ল্যাজে খেলাচ্ছিল।

মাসকয়েক আগেও এই নীতীশের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা নিয়েই প্রচুর চর্চা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মোদির সামনেই এক এক সময় অসংলগ্ন আচরণ করেছেন নীতীশ। বোঝাই যাচ্ছিল, বিহারের মুন্নাভাইয়ের শরীর বশে নেই। বিহারের জনতা দেখিয়ে দিল, তাঁরা এসবের তোয়াক্কা করেননি। রাজ্যের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর ওপর তাঁদের ভরসা অটুট। যে কারণে পাটনার রাস্তায় সকাল থেকে পোস্টার— টাইগার আভি জিন্দা হ্যায়। সলমন খানের সিনেমা যেন। এবং এখানেই কুর্মি কুলপতি নীতীশ কালের বিচারে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন যাদব অধিপতি লালুপ্রসাদ যাদবকে। মুন্নাভাই ইঞ্জিনিয়ার বিহারের ইতিহাসে থেকে গেলেন।

নীতীশের গ্রাম নালন্দার কল্যাণ বিঘা আর লালুপ্রসাদের গ্রাম গোপালগঞ্জের ফুলওয়ারিয়ার মধ্যে ফারাক কী?

বছর ছয়েক আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক দুটো জায়গায় গিয়ে আবিষ্কার করেন, লালুর গ্রামে রেলস্টেশন আর হেলিপ্যাড রয়েছে। নীতীশের গ্রামে সেখানে হয়েছে আইটিআই, হাসপাতাল, পাওয়ার সাব-স্টেশন, সরকারি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, পাকা রাস্তা ও ড্রেন, একটা পার্কে ওপেন এয়ার জিম। আর একটা পার্কে নীতীশের বাবা-মা ও স্ত্রীর স্মৃতিতে তৈরি। সেখানে ২৪ ঘণ্টা আলো। প্রায় প্রত্যেকেরই পাকাবাড়ি। নীতীশের পরিবারের ২২ একর জমি ছিল, সবই গ্রামের উন্নতিতে দিয়ে দিয়েছেন নীতীশ। বাবা-মা-স্ত্রীর স্মৃতিতে পার্কও পারিবারিক জমিতে।

নীতীশের বাবা কবিরাজ রামলখন সিং ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক। সামাজিক কাজকর্মও করতেন। স্বপ্ন দেখতেন, ভোটে দাঁড়ানোর। সেটা সফল হয়নি। আজ কার্যত কংগ্রেস-শূন্য বিহারে সেই স্বপ্ন পূর্ণ করলেন তাঁর ছেলে। একইসঙ্গে শেষ হল লালু-জমানার প্রত্যাবর্তনের শেষ সুযোগ।

লালু এবং নীতীশ দুজনেই একসঙ্গে রাজনীতিতে উঠে এসেছেন। সোশ্যালিস্ট প্রথম থেকে। এঁরা বিহারের তিন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিক জয়প্রকাশ নারায়ণ, কর্পূরী ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহের অনুগামী ছিলেন। লালু-নীতীশের মধ্যে ফারাক ছিল, প্রথম জন ছিলেন ক্রাউড পুলার, দ্বিতীয়জন ভালো বোঝাতে পারতেন পরিস্থিতি। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নীতীশ লড়াইটা প্রথমদিকে করেছেন একা।

লালুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সাহাবুদ্দিনের মতো বাহুবলীদের নিয়ে ঘোরেন, পরিবার জড়িয়ে পড়ে নানা বেআইনি কীর্তিকলাপে। রাজনীতিতে আবার নীতীশ পাল্টিরাম, যখন-তখন সহযোগী পালটেছেন। লালু একটা ব্যাপারেই স্থির— আমি সোশ্যালিস্ট, বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে থাকব না।

অন্তত পনেরো বছর আগের ঘটনা। পাটনার বস্তি এলাকার ভুলভালাইয়া দিয়ে যাওয়ার সময় নীতীশের ড্রাইভার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। বিভ্রান্ত। নীতীশ তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'চিন্তা কোরো না। এইসব রাস্তা দিয়ে অন্তত হাজারবার সাইকেল চালিয়েছি তরুণ বয়সে। সব রাস্তা আমার চেনা।' শেষপর্যন্ত নীতীশের জন্যই ঠিক রাস্তায় ফেরে গাড়ি।

নীতীশের বিহার যে উন্নতি করেছে, তা অন্তত বাংলার মানুষদের অজানা থাকার কথা নয়। আজকাল কলকাতার মেট্রো রেল থেকে শহরতলির অধিকাংশ স্টেশনে স্টেশনমাস্টার বিহারের। মাসকয়েক আগে উটিতে ঘুরতে গিয়ে দেখে এলাম, বিহারি তরুণ অন্তত তিরিশ শতাংশ স্টেশনের দায়িত্বে। সেখানে রেলস্টেশনে কোচিং ক্লাস হয় আইএএস, আইপিএস হওয়ার জন্য। আমাদের রাজ্যের নতুন প্রজন্ম কিন্তু এসব দেখে উদ্দীপ্ত হয়নি। তাঁদের সরকারি তরফে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টাও হয়নি। বছর কয়েক আগে কলকাতার বহু প্রাচীন মেরিন ক্লাবে গিয়ে দেখেছিলাম, সার দেওয়া ঘর কার্যত পরিত্যক্ত পড়ে। একটা ঘর খোলা। সেখানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরীক্ষার পাশ করার জন্য ভরদুপুরে পড়ে চলেছে দুই ছাত্র। দুজনেই বিহারের।

নীতীশের জমানাই বিহারকে বুঝিয়েছে, পারিবারিক উত্তরণ দরকার। কৃষক বা শ্রমিক বাবার ছেলে আইপিএস, ইঞ্জিনিয়ার, রেলের অফিসার হতে পারে।

একটা সময় পাটনার একটা ঘরে বন্ধুর সঙ্গে রুম শেয়ার করে থাকতেন নীতীশ। সেই তিনিই পনেরো বছর আগে হয়ে ওঠেন সুপার সিইও। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে রাজ্যের অর্থনীতি ৩.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১১.৩৫ শতাংশ। ক্রাইম, খুন, কিডন্যাপ কমে অনেক। নীতীশের প্রথম পাঁচ বছরে ধরা হয়েছিল ৫৪ হাজার ক্রিমিন্যাল। যে বিহারে ২০০৪ সালে মাত্র ৪১৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেটা ২০০৯ সালে হয় ২৪০০ কিলোমিটার। লালুর আমলে গ্রামবাসীরা বিশ্রী রাস্তার কথা বলতে গেলে শুনতেন, রাস্তা ভালো করে কী হবে? তাতে তো বড়লোকদের লাভ। শিক্ষার আলো না পাওয়া গ্রামবাসীরা তা শুনে মেনে নিতেন। সেই ভুলটা ইঞ্জিনিয়ার মুন্নাভাই করেননি।

বিহার নির্বাচনের সময় প্রচুর নারী ভোটারকে দেখে বিশেষজ্ঞরা দু'ভাগ ছিলেন, এই ভোটাররা কার। ফল বলছে, নারীবাহিনীও নীতীশকে ঢেলে ভোট দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজস্বের ক্ষতি হবে বলে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করতে পারেনি। নীতীশ সরকার কিন্তু করেছে। বলতে পারেন, বিজেপি জোটসঙ্গী থাকায় নীতীশের সুবিধে ছিল। কেন্দ্রের টাকার অভাব হয়নি। এটা সত্যি কথা। বাংলাকে সেই সুবিধে মোদি সরকার দেবে না। তবে এটাও ঠিক, মদ বন্ধ করার সুফল সবচেয়ে পেয়েছে নারীবাহিনী। লালুর আমলে মদের দোকানের সামনে খাটিয়া পেতে বসে থাকত, আর মদ্যপ অবস্থায় অশ্লীল ইঙ্গিত করত পুরুষরা। আজ সব অতীত।

এর সঙ্গে যোগ করুন রাজ্যের ১ কোটি ২১ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১০ হাজার টাকা ফেলার অঙ্ক। মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কনসেপ্টকে মাঝে মাঝেই আক্রমণ করেন বাংলার বিজেপি নেতারা। বিহারে তাদের সরকার গড়ার পিছনে কিন্তু নীতীশের ওই সিদ্ধান্ত অনেকটাই কাজ করেছে। এসব দেখেশুনে মাসকয়েকের মধ্যে বাংলাতেও মহিলাদের টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হলে অবাক হবেন না।

মমতার প্রকল্প কাজে লাগানোর কথাটা ভুল। তা হলে বলতে হয়, মমতার ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার সবুজ সাথী প্রকল্প অনেক আগেই দেখিয়েছিলেন নীতীশ। ক্ষমতায় এসে তিনি ৮ লক্ষ মেয়েকে দিয়েছিলেন সাইকেল, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সাইকেল যোজনায়।

কাল থেকে অবশ্যই বিহারে সাফল্যের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলবে বিজেপি এবং জেডিইউয়ের। তবে এক নম্বর পার্টি হলেও নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর জায়গায় আর নেই বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচনের পরে অনেকের ধারণা ছিল, নীতীশ এবং চন্দ্রবাবুর মতো নিয়মিত সঙ্গী বদলিয়ারা পদ্ম শিবিরকে আতঙ্কে রাখবে। সেরকম কিছু হয়নি।

বরং ইন্ডিয়া জোটের প্রধান অংশীদার কংগ্রেস এবং বাম দলগুলোর চূড়ান্ত বেহাল দশা আবার স্পষ্ট করে দিল বিহার। এরা এতটাই অযোগ্য, নিজেদের মধ্যে অনেক আসনে লড়েছে। সমঝোতা করতে পারেনি নিজেরাই। কংগ্রেসে একটাও পরিচিত মুখ নেই বিহারে, তবু ইগো বিসর্জন দিতে পারেনি তারা। কমিউনিস্টরাও গতবারের তুলনায় আরও কম। লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা প্রথমদিকে রাহুলকে নিয়ে যে জনতার ঝড় তুলেছিলেন সভায়, তার কোনও প্রতিফলনই নেই ভোটে। প্রধান কারণ, সেই রেশ তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। রাহুল তাঁর অভ্যাস অনুযায়ীই আবার মাঝপথে উধাও যে! মমতা-স্টালিন-অখিলেশ-পাওয়াররা বলতে গেলে ঘেঁষেনইনি বিহারে। শেষদিকে দেখলাম, রাহুল বেগুসরাইয়ে এসে জেলেদের সঙ্গে জাল নিয়ে পুকুরে নেমে পড়লেন সেই সাদা টি-শার্ট পরে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মাছ ধরেছেন, ভোটার ধরতে পারেননি।

আমাদের দেশে গোদি মিডিয়ার দাপিয়ে বেড়ানোর পাশে তৈরি হয়ে গিয়েছে অ্যান্টি গোদি মিডিয়া। তারা তুলতে শুরু করেছে এসআইআর-এ ভোটচুরির ছকবাজি, ইভিএমের 'খেলা'র প্রসঙ্গ। তবে বিরোধীদের ওপর এমন চরম অনাস্থা না থাকলে কি এত বড় ব্যবধানে জেতা যায়? যায় না, কোনওভাবেই যায় না। বিহার দেখাল, ভোটের অঙ্কে কাঁচা রাহুল বা ভোটের অঙ্কে 'আজকের আর্যভট্ট' প্রশান্ত কিশোর বাস্তবে আসল নির্বাচনে একজায়গায়। বিগ জিরো।

তার চেয়ে আপাতত মুন্নাভাই ইঞ্জিনিয়ার, সুপার সিইও সুশাসনবাবুকে মন খুলে কৃতিত্ব দিন বরং।

আজ

১৯৮৭

গায়ক শ্যামল মিত্রের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

গঙ্গা কিন্তু বিহার থেকেই বাংলায় যায়। বাংলা জয়ের রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে বিহার। বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়েই রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব। বিহারের মানুষ বিরোধীদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছে। ঘরে ঘরে মাখনার ক্ষীর বানানো চলছে।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

বাঞ্জি জাম্পিং করার সময় দড়ি ছিঁড়ে পরলেন এক তরুণ। বন্ধুদের সঙ্গে হৃষীকেশে গিয়েছিলেন গুরুগ্রামের ওই বাসিন্দা। জাম্প দেওয়ার সময় হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে ১৮০ ফুট নীচে একটি টিনের চালে গিয়ে পড়েন। আঘাত গুরুতর।

ভাইরাল/২

বেঙ্গালুরুর বান্নারঘাটা পার্কে বাসে করে জঙ্গল সাফারিতে গিয়েছিলেন পর্যটকরা। বাসের লোহার জানলার ফাঁক দিয়ে এক মহিলা যাত্রীকে আক্রমণ করে চিতাবাঘ। চিৎকার করতে থাকেন মহিলা। অন্য যাত্রীরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ওই মহিলা আহত হয়েছেন।

জনমন

জনমত

গরিব মানুষ সুবিচার পান কি?

১৩ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত তাপসরঞ্জন গিরির 'পরিবর্তনের বঙ্গে সাজা শুধু গরিবের' শীর্ষক প্রতিবেদনটি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তবসম্মত।

আমাদের ছোট থেকেই শেখানো হয়েছে, আইন ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করা অপরাধ। কিন্তু সেই আইন ব্যবস্থা যদি সমালোচনার উপাদান তৈরি করে দেয় তাহলে তো সাধারণ মানুষ সমালোচনা করবেনই। আইনের ভয় দেখিয়ে আর কতদিন মানুষের মুখ বন্ধ রাখা যাবে? যখন মানুষ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, বড় ধরনের অপরাধ করেও রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থের জোরে কিছু মানুষ পার পেয়ে যাচ্ছেন, ছোট্ট অপরাধে কিংবা মিথ্যা কেসে সাধারণ গরিব মানুষ সাজা ভোগ করছেন, তখন তো মানুষ আইন ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করবেনই।

তাপসবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন, ভারতের বিচার ব্যবস্থা প্রভাবশালীদের জন্য একরকম, সাধারণদের জন্য অন্যরকম। সন্দেহটা আমাদের তখনই হয় যখন দেখি, একজন সাধারণ মানুষের লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয় আর প্রভাবশালী গুরু পাপে লঘুদণ্ড পায়। যখন আমরা দেখি কোনও এক বিচারপতির বাড়ি থেকে অবৈধ অর্থ পাওয়া গিয়েছে, যখন আমরা দেখি অসুস্থ না হয়েও প্রভাবশালী অপরাধী ধরা পড়ার পর দিনের পর দিন বেসরকারি হাসপাতালে বিলাসবহুল জেল-জীবন কাটাচ্ছেন আর একজন সাধারণ গরিব অপরাধী গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ হাসপাতালে নিম্নমানের চিকিৎসা পাচ্ছেন, তখন সন্দেহটা আরও জোরালো হয়।

তাপসবাবু কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অলিখিত 'সেটিং তত্ত্ব' নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। একসময় বামেদের মুখে সেটিং তত্ত্ব শুনতাম। এখন তো বিজেপির সাংসদের মুখেও সেটিং তত্ত্বের সুর শোনা যাচ্ছে।

আমরা শুধুই কথার কথা বলি, 'আইন, আইনের পথে চলছে'। হ্যাঁ, আমরা সাধারণ মানুষ তাই তো চাই। আইন তার সঠিক নিয়মেই চলবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তব ঘটনাবলি দেখে মানুষের মনে সন্দেহ জাগাটা অমূলক নয়। আর সেটাই সাহসিকতার সহিত তাপসবাবু তাঁর প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন। বলিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত প্রতিবেদন লেখার জন্য সাংবাদিক তাপস গিরিকে ধন্যবাদ।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলা সিনেমায় ফিরুক লোকজ ঐতিহ্য

নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরলে যে সহজে দর্শককে ছোঁয়া যায় সেটা দক্ষিণ ভারতের সিনেমাগুলি সহজে প্রমাণ করেছে।

রথীন্দ্রনাথ সাহা

কান্তারা' সিনেমার একটি দৃশ্য।।

ঘুটঘুটে অন্ধকার, পাখি ও ঝিঁঝিপোকার ডাক আর মশালের আলোয় ভেসে থাকা অসংখ্য মুখ। মাঝখানে মাটিতে পড়ে আছে শিবা— অচেতন, নিথর। হঠাৎ ঢাকঢোলের বাজনা, ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে তখন অস্থির শিবার কণ্ঠে বজ্রের ধ্বনি, চোখেমুখে অলৌকিক শক্তির আবেশ, থেকে থেকে বংশপরম্পরায় পাওয়া সেই দৈব-চিৎকার— 'হোয়াও...'। ২০২২ সালের কান্তারা সিনেমার এই দৃশ্য শুধু দর্শকদের চমকে দেয়নি, করেছে মন্ত্রমুগ্ধ। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাচীন আধ্যাত্মিক উৎসব 'ভূতা কলা'-কে কেন্দ্র করে নির্মিত সিনেমাটি প্রমাণ করেছে— নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত গল্পই পারে দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করতে। একইভাবে, ধ্বংস ও পুনর্জন্মের দেবী অঙ্গালাম্মানের আরাধনায় তামিলনাড়ুর লোক উৎসব 'মায়না কল্লি'- আবহে নির্মিত ওয়েব সিরিজ সুঝাল : দ্য ভোর্টেক্স (২০২২) দর্শকদের মধ্যে এক অনন্য অনুভূতির সঞ্চার করে। পাশাপাশি তুম্বাড়, এজরা, ঈদা, আসুরান, কাইথি, পুষ্পা : দ্য রাইজ প্রভৃতি সিনেমাগুলি লোকবিশ্বাস, আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় প্রতিবাদের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েও আধুনিক সময়ে আন্তর্জাতিক দর্শকদের স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বর্তমান সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা তাদের আঞ্চলিক কৃষ্টি, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে উপস্থাপন করছে। পর্দায় ফুটিয়ে তুলছে তাদের দেবদেবীর আচার, উৎসব, ভাষা ও লোকজ ঐতিহ্য। এই প্রবণতা কেবল সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে শক্তিশালী করছে না, বরং স্থানীয় দর্শকদের মধ্যেও তৈরি করছে আত্মসম্মানবোধ।

একসময় বাংলা চলচ্চিত্রই ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক মুখ। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহদের ছবিতে ফুটে উঠেছিল বাংলার মাটি, মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতি। পথের পাঁচালী, মেঘে ঢাকা তারা, আকালের সন্ধানে, চোরাবালি প্রভৃতি ছবিতে বাংলার জীবনের বাস্তবতা, লোকসংস্কৃতি এত সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়েছিল যে সেগুলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক। যার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায় প্রথম ভারতীয় পরিচালক হিসেবে অস্কার পান— যা আজও আমাদের কাছে গর্বের বিষয়।

কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলা সিনেমায় শুরু হয় বাজারনির্ভরতার যুগ। শহুরে জীবন, আধুনিক সম্পর্ক, রাজনীতি ও মানসিক সংকট-চর্চাই হয়ে ওঠে প্রধান। ফলস্বরূপ বাংলার গ্রামীণ সমাজ, প্রথা, লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক জীবনের সূক্ষ্ম রূপ ধীরে ধীরে পর্দা থেকে হারিয়ে যেতে থাকে।

ফলত সিনেমা, ওয়েব কনটেন্ট দেখে বড় হওয়া বর্তমান প্রজন্মের কাছে গাজন, ভবতা, বিষহরি, মনসামঙ্গল কেবল পাঠ্যবইয়ের নামমাত্র বিষয়। টুসু, ভাদু, কারাম, উরুস, বনবুড়িপুজো, তিহা, বিষুয়া, ছৌনাচ কিংবা রাজবংশী সম্প্রদায়ের উৎসব— যা বাংলার সমাজজীবনের বলিষ্ঠ অংশ ও সম্পদ— আজ বাংলা চলচ্চিত্রের আলো থেকে বঞ্চিত।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সিনেমা ও ডিজিটালমাধ্যমের একমুখী নগরকেন্দ্রিকতার এই প্রবণতা ভবিষ্যতে বাংলার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য মুছে দিতে পারে। কারণ, যে কোনও সংস্কৃতির একরূপীকরণ তার সামাজিক পরিচয়ের বৈচিত্র্য নষ্ট করে দেয়। বাংলা সিনেমা যদি সত্যিকার অর্থে 'জনমানুষের শিল্প' হয়ে থাকতে চায়, তবে তার নৈতিক দায়িত্ব এই লোকজ ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলোকেও পুনরুজ্জীবিত করা। শহর ও গ্রাম, আধুনিকতা ও লোকসংস্কৃতি— এই দুই ধারার সমন্বয়ই পারে বাংলা সিনেমাকে আবার তার গৌরবময় আসন ফিরিয়ে দিতে।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৩

পাশাপাশি : ১। কাপড় বা কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পুতুল ৩। পবনপুত্র, হনুমান ৫। দৈহিক অমরতা লাভের যোগসাধনা ৭। নেকড়ে বাঘ, হায়েনা ৯। চকচকে, মসৃণ, উজ্জ্বল, কাপড়ে সুঁচের কাজ বা নকশা ১১। হাতের কৌশলে কঠিন কাজ সহজ করা, চুরির অভ্যাস ১৪। বন্ধু, বয়স্য ১৫। রামানন্দ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ।

উপর-নীচ : ১। পায়রা ২। চণ্ডীদেবীর এক রূপ ৩। বড় বাটির মতো মাটির পাত্র ৪। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৬। ভর্ৎসনা, তিরস্কার, দাবড়ানি ৮। রুপো ১০। নবির পদ, নবির কাজ ১১। মিষ্টি খাবার ১২। সাগর, বৃহৎ জলাশয়, সরোবর ১৩। ভারতে এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, লক্ষ্মীদেবী।

সমাধান ■ ৪২৯২

পাশাপাশি : ১। মদত ৩। মাঘ ৫। দারু ৬। অকালি ৮। তিত্তির ১০। বন্দিশ ১২। ঠমক ১৪। ঢাক ১৫। বল্লা ১৬। বিরজা।

উপর-নীচ : ১। মধুরাতি ২। তদারক ৪। ঘণ্টিকা ৭। লিপি ৯। মঠ ১০। বসাকবি ১১। শক্তিপূজা ১৩। মচ্ছব।

বিন্দুবিসর্গ

শিশু দিবসে খুন

শিশু দিবসে এক বালককে খুন করার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির আরামবাগে। ১২ ঘণ্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযুক্ত পলাতক।

ধর্নায় অনুমতি

শর্তসাপেক্ষে পার্শ্বশিক্ষকদের সেন্ট্রাল পার্ক লাগোয়া ফুটপাথে ১৭ থেকে ২৬ নভেম্বর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত অবস্থানে অনুমতি দিল হাইকোর্ট। বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি তাঁদের।

‘আমিও তো মা’

শিয়ালদা আদালতে সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুললেন আরজি করের নির্যাতিতার মা। আদালত থেকে বেরিয়ে কেঁদে ফেলেন ওই মহিলা আধিকারিক। বলেন, ‘আমিও তো মা’।

যাবজ্জীবন

প্রতিবেশী মহিলাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ভাই-বোন। বনগাঁ মহকুমা আদালত ভাই বাকিবুল্লা মণ্ডল ও বোন তারা বানুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সন্ধ্যা নামার মুখে... সিউড়িতে শুক্রবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

বিএলএ-দের চাপ তৃণমূলের

নাম বাদের সম্ভাবনা রুখতে বাড়ি বাড়ি যেতে নির্দেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার ভোটের ফলে সেখানে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে এনডিএ জোট। বিহারকে দেখেই এই রাজ্য নিয়ে আরও সতর্ক হল তৃণমূল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর বিহারে প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। এরাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে যাতে কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ না যায়, তার জন্য বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করতে দলের বিএলএ-২-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনই দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী প্রতিটি জেলা সভাপতিকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। বিহারের ফলাফলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রায় ৪৭টি আসনে এনডিএ জোটের প্রার্থী ৩০০ থেকে ২ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। ফলে এই রাজ্যেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়া কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের নাম বাদ গেলে আখেরে যে তৃণমূলেরই ক্ষতি হবে, তা বুঝতে পেরেছেন দলের নেতারা। তাই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতারা।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এর আগে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কারচুপি করেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল। বিহারেও তারা সেই পদ্ধতি নিয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যে আমরা পুরো পদ্ধতির ওপর নজর রাখছি। একজন প্রকৃত ভোটারের নামও আমরা বাদ দিতে দেব না। আমাদের দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি নজর রাখছে। নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে যেভাবে বিজেপি একের পর এক রাজ্য দখল করার চেষ্টা করছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব হবে না।’

বিহারে এসআইআর চালু হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে

> এর আগে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কারচুপি করেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল। বিহারেও তারা সেই পদ্ধতি নিয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যে আমরা পুরো পদ্ধতির ওপর নজর রাখছি। একজন প্রকৃত ভোটারের নামও আমরা বাদ দিতে দেব না। আমাদের দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি নজর রাখছে। নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে যেভাবে বিজেপি একের পর এক রাজ্য দখল করার চেষ্টা করছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব হবে না।
>
> **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**

ইতিমধ্যেই তৃণমূল রাস্তায় নেমেছে। বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দিতে দলের জেলা সভাপতিদের নির্দেশ দিয়েছেন বক্সী। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলতি মাসের ২০ তারিখের পরই হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু সেই সময় অধিবেশন চললে বিধায়করা এলাকায় থাকতে পারবেন না। ফলে তালিকায় নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে নজরদারিতে সমস্যা তৈরি হতে পারে। কারণ বিএলএ-২-দের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে এই নিয়ে দলের রাজ্য দপ্তরে রিপোর্টও পাঠাতে হচ্ছে। সেই জন্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে করা নিয়ে এখনও সবুজসংকেত দেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরের ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। তারপরই শীতকালীন অধিবেশন শুরু করা হতে পারে বলে মনে করছেন তৃণমূলের অনেকেই।

রেলপ্রকল্পে রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল প্রকল্পের মামলায় কাজ কতদূর এগিয়েছে তা নিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকার। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এখনও পর্যন্ত নোটিফিকেশনের কাজ কেন হয়নি, সেই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও রাজ্যকে ভর্ৎসনা করল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করে রাজ্যকে রিপোর্টও জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের জন্য বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেলপথ সম্প্রসারণের দাবি দীর্ঘদিনের। বিষয়টি নিয়ে ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন উত্তরবঙ্গের এক শিক্ষক। আবেদনকারীর দাবি, এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। অথচ এই প্রকল্প হলে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, কুশুমন্ডি, হরিরামপুর, বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষ উপকৃত হবে।

বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ

আদালত সূত্রে খবর, প্রকল্পের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। এদিন এই সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রের অভিযোগ, তাদের তরফে বরাদ্দ হওয়া টাকা খরচ করেনি রাজ্য। আবেদনকারীদের অভিযোগ, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও নোটিফিকেশন দেয়নি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। যদিও সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের তরফে আইনজীবী জানান, এখনও পর্যন্ত নোটিফিকেশন তৈরি করা হয়নি। তারা আদালতের কাছে দু’সপ্তাহ সময় চায়। এই প্রসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, ‘এখনও পর্যন্ত কেন নোটিফিকেশন দেওয়া হয়নি। কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য? এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে আদালতে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে।’

আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, ‘এটি দীর্ঘদিনের প্রকল্প। কোনও পদক্ষেপ করা না হলে বিষয়টি বিশবাঁও জলে চলে যাবে। মাত্র ৩১ কিলোমিটার প্রকল্প দুবছরে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ল্যান্ড সিডিউল হয়েছিল। সেই সিডিউলেও মার্কেট ভ্যালুও ধার্য করার কথা। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন নোটিফিকেশন দিলেও দক্ষিণ দিনাজপুরের তরফে ৬ মাস ধরে তা করা হয়নি। এই বিষয়টি নিয়ে আদালত পদক্ষেপ করতে বলেছে।’

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে শিলিগুড়ি কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের যে কোনও রাজ্যে যেতে হলে ট্রেনে মালদা যেতে হয়। সেখান থেকে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিতে হয়। বরাবর দাবির মধ্যে থাকা এই প্রকল্পের জন্য ২০১৭ সালে বরাদ্দ মেলে। প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ টাকায় জমি অধিগ্রহণ করার কথা ছিল। পরবর্তীতে লাইন সম্প্রসারণ ও অন্যান্য কাজ করার কথা। কিন্তু বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জের বেশ কয়েক কিলোমিটার সম্প্রসারণের কাজ এখনও থমকে রয়েছে।

ডেডলাইন বাঁধল কমিশন

ফর্ম আপলোড নিয়ে সমস্যা

রিমি শীল

কেন চাপ

- ৪ ডিসেম্বর ডেডলাইন কমিশনের
- তার মধ্যে ৮ লক্ষ ফর্ম জমা দেওয়ার নির্দেশ
- জেলা শাসকদের চাপে ইআরও-রা
- ফর্ম বিলি ও সময়ের মধ্যে আপলোড করা নিয়ে চাপ বাড়ছে বিএলও-দের
- সোমবার নির্বাচন কমিশন অভিযানের ডাক দিয়েছে শিক্ষকদের একাংশ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও পূরণ করা ফর্ম দ্রুত ফেরানোর জন্য কমিশনের তাড়ায় কার্যত দিশাহারা বিএলওরা। অস্বাভাবিক কাজের চাপে কখনও কেঁদে ফেলছেন, আবার কখনও মানসিক চাপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছেন তাঁরা। এরই মধ্যে হাওড়া শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুচিপাড়া এলাকায় দেখা গিয়েছে, কোলে একরত্তি সন্তানকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করছেন এক মহিলা বিএলও। কখনও মায়ের সঙ্গে হেঁটে, কখনও কোলে চড়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে তাঁর সন্তানও। ইতিমধ্যেই নিয়ম করে প্রতিদিন রাত ১২টায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জেলা শাসক এবং ইআরওদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করছে কমিশন। ফর্ম পূরণ করে আপলোডের জন্য ৪ ডিসেম্বর ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এদিকে কমিশনের সিস্টেম হ্যাং করে যাওয়ায় আপলোডের সমস্যা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

এসআইআর ঘোষণার পর থেকে এনুমারেশন ফর্ম বিলি, তা পূরণ করা, নথি না থাকা নিয়ে নানা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে আমজনতা ও বিএলওদের মধ্যে। এই প্রেক্ষিতে কোলাঘাটের রামচন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া বুথে এনুমারেশন ফর্ম দেখে চোখ কপালে উঠেছে স্থানীয়দের। পুরুষদের ফর্মে মহিলাদের ও মহিলাদের ফর্মে পুরুষদের ছবি রয়েছে। ফলে স্থানীয়দের আতঙ্ক তৈরি হলেও বিএলও দাবি করেছেন, ভুল ছবির জায়গায় নিজের ছবি দিয়ে ফিলাপ করলেও পরে ভুল সংশোধনের জায়গা রয়েছে। পাশাপাশি পাটুলির বৈষ্ণবঘাটায় এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকে চিন্তায় ৩৫৮টি পরিবার। জানা গিয়েছে, মেট্রোলাইন সম্প্রসারণের জন্য ওই এলাকা থেকে তাঁদের সরানো হয়েছিল। তাই ২০০২ সালের তালিকায় তাঁদের নাম না থাকায় দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে।

কমিশন ইতিমধ্যেই জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৮ কোটি ভোটারের ফর্ম পূরণ করে আপলোড করতে হবে। বার্তা পেয়ে জেলাশাসকরা ইআরওদের চাপ বাড়াচ্ছেন। যার প্রভাব পড়েছে বিএলওদের ওপরও। কমিশনের দাবি, ৯৭.৩৩ শতাংশ ফর্ম ইতিমধ্যেই বিলি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কত ফর্ম ফিরেছে, তা নিয়ে মুখ খুলছে না কমিশন। এদিনই হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিএলওরা। ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বয়কট করেন। এদিনই ডেটা এনট্রির কাজে বিএলওদের বাধ্য না করা, এসআইআরের ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি, অন ডিউটির স্পষ্ট নোটিশ প্রকাশের দাবিতে ও শিক্ষা বহির্ভূত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আগামী সোমবার কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছে শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চ। এই দাবিতে বিএলওদের একাংশ ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে।

বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই ঠিকানায় নির্বাচককে খুঁজেই পাচ্ছেন না। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সাহায্য নিলে তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আবার পূরণ করা ফর্ম দিনের শেষে আপলোড করতে গিয়েও সমস্যায় পরছেন তাঁরা। মানছেন কমিশনের আধিকারিকরাও। তাঁদের মতে, প্রত্যেকেরই কাজের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। দায়িত্ব নিলে তা পূরণ করতেই হয়। কমিশন সময় না বাড়ানো পর্যন্ত ৪ ডিসেম্বরকে লক্ষ্মণরেখা এগোতে হচ্ছে। আগামী ১৯ নভেম্বর রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। ২১ তারিখ প্রথম দফার ইভিএম চেকিংয়ের কাজ খতিয়ে দেখবেন তিনি।

আজ ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : শনিবার ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে ‘যোগ্য’দের। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে ১২,৫১৪টি শূন্যপদ থাকলেও ৬৯টি কমে এখন এই স্তরে শূন্যপদ রয়েছে ১২,৪৪৫টি। ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন। ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার কথা প্রায় ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থীর। তবে এই ইন্টারভিউয়ের তালিকায় যেসব ‘যোগ্য’ চাকরিহারারা সুযোগ পাবেন না, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? এই নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন পুনর্নিয়োগে অংশগ্রহণকারী চাকরিহারারা।

হাতে আর বাকি ১ মাসের কিছু বেশি সময়। তাঁদের চিন্তা, ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নাম না এলে ৩১ ডিসেম্বরের পর তাঁদের চাকরি আর থাকবে না। এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের কাছে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুললেও কোনও সদুত্তর পাননি তাঁরা। শিক্ষামহলের আশঙ্কা, ‘যোগ্য’ চাকরিহারার মধ্যে একজনও পুনর্নিয়োগে সুযোগ না পেলে আবার আইনি জটে পড়তে

এসএসসি

পারে নিয়োগ প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে জোরদার হতে পারে আন্দোলনও। চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, যোগ্যদের জন্য তিনি ভাববেন। আমরা এখনও রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা রাখছি।’ এসএসসি জানিয়েছে, নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ হতে পারে আগামী সপ্তাহে। এই স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি থাকায় ফল প্রস্তুত ও প্রকাশে সময় লাগছে। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের পরীক্ষার্থীদের নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে শীঘ্রই। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া নিয়ে আদালত জানিয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রায়ের ওপরে। তাই এখনও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সমাপ্তি নিয়ে ধন্দে রয়েছে কমিশন।

চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহা বলেন, ‘নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরও যদি দেখা যায় কোনও যোগ্য চাকরিহারা বঞ্চিত হয়েছেন, তাহলে তাঁদের সুরাহার জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হতেই হবে।’ আগামী সপ্তাহ থেকে এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ স্তরের ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করবে।

নিয়োগ মামলা ৯ বছর ঝুলে

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : দত্তাবাদে স্বর্ণব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। তাঁর প্রভাবশালী ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরে চর্চার বিষয়। তাঁর নিয়োগ নিয়েও একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে ৯ বছর ধরে চলা মামলা নিয়ে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিডিও বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইংরেজিতে শূন্য পেয়ে ও পরীক্ষায় পাস না করে বিডিও হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। এই সংক্রান্ত মামলায় ২০১৭ সাল থেকে হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে। শেষবার ২০২৪ সালে শুনানি হয়েছিল।

চলতি সপ্তাহে এই মামলাটি পুনরায় শুনানির জন্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রশান্ত বর্মনের নিয়োগ নিয়ে প্রথম হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও যথাযথ পদ্ধতি না মেনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ সহ

আরেক বিতর্কে রাজগঞ্জের বিডিও

বেশ কয়েকটি ইস্যুতে আরও দুটি মামলা দায়ের করেন। তিনটি মামলা একত্রিত করে শুনানি চলে।

২০১৭ সালে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চে প্রথম শুনানি হয়। তার পর থেকে দফায় দফায় মামলার শুনানির দিনে স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়।

২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত শুনানির জন্যই ওঠেনি। তৎকালন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের আমলে পিএসসির চেয়ারম্যান নিয়োগ না হওয়ার সমস্যাটি ইস্যু হয়ে উঠলেও বিডিওর বিষয়টি ওঠেনি।

এছাড়াও বহুবার মামলাটি তালিকায় ঠাঁই পায়নি। ৬ জন স্থায়ী সহ অন্তত ১০ জন প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু বিষয়টির এখনও সমাধান হয়নি। মূল আবেদনকারীর আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, ‘আমরা মামলাটি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ডিসেম্বরে শুনানি হবে।’

বিহারের নির্বাচনে বিজেপির ফলাফলে কলকাতায় উচ্ছ্বাস। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

রাজ্যে প্রথম পশু চিকিৎসার বেসরকারি কলেজ শুরু

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজ্যে পশু চিকিৎসা নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ হাতেগোনা। এদিকে এই চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশে পশু চিকিৎসকের সংখ্যা নগণ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে ভেটেরিনারি শিক্ষার জন্য চালু হল প্রথম বেসরকারি কলেজ জেআইএস কলেজ অফ ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস। ২০২৫-’২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য প্রথম দফার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

হুগলির মগরায় ৩০ একর জমিতে তৈরি এই কলেজে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা চলবে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং, ডেপুটি ডিরেক্টর বিদ্যুৎ মজুমদার, কলেজের প্রিন্সিপাল মোজাম্মেল হক ও প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর প্রমিত ঘোষাল। নিট উত্তীর্ণ হলে ও দ্বাদশের পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও ইংরেজিতে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। ৫ বছর ৬ মাসের কোর্সে থাকবে বাধ্যতামূলক এক বছরের ইন্টার্নশিপের সুযোগও। ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নিয়ম মেনে কোর্সটি পরিচালিত হবে। কলেজটি ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমেল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেসের অধীনে থাকবে।

দুর্গাপুরে সিনার্জি

দুর্গাপুর, ১৪ নভেম্বর : দক্ষিণবঙ্গের চার জেলা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের সমস্যা জানতে ও সেগুলি সমাধান করার লক্ষ্যে এবং নতুন শিল্প আনতে দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হল ‘সিনার্জি’ ২০২৫-২৬।

এখানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির শিল্প তথা কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু, চার জেলার জেলাশাসক, বিধায়ক জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

পরিবারবাদ শেষের বার্তা শুভেন্দুর মুখে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : বিহার নির্বাচনের ফলে পরিবারবাদ শেষ হওয়ার বার্তা, এমনটাই মনে করছে রাজ্য বিজেপি। সেই তিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, বিহারের এই ফল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের জন্য অশনি সংকেত।

বিহারে মহাজোটের ধরাশায়ী হওয়ার পর এরাজ্যে কংগ্রেস থেকে আরও দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছে তৃণমূল। বিহারে বিপর্যয়ের জন্য কংগ্রেসকেই দুষছে তারা। তৃণমূলের মতে, বিহারে বিপর্যয়ের জন্য কংগ্রেসই দায়ী। কংগ্রেসই বিজেপিকে রুখতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে। যদিও শুভেন্দুর মতে, ব্যর্থতা ঢাকতে কংগ্রেসকে ঢাল করছেন মমতা। এদিন তিনি বলেন, তেজস্বী যাদব, লালুপ্রসাদরাই বিজেপি ও নীতীশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সেই লড়াইয়ে হেরে গিয়েছেন লালু-তেজস্বীরা। আসলে বিহারের মানুষ লালু-তেজস্বীর পরিবারবাদী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবারের নির্বাচনে। লালুর দুর্নীতির কথা মাথায় রেখে দুর্নীতি মুক্ত বিহারের পক্ষে রায় দিয়েছে বিহারের মানুষ। এরাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইরকম পরিবারবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দুই পরিবারের মধ্যে সখ্যতাও রয়েছে। বিহারের এই হারের দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়াতে পারেন না। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিহারে লালু জমানার মতো এখানেও মমতার রাজ্যপাট শেষ হবে।

বিহারে এনডিএ-র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছেন, এটা পারফরমেন্স এবং উন্নয়নের জয়। অনেকেই মনে করছেন, এই পারফরমেন্স বলতে বিহারের নির্বাচনের আগে সেখানে এসআইআরের সাফল্যকেও ইঙ্গিত করেছেন অমিত শা। এদিন বিহার নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অমিত শা দাবি করেছেন, বিহারের এই সাফল্য আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর ভোটেও অব্যাহত থাকবে। সমালোচকদের মতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিহার নির্বাচনে সাফল্যের সঙ্গে সরাসরি এসআইআরের সাফল্যকে যুক্ত না করলেও ঠারেঠোরে সেটাই বলতে চেয়েছেন তিনি।

যদিও কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, এসআইআরের সঙ্গে নির্বাচনের ফলের কোনও সম্পর্ক নেই। বিহারের মতোই এরাজ্যে এসআইআর হলে এখানেও ফল বিজেপির পক্ষে যাবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বিহারের ফল নিয়ে এমন দাবি করার পক্ষে নয় বিজেপিও। বিজেপির মতে, বিহারের ফল বিশ্লেষণ করার পরই এই নিয়ে মন্তব্য করা যেতে পারে।

> বিহারের মানুষ লালু-তেজস্বীর পরিবারবাদী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবারের নির্বাচনে। লালুর দুর্নীতির কথা মাথায় রেখে দুর্নীতিমুক্ত বিহারের পক্ষে রায় দিয়েছে বিহারের মানুষ। এরাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইরকম পরিবারবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দুই পরিবারের মধ্যে সখ্যও রয়েছে। বিহারের এই হারের দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়াতে পারেন না। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিহারে লালু জমানার মতো এখানেও মমতার রাজ্যপাট শেষ হবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বাংলা নিয়ে বৈঠকে বিজেপি

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : বিহার জিতে বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল বিজেপি। বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে শুক্রবার রাতেই বৈঠকে বসল রাজ্য বিজেপির কোর কমিটি। সেই বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় আসছেন ভূপেন্দ্র যাদব, সুনীল বনসলরা। বিহার ভোট শেষ হওয়ার পর এবার বাংলার নির্বাচনকেই বিজেপির পাখির চোখ করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, কোর কমিটির বৈঠকে দ্রুত রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত করতেই বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

এদিন সকাল থেকেই গণনা শুরু হওয়ার খবর আসতে শুরু করে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে। সাজোসাজো রব পড়ে যায় মুরলীধর সেন লেন ও সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে। গুটিগুটি পায়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন নেতা-কর্মীরা। তবে তখনও তাঁরা এতটা বড় ব্যবধানে জয়ের আশা করতে পারেননি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যায়। জয়ের গন্ধ পেয়েই উচ্ছ্বসিত নেতা-কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলতে শুরু করেন। রীতিমতো ঢাকঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে রাজ্য দপ্তরের সামনে চলে বিহার জয়ের উদযাপন। দুপুর ২টো নাগাদ বিধানসভায় আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কপালে গেরুয়া তিলক কেটে মোদির প্ল্যাকার্ড বুকে নিয়ে গেরুয়া আবির খেলতে খেলতে বিধানসভা প্রাঙ্গণ পরিক্রমা করেন তাঁরা। বিধানসভার গেটের বাইরে চলে লাড্ডু বিতরণ, মিষ্টিমুখ। তা থেকে পথচলতি মানুষরাও বাদ পড়েননি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী ৩ দিন রাজ্যের সমস্ত মণ্ডলে মণ্ডলে বিহার নির্বাচনে দলের সাফল্যকে তুলে ধরে প্রচার করার কথা বলা হয়েছে রাজ্যকে। তবে রাজ্য কমিটি ঘোষণা নিয়েও টানাপোড়েনের জেরে বিহার জয় নিয়ে মাতামাতি নেই বিজেপিতে। বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, বিহারে নির্বাচন হয়েছে এনডিএ সরকারের অধীনে। এরাজ্যে বিজেপি এখনও বিরোধী। তার ওপর সংগঠনের অবস্থাও বেহাল। ফলে বিহারের ফল দেখে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উচিত টালবাহানা না করে অবিলম্বে দলের রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা।

তৃণমূলের পোস্টে চর্চা

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যের মানুষের ভবিষ্যৎ কী, সেই সম্পর্কে কটাক্ষ করে ভিডিও পোস্ট করল তৃণমূল। শুক্রবার বিহারে বিজেপির ‘ল্যান্ডস্লাইড’ জয়ের পরই এই অ্যানিমেশন ভিডিও আপলোড করা হয়। এদিন তাদের ফেসবুক পেজে ওই ভিডিও পোস্ট করে দেখানো হয়েছে, ‘প্রেমের লাইসেন্স’। প্রথম পর্বের ভিডিওতে গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভালোবাসাকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। বিজেপি শাসিত এলাকায় ফোনে আড়িপাতা থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যমে নজরদারি করে কীভাবে ভালোবাসার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং সমাজে নীতি পুলিশ চলছে তা বোঝানো হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিজেপির শাসন শুরু হওয়ার পর এক তরুণ সমাজের অবস্থা দেখে ভেঙে পড়েছেন। আক্ষেপের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘আমরাই একটা বোতাম টিপে ভুলটা করে ফেলেছি।’ যদিও বিজেপির দাবি, বিহারের ফল দেখে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই তৃণমূল এই ধরনের পোস্ট করছে।

নীরেন্দ্রনাথ স্মরণ

সম্প্রতি এক মুঠো রোদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় 'উলঙ্গ রাজা' খ্যাত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয় ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরির ফয়েজ আহমেদ কক্ষে। নিশিকান্ত সিনহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি থেকে আগত কবি সিদ্ধার্থ গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী পর্বে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না উপাধ্যায়। বাঁশির সুরে নীরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানান প্রাণগোপাল বালা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার এই কর্মসূচিতে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার তরুণ, বর্তমানে দিল্লির কলেজ পড়ুয়া মেরাজুল ইসলামের দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থ 'The Lie You're Living' এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক বইটির বিষয়ে তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ওপর বক্তব্য রাখেন দ্বিজেন পোদ্দার। নীরেন্দ্রনাথ, সত্যের খোঁজ ও দর্শন বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন মনোনীতা মৌ। এছাড়াও আলোচনা করেন সিদ্ধার্থ গুপ্ত, বিজয় চৌধুরী, অরুণ শিকদার প্রমুখ। দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করেন সবাশিসকুমার পাল। বক্তব্য রাখেন স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার মণ্ডল প্রমুখ। দর্শন, উপনিষদ ও সত্যের খোঁজ নিয়ে আলোচনা করেন ভবেশ দাস, নারায়ণশংকর দাস প্রমুখ। সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের লেখককে একটি গ্রন্থেই থেমে না থাকার পরামর্শ দেন সুশান্ত নন্দী। শুরুতে ব্যতিক্রমী বাচিক উপস্থাপনা পরিবেশন করেন অশেষ দাস। সংগীত পরিবেশন করেন নবীন শিল্পী সাদাব মল্লিক হাসান। গিটারে ছিলেন গৌরব দাস। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন শম্পা দে সরকার, অর্পিতা দত্ত, পুণ্যশ্লোক শিকদার প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন বিনয়ভূষণ বেরা, সুশান্ত নন্দী, সুজিতকুমার মণ্ডল প্রমুখ। সঞ্চালক প্রসূন শিকদার বলেন, 'সাহিত্য ও দর্শনের মেলবন্ধনে এটি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান।' *–রুবাইয়া জুঁই*

সাহিত্যসভা

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার লেবুবাগানে হরিণ-চকোয়াখেতি সাহিত্যচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি মনোজ্ঞ সাহিত্যসভা। সভাপতিত্ব করেন কবি শংকরচন্দ্র আইন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক পবিত্রভূষণ সরকার। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বেহালাবাদক জগন্নাথ শীল। অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা ও লিটল ম্যাগাজিনের অতীত-বর্তমান বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন পবিত্রভূষণ সরকার, ভুবন সরকার, শংকরচন্দ্র আইন, নারায়ণ পণ্ডিত, আশিস ঘোষ, অমিতেশ মৈত্র প্রমুখ।

এদিনের সাহিত্যসভায় আলিপুরদুয়ার জেলার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যচর্চার ইতিবৃত্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন স্বনামধন্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পী হিমাংশু সিংহ। এদিন হরিণ সাহিত্য পত্রিকার ৩১তম বর্ষের পুজো সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করেন কবি ভুবন সরকার। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন উত্তমকুমার মোদক, রুমা ঘোষ, উৎপল অধিকারী, রিনা পণ্ডিত, আশিস ঘোষ, নারায়ণ পণ্ডিত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে একাধিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বিবেকানন্দ বসাক ও জয়দীপ সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালন করেন তরুণ বাচিকশিল্পী বিবেকানন্দ বসাক। *–মানবেন্দ্র দাস*

গল্প বলে সেরা

বিদ্যাভারতী পরিচালিত সংস্কৃত মহোৎসবে গল্পকথা প্রতিযোগিতায় অখিল ভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অর্জন করল রায়গঞ্জের মেয়ে সমাদৃতা রায়। রায়গঞ্জ শহরের রমেন্দ্রপল্লির বাসিন্দা সমাদৃতা রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দির (বাংলামাধ্যম) বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। গত ৭ নভেম্বর বিহারের সীতামারিতে সংস্কৃত মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে গল্পকথা প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ১১ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। রায়গঞ্জের সমাদৃতা প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সাফল্যের জন্য বাবা-মা, স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আবৃত্তি শিক্ষকদের কৃতিত্ব দিয়েছে সে। মা রিপা সেন রায় বললেন, 'আমরা খুব খুশি।' *–দীপঙ্কর মিত্র*

সুরসাগরে পাড়ি

সম্প্রতি শিলিগুড়ি সাক্ষী থাকল অনন্য এক শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যার। উপস্থিত ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো

'জোছনা করেছে আড়ি।' ১৯৭২ সালে রবি গুহ মজুমদারের লেখা ও সুর করা এই গানটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন বেগম আখতার। গজল সম্রাজ্ঞীর প্রয়াণের পর গত পাঁচ দশক ধরে রেকর্ডের বাইরে বেগম আখতার যাঁদের কণ্ঠে বেঁচে আছেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রভাতি মুখোপাধ্যায়। তিনি আশিতেও সুরের সেই ওয়ারিশ বহন করে চলেছেন। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে তাঁকে বেশ খোশমেজাজে পাওয়া গেল। মঞ্চে উঠে প্রথমেই শুরু করেন, 'জোছনা করেছে আড়ি/ আসে না আমার বাড়ি/ গলি দিয়ে চলে যায়/ লুটিয়ে রুপোলি শাড়ি...।' এ শুধু গান নয়, কথা, ভিজুয়াল, পেশকারি মিলিয়ে এক অনন্য অভিঘাত। ৮০'তেও ৪০'কে হার মানিয়ে দিচ্ছেন। শিল্পীকে তাঁর বিভিন্ন নিবেদনে সহায়তা করেন তবলায় সুবীর ঠাকুর, হারমোনিয়ামে কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়, পারকাসনে শংকর দেবনাথ এবং কিবোর্ডে সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠান ছিল এই শিল্পীর প্রিয় শিষ্য শিলিগুড়ির রাগিণী সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের কর্ণধার বুলবুল বসুর পরিচালনায় শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা। মঙ্গলদীপে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বনামধন্য সেতারবাদক পণ্ডিত সুব্রত দে, নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি, সংগীত এবং নৃত্য জগতের যশস্বীদের মধ্যে বর্ণালি বসু, উজ্জ্বল দত্ত, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা চক্রবর্তী, সহেলি বসু ঠাকুর, নিবেদিতা ভট্টাচার্য, রাগিণীর সভাপতি নন্দিতা চক্রবর্তী। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে রত্না নন্দীর একক ঠুংরি ও অঙ্কিতা সাহার বেহালাবাদনে নিবিড় অনুশীলনের ছাপ ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীশিল্পীদের মধ্যে ঋষিতা, অনন্যা, শিঞ্জিনি, অন্বেষা, সায়েসা, দেবারতি, দীপান্বিতা, দুর্গা, নিখিল, রাগিণী, সিদ্ধানি, শুচিস্মিতা, অনুষ্কা, সুমিতা, অরুন্ধতী, শর্মিষ্ঠা, তৃষা, পামেলা, কৌশিক, প্রিয়াংশু নজর কেড়েছে।

ভারতীয় রাগ সংগীতে একটি বিরল ও রহস্যময় চলনের রাগ হল গাউতি। একান্ত নিভৃত অনুশীলন ছাড়া কেউ সচরাচর প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে এই রাগ পরিবেশনের সাহস করেন না। রাগিণীর এই অনুষ্ঠানে কর্ণধার বুলবুল বসু এই রাগে একটি খেয়াল পরিবেশন করে সকলকে চমকে দেন। শিল্পীকে তবলা, হারমোনিয়াম ও তানপুরায় সহায়তা করেন ডঃ ধ্রুপদ রায়, কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ঋষিতা চক্রবর্তী ও প্রিয়াংশু রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে শিল্পীদের সঙ্গে তবলায় আরও যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁদের মধ্যে আছেন অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্টু সাহা, মিঠুন সরকার এবং সুদীপ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য কথামালায় সাজিয়ে মনমুগ্ধকর সঞ্চালনা করেন দীপক দাস।

সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন

সম্প্রতি পতিরাম ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবারও সবাইকে মুগ্ধ করল। আবৃত্তির আসরে মুক্তা সরকার, পৌলোমী সাহা, সমৃতি মণ্ডল, জিতোশ্রী প্রামাণিক, সুরশ্রী সরকার, সৌরভ চক্রবর্তী, অদৃশ সাহা, শ্রেয়া দাস, সৌমিলি কুণ্ডু, নির্ণীতা চৌধুরীদের সঙ্গে সমানতালে অংশ নেন সাইদা সরদার। নৃত্যের আসরে সুমনা দাস, শ্রেয়া সরকার ও সুমি পালের সঙ্গে নৃত্যশিল্পী রুজিনা পারভিনের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে নতুন মাত্রা দেয়। সংগীত পরিবেশনে কুলপ্রদীপ চক্রবর্তী, শ্যামল দাস, দীপক দাস, পরিনিধি কুণ্ডু, দিলীপ সাহা, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, সম্পা সাহা, শঙ্কু দাস, সাত্বিক কর্মকার, সমৃদ্ধি কর্মকার, বৈশালী সরকার, সায়ন কর্মকার, রাজশ্রী মালাকার ও রূপ মহন্ত তাঁদের সুমধুর কণ্ঠে তিনদিনের আসরকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানই দর্শকদের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়। যোগ্য সংগত দেন তরুণ সরকার ও দেবাশিস সাহা। নৃত্যানুষ্ঠানে শ্যাম ডান্স অ্যাকাডেমি, প্রিয়া ডান্স অ্যান্ড ড্রিম, বীণাপাণি নৃত্যাঙ্গন ও আঙ্গিকম নৃত্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত পরিবেশনা ছিল বিশেষ আকর্ষণ। পাশাপাশি একতা, কুহেলি সরকার ও সায়ন্তিকা রায়ের একক নৃত্য সবার মন জয় করে নেয়। সংগীতশিল্পী অভি মুখোপাধ্যায়ের মতো স্থানীয় প্রতিভাদের সঙ্গে বহিরাগত শিল্পীরাও মঞ্চে আসেন, যা অনুষ্ঠানকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সঞ্চালনায় বাপি ঘোষ ও শ্যাম সাহার দক্ষ উপস্থিতি পুরো অনুষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার করে। কমিটির সম্পাদক সাগরকুমার সরকারের বক্তব্য, 'পতিরামের সকলকে শামিল করার উদ্দেশ্যেই পতিরামের সকল শিল্পীদের সমন্বয়ে তিনদিনের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।' *–বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

প্রাণবন্ত।। *পতিরামে জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।*

ছন্দোবদ্ধ।। *গাজোলে রাস উৎসবে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন পঙ্কজ ঘোষ।*

তবলার তালে

তাল, সুর আর শ্রদ্ধার সমন্বয়ে রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল 'তালে বাপ্পা'-র দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠান। মঞ্চ সজ্জায় সাবেকিয়ানা এবং আধুনিকতার নান্দনিক মেলবন্ধন। উদ্বোধনী পর্বে মায়েদের গানের সঙ্গে সংস্থার ৪৫ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে তবলা বাজিয়ে দর্শকদের মাত করে। বিশ্ববরেণ্য তবলাবাদক জাকির হোসেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া কিংবদন্তি শিল্পী সলিল চৌধুরী, এআর রহমান, মাইকেল জ্যাকসনকেও তবলার ছন্দে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আয়োজক সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট তবলাশিল্পী অমিতাভ দে'র কথায়, 'তবলা শিক্ষার্থীদের এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং শুধু তবলাকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠান, যা দেখে দর্শকরা যাতে মুগ্ধ হন, তাই করার একটি চেষ্টা করেছি।' রায়গঞ্জের মতো ছোট একটি শহরে এই ধরনের তবলাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান সত্যিই একটি বাড়তি পাওনা বলে জানান দর্শক সৌরভ গুহ। নতুন প্রজন্মের তবলা শিক্ষার্থী সঞ্জীবন সরকারের কথায়, 'এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অনেক কিছু শিখলাম আর মনের সাহস অনেকটা বেড়ে গেল।' সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শুভঙ্কর দাস। *–সুকুমার বাড়ই*

কর্মশালা

মালদার রবীন্দ্র অনুরাগী 'ছাতিম মালদা'-র উদ্যোগে আয়োজিত হল বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত কর্মশালা। মালদা আইএমএ ভবনে। কর্মশালায় সূচনা পর্বে প্রশিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনা করেন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গৌরব চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র, সুস্মিতা সোম ও শিল্পী ত্রিদিব সান্যাল। ছাতিমের সদস্যবৃন্দের সমবেত সংগীত পরিবেশনে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ছাতিমের সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী। ৬০ জনেরও বেশি কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে মহিলারাও অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সকল শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। *–সৌকর্য সোম*

বর্ণিল অনুষ্ঠান

মানভূম দিবস ও ভগিনী নিবেদিতার ১৫৯তম জন্মদিবস পালিত হল শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃত সমিতির শিলিগুড়ি শাখার আয়োজনে। কথায়, গানে, কবিতার ছন্দে এক আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সম্পাদক সজলকুমার গুহ, উত্তরের প্রয়াস পত্রিকার সম্পাদক অনিল সাহা, ডঃ দুলাল দত্ত, ডঃ অসমঞ্জ সরকার, তেজেস রায় প্রমুখ। কবিতা পাঠে ছিলেন ডঃ দুলাল দত্ত, অনিল সাহা প্রমুখ। গানে ছিলেন পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য, বাসন্তী ঘোষ পাল প্রমুখ। *–সম্পা পাল*

ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে সম্প্রতি কুশমণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা। বংশীহারী ব্লকের ভাঐর গ্রামের তিথি সরকার প্রথম, বদলপুর গ্রামের দিপিকা রায় দ্বিতীয়, ওই ব্লকের গোপালপুর গ্রামের সন্ধ্যা বর্মন তৃতীয় এবং কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর পঞ্চায়েতের দিয়া রায় চতুর্থ হয়েছেন। প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সভাপতি অয়নাংশু সরকার। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক চন্দন সিং। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জানান, বাংলার সংস্কৃতি বাঁচানোর জন্য এই উদ্যোগ রাজ্যজুড়ে চলছে। *–সৌরভ রায়*

পত্রিকা প্রকাশ

সম্প্রতি বৃষ্টিমুখর বিকেলে চয়ন সাহিত্য পত্রিকার ৪৮তম বর্ষ, শারদ সংখ্যা প্রকাশ ঘিরে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাকক্ষে বসে এক সাহিত্য আসর। পত্রিকা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ছাড়াকার তুহিনকুমার চন্দ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুনীল চন্দ, শিক্ষক অমল বিশ্বাস সহ অনেকেই। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন সৌরেন চৌধুরী, অরুণ চক্রবর্তী, তপন রায়, দীপক বর্মন এবং পুরুষোত্তম সিংহ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন স্বপন মল্লিক। ছিল সাহিত্য পাঠের আসর। স্বরচিত কবিতা পাঠ, অনুগল্প পাঠ, আবৃত্তি এবং সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠান শেষ হয়। *–সুকুমার বাড়ই*

দারুণ আড্ডা

সম্প্রতি মালদা শহরের কুমুদিনী সভাঘরে বিজয়ার আড্ডা অনুষ্ঠিত হল। প্রিয়াংকা চাকদার, কাবেরী সরকারের আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে সান্ধ্য আড্ডা রীতিমতো জমে উঠেছিল। স্বপ্নিল, আমন, অনীক দাস, শম্পা মল্লিক সংগীত পরিবেশন করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মালশ্রী মজুমদার। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী মধুমিতা কর্মকার এবং অধ্যাপিকা, নাট্যকার অনুরাধা কুন্ডার সংগীত পরিবেশন। অনুষ্ঠানের আয়োজক কণ্ঠশিল্পী শুচিমিতা তাঁর নিজস্ব গায়কিতে সংগীত পরিবেশন করে বিজয়ার অনুষ্ঠানকে বর্ণময় করে তোলেন। *–সৌকর্য সোম*

মূল্যবোধের বার্তা

রায়গঞ্জের ৫৫ বছর পার করা বিবেকানন্দ নাট্যচক্র আয়োজিত এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় কিছুদিন আগে রায়গঞ্জ নাট্যমেলায় মোট ছ'টি নাটকে মূল্যবোধ এবং শুদ্ধিকরণের বার্তা ভেসে এল। প্রথম সন্ধ্যায় আয়োজক সংস্থার নাটক 'লাঠি'। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটক মূল্যবোধের জীবনবৃক্ষে ঘা মারে। দ্বিতীয় নাটক 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। বুনিয়াদপুরের সহচরী নাট্য অ্যাকাডেমির এই নাটকে হাল সময়ের প্রতিচ্ছবিতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় হুগলির উত্তরপাড়া বিশ্বায়নের নাটক 'অন্তর্গত আগুন'। তীর্থঙ্কর চন্দের নাটকটি বিদেশি প্রেক্ষাপটে তৈরি তবে এই নাটক এদেশের পরিস্থিতির সাক্ষ্যবহন করে। সেদিনের দ্বিতীয় নাটক বহরমপুরের যোগাগ্নির 'শুদ্ধিকরণ'। সৌমেন পালের নাটকটির সম্পাদনা শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের। এই নাটকে শুদ্ধিকরণ এবং নারী জাগরণের বার্তা রয়েছে। পরে নাটক বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় 'বাংলা থিয়েটার ও আগামী প্রজন্ম'। আলোচক হিসেবে ছিলেন অভিনেত্রী সৌমী ঘোষ, পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন অভিনেতা সুমন সিংহ রায়। শেষ সন্ধ্যার প্রথম নাটক হুগলির ভদ্রেশ্বর সহমনিয়ার নাটক 'পিঞ্জর'। সম্প্রীতির আবহে নাট্যমেলার শেষ নাটক মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপের 'ঘরে ফেরা'। *–সুকুমার বাড়ই*

বইটই

আঁধারে আলো

মহিলাদের অনেকে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিকতাকে সমর্থন করেন। রিমি দে সম্পাদিত কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা পদ্য-র উৎসব সংখ্যা উলটোপথে হেঁটে মহিলাদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার বার্তা দিয়েছে। প্রতিবারের মতো পত্রিকার এই সংখ্যাও সুচিন্তনের বার্তাবাহী। এনহেডুয়ানা পর্ব থেকে শুরু করে সুকুমারী ভট্টাচার্য পর্ব, মোট ১৮টি পর্বে ঊর্মিলা চক্রবর্তী, জয়া চৌধুরী, অনুরাধা কুন্ডা, যশোধরা রায় চৌধুরীর মতো অনেকেই কলম ধরেছেন। প্রতিটি লেখা শুধু পড়ারই নয়, উপলব্ধি করে মনের ভিতরে চিরকালের মতো রেখে দেওয়ার। মহুলা ঘোষের আঁকা প্রচ্ছদটি অনন্য।

অপেক্ষার অবসান

বিবৃতি সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য প্রতিবারই পাঠকদের অধীর অপেক্ষা থাকে। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পত্রিকার শারদ সংখ্যা এবারও দারুণ চেহারায় পাঠক দরবারে হাজির হয়েছে। অর্ণব সেনের লেখা ''লিটল ম্যাগাজিন : 'গল্প কবিতা' ও অন্যান্য'' পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে। কাজিমান গোলের কবিতা নিয়ে শৌভিক রায়ের লেখাটির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়। একগুচ্ছ কবিতা ও গল্প বেশ ভালো। নবীন-প্রবীণদের লেখাকে একসঙ্গে পরিবেশনের ধারা এই সংখ্যাতেও রয়েছে বলে সম্পাদক দেবাশিস দাস জানিয়েছেন। শ্রীহরি দত্তের আঁকা প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

অন্য ভাবনা

কথায় বলে 'ডোন্ট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার'। কথাটি সত্যি কি? হয়তো নয়। প্রচ্ছদ দেখেই বেশিরভাগ পাঠক বইয়ের দিকে হাত বাড়ান। আশিস রায়ের লেখা নাটকের প্রচ্ছদে নাট্য শরীর-ও সেই দলেই পড়বে। একেবারে অন্য ধরনের এক প্রচ্ছদ। বইটির বিষয়বস্তুও। বিভিন্ন নাটকের বইয়ের প্রচ্ছদের ভাবনা নিয়েই এই বই। আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে 'শুরুর আগে', 'অন্তরাল', 'মোকাবিলা' থেকে শুরু করে 'মা মাটি মানুষ', 'পাথরে চোখ'-এর মতো নানা সৃষ্টি। যে সমস্ত নাটকের প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা, সেগুলিও বইটিতে রয়েছে। চিরকালের মতো সংকলনে রাখার বই।

দারুণ উদ্যোগ

পুজো সংখ্যার ভিড়ে গতবার থেকে শামিল হয়েছে মহিলাদের পত্রিকা দশভুজা। এবারে আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত পত্রিকার দ্বিতীয় শারদ সংকলন পাঠকদের হাতে এসেছে। ঝর্ণা চক্রবর্তীর লেখা 'দুর্গা রহস্য' লেখাটি বেশ। 'মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামসকে সুনীতা বালার চিঠি' লেখাটি একদম অন্য ধরনের। রয়েছে একগুচ্ছ গল্প ও কবিতা। ডঃ মৌসুমি সরকার ও সোমা বসাকের লেখা ভ্রমণকাহিনীগুলি পড়তে বেশ ভালো লাগে। রয়েছে বিশেষ রেসিপি বিভাগও। শিপ্রা বসু তালুকদার সম্পাদিত এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ এর অলংকরণ। যথারীতি এবারও সুন্দর। অনীতা দাস বণিকের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

এবারও বেশ

প্রতিবারের মতো চন্দননগর থেকে প্রকাশিত গোধূলি মন পত্রিকার শারদ সংখ্যাটি এবারও পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে। মনোজ মিত্রকে নিয়ে ডঃ মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে ডঃ বিশ্বনাথ দাসের লেখাগুলি বেশ তথ্যবহুল। জীবনমৃত্যুর মাঝের সূক্ষ্ম রেখা নিয়ে তিথি মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি পাঠকমনকে বেশ ভাবায়। আরতি ঘোষ তাঁর কলমে চার্লি চ্যাপলিনকে অন্য আঙ্গিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। মৃদুল দাশগুপ্ত, বনশ্রী রায় দাস সহ একগুচ্ছ কবির সৃষ্টিতে পত্রিকার এই শারদ সংখ্যাটি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। প্রচ্ছদে তিয়াস চট্টোপাধ্যায়ের আলোকচিত্র বেশ সুন্দর। সনৎ দে'র অলংকরণও উল্লেখ করার মতো।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা
নভেম্বর মাসের বিষয়
বর্ণহীন ক্যানভাস
(শুধুমাত্র সাদা-কালো ছবি)
ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২৪ নভেম্বর, ২০২৫
ছবি : শুভ্রদীপ সাহা, সুমন চক্রবর্তী, দিলীপ দে সরকার, গৌরব বিশ্বাস, জয়াশিস বণিক, রাজদীপ সাহা।
• ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
• একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
• নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে।
• ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
• ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
• ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
• ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিতে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
• উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

কুর্সিতে ফের নীতীশ
ধন্দে জেডিইউ

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : এনডিএ-কে বিপুল ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় আনার লক্ষ্যপূরণ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে একটানা দশমবারের জন্য ৭৪ বছর বয়সি নীতীশ কুমার বসবেন কি না সেটা শুক্রবার জনাদেশ ঘোষণার পরও স্পষ্ট হল না। উলটে বিপুল জয়ের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই প্রশ্নের উত্তর ঘিরে বিজেপি-জেডিইউ নেতৃত্বের মধ্যে ধন্দ পুরোদমে বজায় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ গেরুয়া শিবিরের প্রায় সমস্ত নেতানেত্রী বিহারের জয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঠিকই।

কিন্তু তাঁকেই ফের মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার দুপুরে বেশকয়েক রাউন্ড গণনার ফল ঘোষণার পর জেডিইউয়ের তরফে নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে এক্সে একটি পোস্ট করা হয়েছিল। তাতে গেরুয়াময় বিহারের একটি মানচিত্রের সামনে নীতীশ কুমারের হাসিমুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছবি ছিল। ওই পোস্টে লেখা হয়েছিল, 'ন ভুতো ন ভবিষ্যতি নীতীশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আছেন আর থাকবেন।'

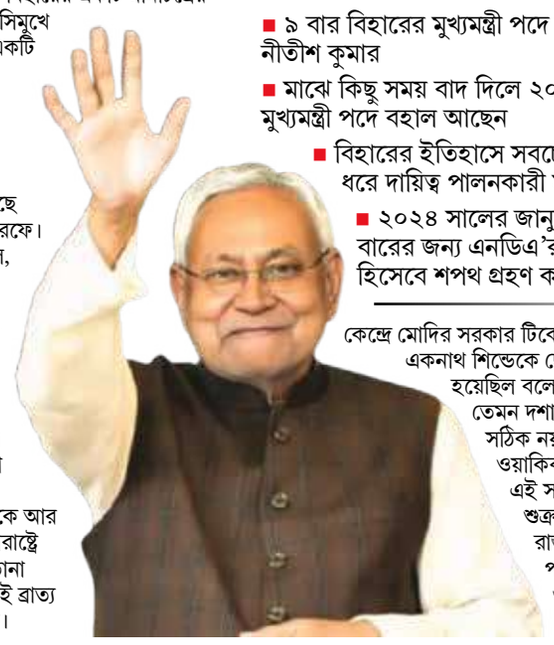

কিন্তু পরে পোস্টটি মুছে ফেলা হয় জেডিইউয়ের তরফে। কেন ওই পোস্টটি করা হল, কেনই বা সেটি মুছে ফেলা হল, কারও নির্দেশে এমনটা করা হল কি না তা নিয়ে পাটনা তো বটেই, নয়াদিল্লির রাজনৈতিক মহলেও গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। তেজস্বী যাদব, রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা বারবার দাবি করেছিলেন, ভোটের পর নীতীশ কুমারকে আর মুখ্যমন্ত্রী করা হবে না। মহারাষ্ট্রে যেভাবে একনাথ শিন্ডের ডানা ছাঁটা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই ব্রাত্য করে ফেলা হবে নীতীশকে।

প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির নেতারা বারবার দাবি করেছেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই বিহারে এনডিএ লড়ছে। কিন্তু তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না সেই কথা স্পষ্টভাবে বলতে শোনা যায়নি বিজেপি নেতাদের। এবারের আসনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত ভোটের হার দুটোতেই বিজেপি-জেডিইউ কাছাকাছি রয়েছে। দুই দলই এবার ১০১টি আসনে লড়েছিল। শেষ পাওয়া খবরে, বিজেপি ৯০টি এবং জেডিইউ ৮৫টি আসনে হয় জিতেছে নয়তো এগিয়ে। বিজেপি ২০.১১ শতাংশ, জেডিইউ পেয়েছে ১৯.২৬ শতাংশ ভোট। জেডিইউয়ের দাবি, নীতীশ কুমারকে সামনে রেখে ভোটযুদ্ধে নেমেছিল বলেই এনডিএ-র পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া নীতীশের দলের সমর্থনে কেন্দ্রে মোদির সরকার টিকে রয়েছে। তাই একনাথ শিন্ডেকে ছেঁটে ফেলা সম্ভব হয়েছিল বলে নীতীশেরও তেমন দশা হবে এমনটা ভাবা সঠিক নয় বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। এই সত্যতা জানে বলেই শুক্রবার পাটনার রাস্তায় পোস্টার পড়েছে, '২৫ সে ৩০, ফির সে নীতীশ'।

পরিসংখ্যান বলছে

- ৯ বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন নীতীশ কুমার
- মাঝে কিছু সময় বাদ দিলে ২০০৫ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল আছেন
- বিহারের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী মুখ্যমন্ত্রী।
- ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নবম বারের জন্য এনডিএ'র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন

মগধভূমে নিরঙ্কুশ এনডিএ
ধরাশায়ী আরজেডি, উড়ে গেল কংগ্রেস-বাম

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখানো বোধহয় একেই বলে। বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে ভোটপ্রচারে বেরিয়ে লাগাতার 'খাটারা (জরাজীর্ণ) সরকার' বলে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে থাকা এনডিএ সরকারকে উৎখাত করতে এবার কোমর বেঁধে নির্বাচনি সংগ্রামে নেমেছিল বিরোধী মহাজোট। কিন্তু বিহারের জনাদেশে স্পষ্ট, তেজস্বীদের সেই আহ্বানে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি রাজ্যের ভোটাররা।

শুক্রবার সকালে একের পর এক ভোট গণনাকেন্দ্রে ইভিএম খোলার পর থেকেই এনডিএ-র প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত। তখনও অবশ্য এনডিএ-র থেকে বিরোধী মহাজোটের আসনসংখ্যার ফারাক কম থাকলেও বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিটা আমূল বদলে যায়। দিনের শেষে বিহারের জনাদেশে স্পষ্ট, এনডিএ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আরও একবার রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে এনডিএ-র ঝুলিতে গিয়েছে ২০২টি আসন। বিজেপি ৯০টি, নীতীশ কুমারের জেডিইউ পেয়েছে ৮৪টি আসন। চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস) ১৯টি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হাম (এস) ৫ এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএম পেয়েছে ৪টি আসন। বিহারে সরকার গড়ার জন্য প্রয়োজন ১২২ জন বিধায়কের সমর্থন। ঠিক উলটো ছবি দেখা গিয়েছে বিরোধী মহাজোটে। গতবারের একক বৃহত্তম দল আরজেডির আসনসংখ্যা এবার কমে হয়েছে ২৫। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর যদুবংশের 'গড়' বলে পরিচিত রাঘোপুরে জয়ী হয়েছেন বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব।

ভোট চুরির অভিযোগ তুলে এবার বিহারের হাওয়া গরম করেছিল কংগ্রেস এবং তাদের নেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু শুক্রবারের জনাদেশ বুঝিয়ে দিয়েছে, লোকসভার বিরোধী দলনেতার সেই অভিযোগে আমল দেয়নি বিহার। কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন জিতেছে এবার। গতবার বিরোধীদের মধ্যে সবথেকে ভালো স্ট্রাইক রেট ছিল সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের। তারা পেয়েছে তিনটি আসন। সিপিএম পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। বিহারে এবার সবথেকে সাড়া জাগিয়ে তোলা প্রাক্তন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) জন সুরজ পার্টি খাতাই খুলতে পারল না। এবারও পাঁচটি আসন জিতে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম।

বিহারে সম্মানরক্ষার লড়াইয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বিজেপি ও জেডিইউ শিবিরে। উলটোদিকে শূন্যতা গ্রাস করেছে আরজেডি ও কংগ্রেসকে। বিহারে বিপুল জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সহ এনডিএ-র শরিক নেতাদের জয়ের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বিহারবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'বিহারের মানুষ এনডিএ-কে বিপুল জয় দিয়েছে। আমি তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিহারে আর কাট্টা সরকার ফিরবে না। কথায় বলে লোহা দিয়ে লোহা কাটা হয়। বিহারের মানুষ মুসলিম-যাদবের এম-ওয়াই সমীকরণের জবাবে নতুন এম-ওয়াই খুঁজে বের করেছেন। সেটা হল মহিলা এবং যুব সম্প্রদায়।' এক্স বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'সুশাসনের জয় এসেছে। উন্নয়নের জয় এসেছে। জনকল্যাণের আকাঙ্ক্ষার জয় এসেছে। সামাজিক ন্যায়ের জয় এসেছে।' অপরদিকে নীতীশ কুমার বলেন, 'রাজ্যের মানুষ বিপুল সমর্থন করে এই সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন। আমি সমস্ত ভোটারের সামনে মাথানত করছি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নীতীশ কুমার। নীতীশ কুমারকেই দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন।

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় মহিলাদের হাতে ১০ হাজার টাকা দেওয়া এবং আরজেডি-কংগ্রেসের মহাজোট ক্ষমতায় এলে কাট্টা, জঙ্গলরাজের সরকার ফের আসবে বলে প্রচার এনডিএ-র পালে হাওয়া টানতে সাহায্য করেছে। ১০ হাজার টাকার প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন বিহারের ১.৩ কোটি মহিলা। এমনিতেই মহিলা ভোটারদের মধ্যে নীতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। গরিব ঘরের ছাত্রীদের সাইকেল বিলি থেকে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া, সবেতেই মহিলা ভোটব্যাংক তুষ্ট করার প্রবণতা স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, ১.২ কোটি প্রবীণ নাগরিকের পেনশন ৪০০ টাকা থেকে ১১০০ টাকা করাও ছিল নীতীশ কুমারের সরকারের অন্যতম বাজি। সবেতেই বাজিমাত করেছে এনডিএ। এর পাশাপাশি সবথেকে অনগ্রসর জাতি বা ইবিসি ভোটব্যাংকও এবার নীতীশ তথা এনডিএ-র সঙ্গে গিয়েছে। এই ভোটব্যাংক বরাবরই নীতীশের সঙ্গে থাকে। আরজেডি যখন মুসলিম-যাদব সমীকরণে এনডিএ-কে হারাতে ব্যস্ত, তখন নীতীশের পালটা মহিলা ও ইবিসি ভোটব্যাংক মহাজোটের কফিনে পেরেক পুঁতে দিতে সক্ষম হয়েছে।

জয়ের আনন্দ... বিহার জয়ের পর দিল্লিতে অন্য মেজাজে নরেন্দ্র মোদি।

ভোট কাটুয়া তকমা মুছে কামাল চিরাগের

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : বাবার যোগ্য উত্তরসূরি হতে পারবেন কি? চিরাগ পাসোয়ানকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু যাবতীয় সমালোচনা, প্রশ্নবাণকে মাঠের বাইরে ফেলে দিলেন তরুণ তুর্কি।

বিহারের এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে সবচেয়ে বড় চমক দিল চিরাগের লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)। ২০২০ সালে যেখানে দলটির দখলে ছিল মাত্র একটি আসন, সেখানে এবার লড়াই করে ২৮টির মধ্যে ১৯টিতেই এগিয়ে এলজেপি (আরভি)। পাঁচ বছরেই এই উত্থান শুধু এনডিএ জোটে চিরাগের গুরুত্ব বাড়ায়নি, বদলে দিয়েছে বিহারের রাজনৈতিক সমীকরণও।

২০২০-র নির্বাচনে আসনবণ্টন নিয়ে বিরোধের জেরে চিরাগ ১৩৭ আসনে একক লড়াই করে মাত্র একটি আসন পান ঠিকই, কিন্তু জেডিইউ-র ২৯টি আসনে বড় ক্ষতি করেন। ২০২৪-এর লোকসভায় আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঁচটি আসনের পাঁচটিতেই জিতে তিনি নিজের অবস্থান দৃঢ় করেন এনডিএ-তে।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ২৮টি আসন দেওয়া হলে চিরাগ তা সহজভাবে মেনে নিয়ে 'নীতীশ কুমারকে বিহারের প্রয়োজন' বলে জোটে সম্প্রীতির বার্তা দেন। নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী সুগৌলি, গোবিন্দগঞ্জ, বেলসান্ড, বখতিয়ারপুর, দেউরি, ওবরা, বোধগয়া সহ বহু আসনে এগিয়ে রয়েছে চিরাগের দল।

এলজেপির এই উত্থান বিজেপি-জেডিইউ-র ভোটব্যাংকেও নতুন জোয়ার এনেছে, বিশেষত দলিত ও ইবিসি অঞ্চলে যেখানে আগে আরজেডি শক্তিশালী ছিল।

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এলজেপি নানা সময়ে এনডিএ ও ইউপিএ—দুই শিবিরেই থেকেছে। রামবিলাস পাসোয়ানের মৃত্যুর পর চিরাগ ও পশুপতি কুমার পারসের টানাপোড়েনে ২০২১ সালে দল ভেঙে দু'ভাগ হয়।

একটু মিষ্টি হয়ে যাক... শুক্রবার মায়ের সঙ্গে চিরাগ পাসোয়ান।

মুখ থুবড়ে পড়ল বিরোধী মহাজোট

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন আপাতত আরও পাঁচ বছরের জন্য শিকেয় তুলে রাখতে হল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ছোট ছেলে তেজস্বী যাদবকে। এ যাত্রায় উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়া হল না মাল্লা পুত্র তথা ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহনিরও। বিহারে মহাজোটকে ক্ষমতায় এনে ইন্ডিয়া জোটের হাত শক্ত করার যে স্বপ্ন কংগ্রেস দেখতে শুরু করেছিল তাও এবার এনডিএ-র ঝড়ে খানখান হয়ে গেল। তথৈবচ দশা বামেদেরও।

শুক্রবার ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৩৭ তম জন্মদিবস। তাঁর জন্মদিনে বিহারের ভোটে আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের মহাজোট যেভাবে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল তাতে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত নিয়ে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আরজেডি এবার মাত্র ২৫টি ও কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন জিতেছে। সিপিআই(এম-এল) লিবারেশন ২টি, সিপিএম ১টি এবং আইআইপি ১টি মাত্র আসন পেয়েছে। আরজেডির গড় বলে পরিচিত রাঘোপুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জয়ী হন তেজস্বী। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার কাটুম্বা আসনে পরাজিত হয়েছেন। শতাংশের বিচারে আরজেডি পেয়েছে ২২.৯৭ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস পেয়েছে ৮.৭৩ শতাংশ ভোট। মুকেশ সাহনির ভিআইপি অবশ্য এবার একটিও আসন জিততে পারেনি। ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে আরজেডি পেয়েছিল ৭৫টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছিল ১৯টি আসন। লিবারেশন পেয়েছিল ১২টি আসন। কিন্তু এবার এনডিএ-র ঝড়ে বিরোধী মহাজোট খড়কুটোর মতো উড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কেন এমন শোচনীয় পরাজয় তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিরোধী মহাজোটে এবারে সমন্বয়ের অভাব সবথেকে বেশি চোখে পড়েছে। প্রথমে আসনবণ্টন নিয়ে আরজেডি-কংগ্রেসের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা নিয়েও দুই শরিকের দ্বন্দ্ব সামনে চলে এসেছিল। পরে অবশ্য কংগ্রেস হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শুধরোয়। কিন্তু ভোট প্রচারে দুই শরিকের মতানৈক্য বারবার সামনে এসেছে। রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদব, মুকেশ সাহনি ও বাম নেতারা ভোটার অধিকার যাত্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। কিন্তু ভোটের প্রচারে সেই যৌথ নেতৃত্বের বিষয়টিই উবে গিয়েছিল। যৌথ প্রচারও হয়েছে খুব কম। তাছাড়া প্রথম দফার ভোট প্রচারের ঠিক আগের দিন রাহুল গান্ধি ভোট চুরি নিয়ে হাইড্রোজেন বোমা ফাটাতে গিয়ে বলে বসেন, হরিয়ানার ধাঁচে বিহারেও ভোট চুরির আশঙ্কা রয়েছে। বিজেপি নেতারা এই সুযোগে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগেই হার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে পালটা সুর চড়ান।

শুধু তাই নয়, রাহুল গান্ধি ভোটার অধিকার যাত্রার পর বিহার থেকে বেশ কিছুটা সময় দূরে ছিলেন। এই ধারাবাহিকতার অভাব মহাজোটের হারের অন্যতম কারণ বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট এদিন দাবি করেন, মহিলাদের ১০ হাজার টাকা দেওয়ার যে ঘোষণা নীতীশ কুমার করেছিলেন সেদিকে নজর দেয়নি নির্বাচন কমিশন। ভূপেশ বাঘেল কাঠগড়ায় তুলেছেন এসআইআরের মাধ্যমে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া ও ২১ লক্ষ নাম নতুন করে ঢোকানোর বিষয়কে। কিন্তু তাতে বিজেপি ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। এদিন অমিত মালব্য একটি পোস্ট করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ২০০৪ সালে রাহুল গান্ধি সক্রিয় রাজনীতিতে আসার পর থেকে ৯৫ বার কংগ্রেস শোচনীয় ফলের মুখোমুখি হয়েছে। রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস দেশের কোন কোন রাজ্যে কতবার ভোটে ধরাশায়ী হয়েছে তার একটি গ্রাফিক্স চিত্র গেরুয়া শিবির তুলে ধরেছে।

শুনসান কংগ্রেসের সদর দপ্তর। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

বিধানসভায় ফিকে লাল

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : ২০২০-র পুনরাবৃত্তি ঘটল না '২৫-এ। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় জাদু সংখ্যা ছুঁতে এবার বামেদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল আরজেডি। সেই কারণে বিহারে বড় বাম দল সিপিআইএমএল-লিবারেশনকে গতবারের চেয়ে বেশি আসন ছেড়েছিলেন তেজস্বী যাদবরা। তবে লিবারেশনের ফল বিরোধী জোটকে হতাশ করেছে। ফল খারাপ হয়েছে অপর দুই বাম দল সিপিআই এবং সিপিআইএম-এরও।

আরজেডি, কংগ্রেসের সঙ্গে সংগতি রেখে বামেদের আসনে বড় ধস নেমেছে। ২০২০-র বিধানসভা নির্বাচনে ১৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল লিবারেশন। ১২টি আসনে জয়ী হয়েছিল। সিপিআই ৬টি আসনে লড়ে জিতেছিল ২টিতে। ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে সিপিআইএম জিতেছিল ২টি কেন্দ্রে। শুক্রবার শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সিপিআইএমএল লিবারেশন মাত্র ২টি কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছে। সেগুলি হল পিলিগঞ্জ এবং কারাকট। সিপিআইএম বিভূতিপুর আসনে জয়ের পথে। ঝুলি শূন্য হতে পারে সিপিআইয়ের। অর্থাৎ, বিহারে ৩৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৩টিতে আশার আলো দেখছে বামেরা।

পিকের ঝুলি শূন্য

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : বাংলায় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে গিয়েছিল। গত বিধানসভা ভোটে এরাজ্যে ৩ সংখ্যায় পৌঁছাতে পারেনি বিজেপি। নিজের রাজ্য বিহারে অবশ্য মিলল না প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) পূর্বাভাস। শুক্রবার বিহার বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর নিজের হাতে গড়া দল জন সুরজ পার্টির সঙ্গেই পিকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও যেন প্রশ্ন উঠে গেল। এদিন গণনার প্রথম পর্বে ২টি আসনে এগিয়ে গিয়েছিলেন জন সুরজ পার্টির প্রার্থীরা। কিন্তু গণনা ৪ রাউন্ড পার হতে না হতে উভয় আসনেই তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। আরও ৩টি আসনে জন সুরজ গণনাপর্বের বেশিরভাগ সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে ছিল। কিন্তু কখনোই জয়ের আশা জাগাতে পারেনি। দলের প্রাপ্ত ভোট নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে কিছু আসনের ফলে ইঙ্গিত বিরোধী মহাজোটের ভোট কেটে জেডিইউ-বিজেপিকে সুবিধা করে দিয়েছে পিকের দল।

গণনার আগে পিকে দাবি করেছিলেন, তাঁর দল হয় ১০টি আসন পাবে, নয়তো ১৫০টিতে জিতবে। জোড়া দাবির একটাও মেলেনি। একইভাবে সত্যি হয়নি জেডিইউকে নিয়ে ভোট পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তর মূল্যায়ন। ভোটপ্রচারে তিনি জোর গলায় দাবি করেছিলেন, জেডিইউ বিহারে পঁচিশটির বেশি আসন পাবে না। নীতীশ কুমার আর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। ভোটের ফল বলছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত জেতা ও এগিয়ে থাকার নিরিখে জেডিইউ পেতে পারে ৮৪টি আসন। ২০২০-র বিধানসভা নির্বাচনে পাওয়া আসনের থেকে যা প্রায় দ্বিগুণ। নীতীশ কুমারের জোট সঙ্গী বিজেপিও ৯২-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভালো ফল করেছে এলজেপি-আরভিও (২১টি)।

বিপরীতে ৩৫-এর নীচে নেমে গিয়েছে আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোট।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবসে শ্রদ্ধা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

'সব দেখছেন চাচা নেহরু'

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে এনডিএ-র জয়ের পর ঝরা-পাতা মহাজোটের নেতাদের নিয়ে মিমের বন্যা বইছে নেটপাড়ায়। সেখানে রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবদের পাশে মজাদার মিম ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিয়েও।

শুক্রবার ফল ঘোষণার শুরু থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত সব ছবি আর ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। এক এক্স ব্যবহারকারী যেমন নেহরুর একটি মুখভঙ্গির ছবি ব্যবহার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কংগ্রেসের ভরাডুবি ওপর থেকে বসে সব দেখছেন নেহরুজি।' 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির একটি দৃশ্য ব্যবহার করে নির্বাচনি ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) তুলে ধরা হয়েছে আর একটি মিমে।

হালকা মজা মিশিয়ে গভীর কথাও বলা হয়েছে কোনও কোনও মিমে। যেমন একজন লিখেছেন, 'আজকের দিনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই বলছে, আমরা জিতছি। আর বাস্তবতা হল, আপনারা সবাই মিলে চেষ্টা করেও জিততে পারছেন না।' আর একজন তেজস্বী যাদবকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'যখন ভাবছি মুখ্যমন্ত্রী হব, তখনই সত্যি হতে হল বুথফেরত সমীক্ষাকে!' এবার বিহার বিধানসভা ভোটে বিজেপি-জেডিইউ জোটের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে আরজেডি ও কংগ্রেস। আসাউদ্দিন ওয়েইসির মিম যে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে বড় থাবা বসিয়েছে ভোটের ফলে তা স্পষ্ট। এমন সময় নেটদুনিয়ায় নজর কাড়ছে নেহরুজির মিম।

মিমের বন্যা নেটদুনিয়ায়

জেলে বসেই জয়

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : পাটনার কাছে মোকামা কেন্দ্রে আবারও নিজের দাপট দেখালেন 'বাহুবলী' অনন্তকুমার সিং। ভোটের মাত্র পাঁচ দিন আগে প্রতিপক্ষ দলের কর্মীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেও জেডিইউ প্রার্থী অনন্ত বিপুল ব্যবধানে জিতেছেন। ২০০৫ সাল থেকে মোকামায় তাঁর প্রভাব অটুট। দল বদলালেও কখনও হারেননি। এবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আরজেডি প্রার্থী বীণা দেবী, 'বাহুবলী' সুরজভান সিংহের স্ত্রী। তিনি অনন্তের কাছে ২৮ হাজারের বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন। তৃতীয় স্থানে পিকের দলের প্রার্থী প্রিয়দর্শী পীযূষ। নানা মামলা ঝুলে থাকা সত্ত্বেও অনন্তের জয়ের জোয়ারে মোকামা যেন উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। আবারও প্রমাণ হল, এই এলাকায় 'ছোটে সরকার'-এর প্রভাব অটুট।

উপনির্বাচনে মিশ্র ফল

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনে একচেটিয়া জয় পেয়েছে এনডিএ। তবে ১১ নভেম্বর ৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলে মিশ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। কোথাও শাসকদল ধরাশায়ী হয়েছে। কোথাও আবার গতবার জেতা দলই আসন ধরে রেখেছে। শুক্রবার যে ৬টি রাজ্যে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে সেগুলি হল রাজস্থান, পঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম ও ওড়িশা।

সরকারি আধিকারিককে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগে পদ খুইয়ে ছিলেন রাজস্থানের অন্তার বিজেপি বিধায়ক কাঁওয়ারলাল মীনা। উপনির্বাচনে আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। সেখানে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে বিজেপি। বিআরএস ও বিজেপির সঙ্গে মর্যাদার লড়াইয়ে তেলেঙ্গানার জুবিলিহিলস আসনও হাতের দখলে গিয়েছে। বিধায়কের মৃত্যুতে খালি হওয়া ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা আসনটি এবারও ধরে রেখেছে রাজ্যের শাসক জোটের প্রধান শরিক জেএমএম। একইভাবে মিজোরামের ডাম্পা আসনটি গিয়েছে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের কাছে।

পঞ্জাবের তরন তারন দখলে রেখেছে আপ। সেখানে কংগ্রেস ও বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে শিরোমণি আকালি দল। ওড়িশার নুয়াপাড়া কেন্দ্রে গতবার বিজেডি জিতেছিল। এবার নবীন পট্টনায়কের দলকে হারিয়ে আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি।

জম্মু ও কাশ্মীরের দুই আসনে ভোটের ফল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির শাসকদল ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গত বিধানসভা ভোটে গান্দেরবল ও বদগাম দুই আসন থেকে জিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বদগাম রেখে গান্দেরবল আসন ছেড়ে দেন তিনি।

ওই আসনে উপনির্বাচনে এনসিকে হারিয়ে দিয়েছে মেহবুবা মুফতির পিডিপি। জম্মু অঞ্চলের নাগরোটায় জিতেছে বিজেপি। সেখানে এনসিকে ৩ নম্বরে ঠেলে দ্বিতীয় প্যান্থার্স পার্টি।

বিচারপতির ইস্তফা

ইসলামাবাদ, ১৪ নভেম্বর : পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের দুই বর্ষীয়ান বিচারপতি আতাহার মিনাল্লাহ ও মনসুর আলি শাহ পার্লামেন্টে অনুমোদিত সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীতে আপত্তি জানিয়ে বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সংবিধানের এই সংশোধনী বিচারবিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করল ও সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষমতা কমিয়ে দিল। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণকে সতর্কও করে দিয়েছেন।

বিচারপতি আতাহার মিনাল্লাহ সংশোধনীটিকে পাক সংবিধানের ওপর গুরুতর আঘাত বলে ইস্তফাপত্রে অভিহীত করে লিখেছেন, 'যে সংবিধান রক্ষার শপথ আমি নিয়েছিলাম, সেই সংবিধান আর নেই। আমরা যে পোশাক পরি তা অলংকারের চেয়েও অনেক দামি। এই পোশাক আমাদের প্রতি আস্থার স্মারক হিসেবে কাজ করে। এজন্য আমরা ভাগ্যবান। নতুন যে ভিত্তির ওপর সংবিধান তৈরি হচ্ছে তা ওই সংবিধানের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে।'

বিচারপতি শাহ লিখেছেন, 'সংবিধানের সংশোধনী বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। খর্ব করেছে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা।' এমন আদালতে তিনি কাজ করতে পারবেন না। বর্তমান সংশোধনীর ফলে পাক সুপ্রিম কোর্টের মাথার ওপরে থাকছে ফেডারাল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট (এফসিসি)।

জমি বিবাদে ধুন্ধুমার, রক্তাক্ত পুলিশ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৪ নভেম্বর : জমির ধান কাটা নিয়ে শুক্রবার ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে রক্তাক্ত কান্দি থানার আইসি ও দুই পুলিশকর্মী। ইতিমধ্যে ওই গ্রামে র‌্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‌্যাফ) মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৩ জন।

এদিন কান্দির গোকর্ণ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসাইডোবে এলাকায় ৪ বিঘা জমির ধান কাটাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল। দু'পক্ষের লোকেরাই পরস্পরকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি রক্তাক্ত হয়ে উঠতে পারে ভেবে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন।

স্থানীয়রা জানান, গোসাইডোবে চার বিঘা চাষের জমি নিয়ে বহুদিন ধরেই স্থানীয় দু'পক্ষের বিবাদ চলছিল। দু'পক্ষেরই দাবি, ওই জমি তারা বংশপরম্পরায় ভোগ করছে। ওই জমি নিয়ে মামলাও চলছিল দু'পক্ষের মধ্যে। তবে আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের ভিত্তিতেই নাকি একপক্ষ এদিন শ্রমিকদের দিয়ে জমির ধান কাটাচ্ছিল। তখনই আরেক পক্ষের সদস্যরা দলবল নিয়ে এসে চড়াও হয়।

স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা। তখন সংঘর্ষের মধ্যে থেকেই কিছু দুষ্কৃতী পুলিশের দিকে ইট, পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এমনকি কিছুজনকে বাঁশ নিয়ে তেড়ে আসতে দেখা যায়। মাথায় বাঁশের আঘাত লেগে মৃণাল গুরুতর আহত হন। একজন হোমগার্ডের হাত ভেঙে যায়।

ঘটনার পর এসডিপিও সাশ্রেক আস্বাদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে। লাগাতার তল্লাশি চালিয়ে গ্রামের মোট ১৩ জন বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবিষয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যারা দোষী তাদের সবাইকে শীঘ্র গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য পুলিশকর্মী ও র‌্যাফ মোতায়েন রয়েছে।'

এই ঘটনায় কান্দির তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, 'এই ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। কারও প্রাণহানিও হতে পারত। ওই জমি নিয়ে তাদের দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ বলে শুনেছি। তবুও হানাহানি কোনও পথ হতে পারে না। যারা অপরাধী তাদের সবাইকে প্রশাসন আইনের পথ ধরে উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করুক।'

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

সামসী, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার সামসী আদর্শ মিশনের ক্যাম্পাসে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৬টি বিভাগে বিভক্ত প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

ঝুলন্ত দেহ

বুনিয়াদপুর, ১৪ নভেম্বর : বংশীহারী ব্লকের গাঙ্গুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোপালপুরের ঠাকুরঘর এলাকা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে শুক্রবার। মৃতের নাম বিমল বিশ্বাস (৩৯)। তাঁকে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

তিনটি মাঠে অনূর্ধ্ব-১৭ রাজ্য স্তরের স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু

গঙ্গারামপুর কলেজে পড়াশোনা বন্ধ

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৪ নভেম্বর : ১৫ নভেম্বর শনিবার থেকে গঙ্গারামপুরের তিনটি মাঠে অনূর্ধ্ব-১৭ রাজ্য স্তরের স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে। তাই টুর্নামেন্ট চলাকালীন গঙ্গারামপুর কলেজে পঠনপাঠন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে কলেজের অফিস খোলা থাকবে। পড়ুয়াদের সুবিধার্থে অনলাইন ক্লাস চালানোর আশ্বাস দিয়েছেন অধ্যক্ষ ডঃ দীপককুমার জানা।

রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে ২২টি ও মেয়েদের বিভাগে ৯টি দল অংশ নেবে। প্রত্যেক দলে ১৮ জন করে সদস্য থাকবেন। আর এই বিপুল সংখ্যক অতিথি খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে গঙ্গারামপুর কলেজে। মোট ২৮টি শ্রেণিকক্ষ ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে।

কলেজ খোলার পর প্রয়োজনে 'ডাবল' ক্লাস নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। আয়োজকরা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতাটি প্রথমে বালুরঘাটে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বালুরঘাট স্টেডিয়ামে সব খেলোয়াড়কে রাখার পরিকাঠামো নেই। তাই টুর্নামেন্টটি গঙ্গারামপুরে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে দলের সদস্যদের গঙ্গারামপুর হাইস্কুলে থাকার পরিকল্পনা ছিল। পরীক্ষার কারণে তা সম্ভব হয়নি। শহরের অন্য স্কুলেও এত খেলোয়াড়কে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। শেষপর্যন্ত গঙ্গারামপুর কলেজই একমাত্র বিকল্প হিসেবে উঠে আসে।

এদিকে, টানা কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পড়ুয়ারা। কলেজের ছাত্র শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, '১০দিন কলেজ বন্ধ রাখা অযৌক্তিক। খেলাধুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিক্ষার ক্ষতি করে নয়। ২-৩ দিনের জন্য বন্ধ থাকলে বোঝা যেত। কিন্তু এতদিন বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপদে ফেলা হচ্ছে।'

অধ্যাপক রাজীব সাহা বলেন, 'ইভেন্ট আয়োজন যেমন প্রয়োজন, তেমনই পঠনপাঠনও জরুরি। সামঞ্জস্য রেখে চালানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অনলাইন ক্লাস বা অস্থায়ী ঘরে ক্লাস নেওয়ার বন্দোবস্ত করা গেলে দুইদিক সামলানো যেত।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান শুভজিৎ মিশ্র বলেন, 'বালুরঘাট স্টেডিয়ামে এত খেলোয়াড়ের থাকা সম্ভব নয়। তাই টুর্নামেন্ট গঙ্গারামপুরে আসে। বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে সারা রাজ্য থেকে আসছে। তাদের স্বার্থে এই ব্যবস্থা। আমরা শুধু ঘর চেয়েছিলাম। ফাইনাল ২০ তারিখে। আশা করি, ২১ তারিখ থেকে স্বাভাবিক ক্লাস শুরু হবে।'

এদিকে গঙ্গারামপুর কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'দু'-তিনদিনের জন্য পঠনপাঠন বন্ধ করা হয়েছে। তাতে বড় ক্ষতি হবে না। পরে ডাবল ক্লাস নেওয়া হবে। রাজ্য স্তরের প্রায় ৫০০ খেলোয়াড় কলেজে আসছে। এটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য গৌরবের। কলেজের পরিচিতি বাড়বে। যারা পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত, তাঁরা বুঝবেন যে সামান্য সমন্বয় করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

ক্ষোভপ্রকাশ

- স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলাকালীন গঙ্গারামপুর কলেজে পঠনপাঠন স্থগিত
- বিপুল সংখ্যক অতিথি খেলোয়াড়ের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে গঙ্গারামপুর কলেজে
- পড়ুয়াদের সুবিধার্থে অনলাইন ক্লাস চালানোর আশ্বাস দিয়েছেন অধ্যক্ষ
- কয়েকদিন কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন পড়ুয়ারা

বাংলাদেশি জেনেও

প্রথম পাতার পর

সেই ভিত্তিতেই ওর তালিকায় নাম এসে থাকতে পারে। তাই এবিষয়ে আমার কিছু জানার কথা নয়।' দিনহাটা-২'এর বিডিও নীতীশ তামাংও এবিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দায় এড়িয়েছেন।

দিল্লির লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণের পরই দেশজুড়ে এনআইএ হানা দেয়। গত বুধবার ভোরে এনআইএ'র তিন সদস্যের বিশেষ টিম হানা দেয় দিনহাটা মহকুমার সীমান্ত গ্রাম নয়ারহাটের নান্দিনায়। সেখানে আরিফ হোসেন নামে এক তরুণের বাড়িতে চার ঘণ্টার বেশি বিশেষ অভিযান চালায়। সেখানে আরিফের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ তার যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে। তার একটি মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করে এনআইএ। আর এনআইএ'র অভিযানের দেওয়া 'সিজার লিস্টে' আরিফের বিরুদ্ধে যেসব ধারা দেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগটাই জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ। এনআইএ'র সূত্রে জানা গিয়েছে আরিফের বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে ঘাঁটি গাড়ার কথা। এর আগে ২০২৩ সালে গুজরাটের একটি কাপড় মিলে হানা দিয়ে চারজনকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরে এনআইএ। যারা জঙ্গি সংগঠনকে ফান্ডিং করত। আর সেই সূত্র ধরেই আরিফের কাছে পৌঁছায় তারা। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার আরিফের বাংলাদেশের পরিচয় স্বীকার করে নিয়েছেন তার শাশুড়ি সায়রা বিবি নিজেই। স্বাভাবিকভাবেই একদিকে যখন এসআইআরের আবহ, তখন বাংলাদেশি সন্দেহভাজন জঙ্গি কী করে এতরকম সুবিধা লাভ করতে পারে? আর সবাই সব জেনেও প্রশাসনকে কেনই বা অন্ধকারে রাখলেন তা নিয়ে বাড়ছে জল্পনা।

প্রধান শিক্ষক

প্রথম পাতার পর

স্মারকলিপি জমা দেন। তার ভিত্তিতে দপ্তর তদন্তে নামে। জেলা সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক আবদুল মালেক সহ তিনজন কর্মকর্তা ৩১ জুলাই স্কুল পরিদর্শনে যান। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই প্রতিবেদনের গোড়ার দিকে উল্লেখ করা নানা অভিযোগ সেখানে উঠে আসে। দেরিতে স্কুলে যাওয়া বা একেবারেই না যাওয়া, মিড-ডে মিলের অসংগতির মতো অনেক বিষয়ই সেই তদন্তে প্রমাণিত হয়।

তদন্ত চলাকালীন ওই প্রধান শিক্ষক কোনও অ্যাডমিশন ও অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টার, বা প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারেননি। সবকিছু খতিয়ে দেখে দপ্তর তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। দপ্তরের সিদ্ধান্তে অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

শিশু দিবসে শিশুদের মাঝে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার দিল্লিতে।- পিটিআই

উমরের বাড়ি নিশ্চিহ্ন

প্রথম পাতার পর

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর তিনি বাড়িতে এসেছিলেন। অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরণের সমর্থনে পোস্ট করার অভিযোগে অসমে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছে। শুক্রবার পর্যন্ত ওই সংখ্যা ২০।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিচ্ছে। সুইৎজারল্যান্ড-ভিত্তিক এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ থ্রিমারের মাধ্যমে উমর, মুজাম্মিল গনাই এবং শাহিনা সইদ যোগাযোগের তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। উমর আবার কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছোট সিগন্যাল গ্রুপ পরিচালনা করতেন। যে গ্রুপে গোপন বার্তা, বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ সংগ্রহ ও অপারেশনের তথ্য আদানপ্রদান হত।

ঘটনার পর পাঁচদিন কেটে গেলেও দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় এখনও আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। শহরজুড়ে চলছে তল্লাশি, চেকপোস্টগুলিতে কড়া নজরদারি। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে সংসদ ভবন, ইন্ডিয়া গেট, সুপ্রিম কোর্ট, রেড ফোর্ট সহ দিল্লির সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। উমরের বিস্ফোরণের আগের দিনের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে ৫০টিরও বেশি সিসিটিভি ফুটেজ এসেছে, যাতে তাঁর শেষ রাতের রোডম্যাপ স্পষ্ট। ফরিদাবাদ থেকে রওনা হয়ে নুহ জেলার ফিরোজপুর ঝিরকায় গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ধারের দোকান থেকে খাবার কেনা, দীর্ঘসময় গাড়িতে অপেক্ষা এবং অবশেষে ১০ নভেম্বর সকালে বাদরপুর সীমান্ত দিয়ে দিল্লিতে ঢোকার ছবি ওতে ধরা পড়েছে।

বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত উমরের পাঁচটি মোবাইল বন্ধ ছিল। ফরিদাবাদের আল ফালাহ মেডিকেল কলেজের দুটি ঘর থেকে উদ্ধার ডায়েরি ও নোটবুকে উল্লিখিত এনক্রিপ্টেড নোটে সংখ্যার ধারাবাহিকতা, কোড, তারিখ ইত্যাদিতে একাধিক হামলার পরিকল্পনার ইঙ্গিত আছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

উমরের হাতে সংগৃহীত নগদ ২৬ লক্ষ টাকায় প্রায় ২৬ কুইন্টাল এনপিকে সার কেনা হয়েছিল। কৃষক ও খনিকর্মীর পরিচয় দিয়ে তিন-চার মাস ধরে হরিয়ানার নুহ, ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম ও উত্তরপ্রদেশের সাহারনপুরের বিভিন্ন দোকান থেকে অল্প অল্প করে কেনা হয় ওই রাসায়নিক। তদন্তকারীরা বলছেন, কেনাকাটা এত ধীরে ও বিচ্ছিন্নভাবে করা হয়েছে যেন দোকানদারদের সন্দেহ না হয়। অন্তত তিনজন সার ডিলারকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁরা অনলাইনে টাকা পেয়েছিলেন।

উমরদের ২০ লক্ষ টাকার তহবিলের একাংশ দিয়ে শ্রীনগর থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও কার্তুজ আনা হয়েছিল বলেও প্রমাণ মিলেছে।

এনজেপিতে গ্রেপ্তার 'চুরির' শিক্ষক

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : 'চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।' বিদ্যাই বটে, অন্তত মফিজ উদ্দিনের কাছে তো তাই। অভিযোগ, তিনি হাতে ধরে শেখাতেন, কীভাবে ট্রেনে মাদক খাইয়ে লুটপাট চালানো যায়। এই দুষ্কৃতীদেরও যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা জেনে প্রথমে পুলিশকর্তাদেরও চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হয়েছিল। মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন স্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি জিআরপি। স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সঙ্গে যৌথ অভিযানে তাঁকে ধরা হয়। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে চারদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। আদালতে অভিযুক্তের টিআই প্যারেডেরও আবেদন জানানো হয়েছে। সম্প্রতি লুটপাটের কয়েকটি মামলার তদন্তে নেমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় শিলিগুড়ি জিআরপি'র অধীনে থাকা বিভিন্ন থানার কর্তাদের কাছে। অসম থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত দুষ্কৃতীদের। প্রথমে সাধারণ পদ্ধতিতে ক্লাস। তারপর প্র্যাকটিকাল। এই প্রশিক্ষণের মাস্টারমাইন্ড অসমের বাসিন্দা মফিজ। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরেই ওঁত পেতে বসেছিল তাঁকে পাকড়াও করতে। এবার আর শেষরক্ষা হল না। প্রশিক্ষণ দিতে এসে জালে ধরা পড়লেন কীর্তিমান। শিলিগুড়ির সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ রেলওয়ে পুলিশ কুঁয়রভূষণ সিংয়ের বক্তব্য, 'অভিযুক্তের খোঁজে দীর্ঘদিন ধরেই তল্লাশি চালাচ্ছিলাম। অবশেষে ধরা পড়েছে।' ট্রেনে মাদক খাইয়ে সর্বস্ব লুটের অভিযোগ আসছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে। আলিপুরদুয়ার থেকে মালদা পর্যন্ত পুরোটাই শিলিগুড়ি জিআরপি'র অধীনে। বিভিন্ন থানায় এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। প্রায় প্রতিটি মামলার তদন্তে ধৃতের নাম উঠে এসেছে।

তদন্তকারীরা জানতে পারেন, অভিযুক্ত অসমের ধুবড়ি জেলার ফকিরগঞ্জের বাসিন্দা। ট্রেনে ঘুরে ঘুরে লুটপাট চালানোই তাঁর মূল পেশা। ১৫ বছর বয়স থেকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। আজকাল অবশ্য মফিজ ময়দানে বেশি নামেন না। তাঁর নিজস্ব একটি গ্যাং রয়েছে। ওই গ্যাংয়ের সদস্য নাবালক, তরুণরা। তবে নাবালকদেরই বেশি কাজে লাগানো হয়। কারণ, এতে ঝুঁকি কম। ধরা পড়লে সহজে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া, সহজে তাদের ওপর কেউ সন্দেহ করেন না।

গ্যাংয়ের সদস্যদের নিজেই প্রশিক্ষণ দিতেন মফিজ। কোন ট্রেনে কে 'কাজ' করবে, তাও ঠিক করে দেন অভিযুক্ত। হাতেকলমে কাজ শেখাতেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। প্রশিক্ষণের রুট ছিল, অসম থেকে ট্রেনে উঠে প্রথমে উত্তরবঙ্গে, তারপর ট্রেন বদলে শিয়ালদা পর্যন্ত। অসম থেকে কলকাতা অবধি কারবার ছিল তাঁর।

পৃথিবীর পাঠশালা

বেঙ্গালুরুর সবুজ ধূমকেতু

বেঙ্গালুরুর আকাশপ্রেমীরা চোখ কচলাচ্ছেন। সম্প্রতি রাতের আকাশে সেখানে দেখা গিয়েছে একটি সবুজ-নীল রঙের ধূমকেতু, যা আগে কেউ দেখেননি! এ যেন মহাজাগতিক এক শিল্পী অনুমতি ছাড়াই রং করে দিয়েছে আকাশটাকে। শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রিয়া রাও তাঁর ছাদ থেকে প্রথম এই ধূমকেতুর ছবি তোলেন। দীপাবলির আলোর বিপরীতে উজ্জ্বল সেই বস্তুটি মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইসরো-র অবজারভেটরি জানিয়েছে, এটি সম্ভবত উরট ক্লাউড থেকে আসা কোনও ধূমকেতুর অংশ, যা বৃহস্পতির টানে আমাদের দিকে এসেছিল এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুড়ে গিয়েছে। কোনও ঝুঁকির খবর নেই। তবে এর বর্ণালির বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে, এতে অদ্ভুত বরফ বা জৈব যৌগ থাকতে পারে। সমাজমাধ্যমে এটি নিয়ে জল্পনা ছড়াচ্ছে। কেউ বলছেন ভিনগ্রহীদের যান, কেউ বলছেন পরীক্ষার জন্য শুভ লক্ষণ!

পানামার মিনি-সিংহ বাদুড়

পানামার জঙ্গলে ঝালর-ঠোঁটওয়ালা বাদুড় যেন লোমশ পেন্ডুলামের মতো ঝুলে থাকে। আর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে ব্যাং শিকার করে! সম্প্রতি এই আবিষ্কার রাতের শিকারের ধারণাকে বদলে দিয়েছে। জানা গিয়েছে, শিকারের সময়ও বাদুড়রা কতটা কৌশলী হতে পারে।

স্মিথসোনিয়ান ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই দৃশ্য। বাদুড়রা লেজ গুটিয়ে চুপচাপ ঝুলে থাকে, তারপর শিকারকে চমকে দিয়ে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার না করে ব্যাঙের ডাক শুনেই শিকার করে। প্রধান গবেষক রাচেল পেজ বলেছেন, 'এরা যেন বনের ওপরে থাকা মিনি চিতা।' এই বাদুড়রা তাদের আকারের দ্বিগুণ শিকার করতে পারে। এটি তাদের বিবর্তনে টিকে থাকার এক কৌশল। এই আবিষ্কার বন্যপ্রাণীর অদ্ভুত জগৎকে আবার সামনে এনেছে।

চিনে কুং-ফু রেস্তোরাঁর যুদ্ধ

ওয়েটাররা তারে ঝুলে সোমারসল্ট খাচ্ছে, কুং-ফু কায়দায় খাবার পরিবেশন করছে, আর অতিথিদের 'তরুণ বীর' বলে ডাকছে! নভেম্বর ২০২৫-এর এই ভাইরাল হওয়া রেস্তোরাঁটি কেবল খাওয়ার জায়গা নয়, এটি যেন এক সরাসরি মার্শাল আর্ট উপন্যাস, যেখানে হাসি-তামাশা আর অ্যাক্রোব্যাটিক্সের মিশ্রণ।

চেংডু-র 'হিরো'স ফিস্ট' রেস্তোরাঁর কর্মীরা যেন সিনেমার স্টাইলে টেবিলে লাফিয়ে পড়ছেন, তলোয়ারের ভঙ্গিতে চপস্টিক ব্যবহার করছেন। গ্রাহকরা কিউআর কোড স্ক্যান করে নানা চ্যালেঞ্জ জিতে ছাড় পান। মালিক লি ওয়েই বলেছেন, 'খাবার হল নায়ক, তবে এই দর্শনীয়তা মানুষকে টানে।' সমালোচকরা এটিকে বাড়াবাড়ি বললেও ভক্তরা বলছেন, এটা যেন অ্যালগরিদমের যুগে এক দারুণ বিনোদন। যাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন এবং খেতে খেতে অ্যাকশন দেখতে চান, তাদের জন্য এই রেস্তোরাঁ এক্কেবারে খাপে-খাপ!

কোহিনুর নিয়ে দিদিমার খোঁচা

কেরলের এক দাপুটে দিদিমা ঐতিহাসিক দুর্গে আসা ব্রিটিশ পর্যটকদের কলা হাতে নিয়ে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করছেন, 'কোহিনুর হিরে কবে ফেরত দিচ্ছেন?' এই ভিডিওটি এখন ভাইরাল, যেখানে ঔপনিবেশিক ক্ষোভের সঙ্গে মিশে আছে দিদিমার মিষ্টি হাসি। ইতিহাস শিক্ষা যে কত মজাদার হতে পারে, তারই প্রমাণ এটি।

নভেম্বরের শুরুতে কেরলের বেকল দুর্গে এই ভিডিওটি তোলা হয়। ৭২ বছরের লক্ষ্মী আম্মা দুই বিদেশি পর্যটককে দেখেন। কোনওরকম দ্বিধা না করে তিনি সরাসরি বলেন, 'ইংলিশরা আমাদের কোহিনুর, গোলমরিচ, সবকিছু লুট করেছে! হয় ফেরত দাও, নয়তো কলা কিনে যাও।' পর্যটকরা হতভম্ব হলেও হেসে জবাব দেন, 'আমরা রাজা চার্লসের সঙ্গে কথা বলব!' দিদিমার এই হালকা খোঁচা এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনায় এসেছে।

নাশকতায় ডালখোলা

প্রথম পাতার পর

এরপর আজ এখান থেকে জানিসারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।' জানিসারের এমবিবিএস পড়ার খরচ কীভাবে জোগাড় হয়েছে, সে বিষয়েও তদন্তকারী দল তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে আবুল জানান।

পরিবারের অন্য সদস্যরা জানান, জানিসার সাধারণত লুধিয়ানাতেই বাবা-মা ও দিদিকে নিয়ে থাকেন। দিদি এমএ পাশ করে সেখানকার একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। দিদির বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত করতেই জানিসার মা ও দিদিকে নিয়ে বুধবার গ্রামে এসেছিলেন। আগামী ডিসেম্বরেই দিদির বিয়ের কথা। কিন্তু তার আগেই জানিসার গ্রেপ্তার হওয়ায় পরিবার চিন্তায় পড়েছে। এদিন কোনাল গ্রামে জানিসারের বাড়িতে গেলে তাঁর মা ও দিদিকে পাওয়া যায়নি। গ্রেপ্তারের খবর শোনার পর থেকেই তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে এক আত্মীয় জানান। স্থানীয় বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলেন, 'জানিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ওঁর আত্মীয় আবুল কাশিমের কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারি। এনআইএ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিলিগুড়িতে নিয়ে গেছে বলে প্রশাসনিক মহল থেকে জানতে পেরেছি। এর বেশি কিছু জানি না।' আবুলের অবশ্য আশা, 'তদন্তকারী দল ওকে ছেড়ে দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' আপাতত ওই চিকিৎসকের পরিবার এই আশাতেই ভরসা করছে।

খুনে গ্রেপ্তার সংবাবা

বহরমপুর, ১৪ নভেম্বর : সংবাবার বিরুদ্ধে শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগ। মৃতের নাম রিতা সরকার (৪)। শুক্রবার বহরমপুরের কালীতলা থেকে অভিযুক্ত বাবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে। জয়কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা অভিযোগকারী পূজা মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি বাবনকে বিয়ে করেন। মৃতা রিতা তাঁর প্রথমপক্ষের সন্তান। বিয়ের সময় রিতাকে নিয়ে আপত্তি ছিল না বাবনের। কিন্তু বিয়ের পর থেকে তিনি রিতাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেন বলে অভিযোগ। পূজার দাবি, তিনি এদিন বাড়ি না থাকাকালীন রিতাকে বাড়ির পাশের আম বাগানে নিয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন বাবন। স্থানীয়রা বিষয়টি দেখে ফেললে পরিস্থিতি সামাল দিতে রিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে ভান করে, বাবন তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা রিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের মধ্যে গৌর মণ্ডল বলেন, 'চরম অপরাধ। দুধের শিশুকে কেউ এইভাবে মেরে ফেলতে পারে ভাবলেই শিউরে উঠছি।'

প্রশিক্ষণ

হেমতাবাদ, ১৪ নভেম্বর : এই প্রথমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকে চালু হল ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব। ১১টি স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই লিটারেসি ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন, ভোটদানে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি এসআইআর ফর্ম পূরণে সাহায্য করবে সদস্যরা। শুক্রবার হেমতাবাদ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের এসআইআর ফর্ম পূরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

নাবালিকার বিয়ে দিতে গিয়ে ধৃত ৪

বহরমপুর, ১৪ নভেম্বর : স্কুল ছাত্রীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার অপরাধে ধৃত নাবালিকার বাবা সহ ৪ জন। ধৃতদের মধ্যে নাবালিকার দিদি, পাত্র ও পাত্রের এক বন্ধুও রয়েছে। শুক্রবার এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।

ওই নাবালিকা দশম শ্রেণির পড়ুয়া। পরিবারের সদস্যরা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের আয়োজন করে। সেই খবর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মারফত প্রশাসনের কাছে যায়। এরপরই প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ের আসরে উপস্থিত হন। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় ওই ৪ জনকে। পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বহরমপুরের একটি সরকারি হোমে পাঠানো হয়েছে।

ভাতা নিয়ে ভোট দাও, নারীর

প্রথম পাতার পর

ক্ষমতায় আসার পর বিহারে নীতীশের মদ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তও দেহাতি মহিলাদের অকুণ্ঠ সমর্থন কুড়িয়েছিল। পঞ্চায়েতে ৫০ শতাংশ নারী সংরক্ষণের ভূমিকাও কম নয়। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখও মহিলারা। তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বোড়ে যে মহিলা ভোটব্যাংক তৈরির খেলায় কিস্তিমাত করেছে, গত কয়েকটি নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে। সামান্য করে হলেও ভাণ্ডারের ভাতার পরিমাণ বাড়ছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও এক দফা বাড়বে নিঃসন্দেহে। এই খেলা বিরোধীরাও বোঝে, খেলে। বিহারে মহাগঠবন্ধনের নির্বাচনি ইস্তাহারে তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মাই-বহিন যোজনায় মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। শুভেন্দু অধিকারীও কখনো-কখনো বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বেড়ে ২৫০০ টাকা হবে। স্বনির্ভরতা আর আত্মমর্যাদার নামে এই ভাতা বা অনুদান দিয়ে যে মহিলা ভোট পক্ষে আনা যায়, তা প্রমাণিত।

যে বৈপরীত্যের কথা বলছিলাম, তা হল- মহিলা ভোটার ধরতে রাজনৈতিক দলগুলির এই তৎপরতার দশ ভাগের এক ভাগও প্রার্থী বাছাইয়ের অগ্রাধিকারে নেই। বিহারে এবারের ভোটে লড়াইয়ে ছিলেন ২,৩৫৭ জন পুরুষ প্রার্থী। কিন্তু মহিলা মাত্র ২৫৮ জন। বিজেপি ও জেডিইউ দিয়েছে ১৩ জন করে মহিলা প্রার্থী। কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী মাত্র ৫, আরজেডি'র ২৩।

বাংলায় ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান ধরলে মোট প্রার্থীর ১১ শতাংশ মহিলা। তবু তৃণমূলের মহিলা অগ্রাধিকারের নীতিতে এরাজ্যে অবস্থাটা সামান্য ভালো। তার মানে? ভোটে জিততে যাঁদের দরকার, তাঁদের জনপ্রতিনিধি করায় তত গা নেই। এজন্য বিহারে যে যুক্তি প্রায় সব দলের মুখে মুখে ঘোরে, তা হল- মহিলা বলে নয়, জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করে প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে। মেয়েদের প্রতি তাচ্ছিল্যের এর চেয়ে বড় প্রতিফলন আর কী হতে পারে!

মেয়েরা পারবে না জাতীয় এই মনোভাব বাংলাতেই কি কিছু কম! নারীর ক্ষমতায়নের গালভরা কথা বলে পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষণ চালু হয়েছিল বাংলায়। বাস্তবে অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানের দায়িত্ব সামলান তাঁদের স্বামীরা। তাঁরা প্রধানের চেয়ারে বসার আস্পর্ধাও দেখান। মোদ্দা গল্পটা হল, নারীর ক্ষমতায়ন মানে কিছু অনুদান, কিছু ভাতা। জনপ্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতার ভাগ দেওয়ার বেলায় লবডঙ্কা।

নারী ভোটে জেতানোর যন্ত্র মাত্র। এই যন্ত্র হিসাবে কাজ করার জন্য মহিলাদের প্রাপ্য ভাতা বা অনুদান বা কোনও সামাজিক প্রকল্প। কিন্তু জীবিকা? পুরুষেরই কর্মসংস্থান নেই, মহিলার হবে কোত্থেকে! পুরুষরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে যাবেন। মহিলারা সংসার সামলাবেন ঘরে। সেই নারী ভাতা নেবে, বিনিময়ে শাসককে ভোট দেবে। যদিও বলতে দ্বিধা নেই, ভাতা বা অনুদানের কল্যাণে মহিলাদের আত্মমর্যাদা বোধ কিছু তৈরি হয়েছে। স্বনির্ভরতার সুযোগ তার অন্যতম কারণ।

বিহার ঘুরে আসা সাংবাদিকদের কাছে শুনলাম, সেখানে পুরুষরা আক্ষেপ করেন, নীতীশের ভাতা পেয়ে ঘরের মহিলারা আর তাঁদের কথা শোনে না। জাতপাত না মেনে ভোট দেয়। নিজেদের ইচ্ছেমতো খরচ করে। ভোটের স্বার্থে খেলার সুযোগে এটা নিশ্চয়ই নারীর সাফল্য। তবে সেই সাফল্যের ওপর ভর করে তৈরি ক্ষমতার ইমারত থেকে মহিলারা দূরেই থাকেন। একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা একজন রেখা গুপ্তা থাকা মানেই তো ক্ষমতায়নে নারীর যথার্থ অংশীদারি নয়।

বিহারের জয়ে উৎফুল্ল

প্রথম পাতার পর

বিজেপি'র এই তত্ত্বে অবশ্য আমল দিচ্ছে না বাংলার শাসকদল। তাদের যুক্তি, বিহার ও বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা। প্রধানমন্ত্রীর কথার জবাবে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'এত উত্তেজনার কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী দুঃস্বপ্ন দেখছেন। এরাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তার যোগ্য জবাব রাজ্যের মানুষ দেবে।'

রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'বিজেপি নেতারা দিবাস্বপ্ন দেখছেন। দেখতে পারেন, কিন্তু বাংলায় ভোট হয় উন্নয়ন দেখে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন। ভোটের ফলাফল নির্ভর করবে সেই প্রেক্ষিতের ওপর। নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে বাংলায় বিজেপি জিততে পারবে না।'

বাংলার মতোই আগামী বছর ভোটমুখী কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অসমের জন্য একই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিহারে বিপুল জয়ের আভাস পাওয়ার পর সকাল থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে দিল্লির বিজেপি সদর দপ্তরে। ব্যান্ড ও ঢাকের তালে শুরু হয়ে যায় উৎসবের প্রস্তুতি। দলীয় কর্মীরা খাঁটি বিহারি ঢঙে গাজা-বাজা নিয়ে নাচতে শুরু করেছিলেন।

খাবারের ব্যবস্থাতেও ছিল বিহারি স্বাদ। ছাতুর পরোটা, লিট্টি-চোখা এবং জিলিপির মতো ঐতিহ্যবাহী বিহারি পদ দিয়ে আপ্যায়নের আয়োজন ছিল। সন্ধ্যায় মোদির সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত হন বিজেপি জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'আজকের জয় বিহারের মা-বোনেদের, যারা এতদিন আরজেডি'র জঙ্গলরাজ সহ্য করেছেন।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই নির্বাচন দেশের নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনতার আস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে।' শেষে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নেতৃত্ব দিয়ে বিহারকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। জিতনরাম মাঝি, উপেন্দ্র কুশওয়াহা, চিরাগ পাসোয়ান সবাই অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছেন।'

তথ্য সহায়তা ঃ নবনীতা মণ্ডল, অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট তারা

বালুরঘাটের সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দিরের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী অদ্রিতা দাস, ১১তম জেলা তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ক্যাডেট অনূর্ধ্ব ৩৭ বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে।

বদলে গিয়েছে শৈশবের ছবি

যৌথ নয়, এখন বেশিরভাগ বাড়িতে নিউক্লিয়ার পরিবার। ফলে আগের মতো দাদা, দিদি, ভাই, বোনদের একসঙ্গে বেড়ে ওঠার চল আর তেমন নেই। যার ফলে শিশুদের শৈশবের ছবিটাও এখন অনেকটাই আলাদা। দাদু-ঠাকুমার কাছে গল্প শোনা, মাঠে খেলতে যাওয়া, দাদা-দিদিদের সঙ্গে গল্প করা এই সবকিছু যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। সেই জায়গায় এসেছে ভিডিও গেম, টিভি ও মোবাইল। নতুন প্রজন্ম বড় হচ্ছে এক ভিন্ন পরিবেশে। আলোকপাত করলেন **পঙ্কজ মহন্ত**।

দাদু-দিদার সঙ্গের বদলে মোবাইল

যৌথ পরিবারে ছোটদের বেড়ে ওঠার ধরন খানিকটা আলাদা ছিল। সেই সময় ছোটদের বেড়ে ওঠার একটা অংশজুড়ে থাকত দাদু-দিদা ও ঠাকুরদা-ঠাকুমা। কিন্তু এখন বেশিরভাগ পরিবারে শুধু বাবা-মা ও তাঁদের বাচ্চা। ফলে বাচ্চাদের জীবনে দাদু-ঠাকুমার কাছে গল্প শোনার পর্ব যেন একপ্রকার ঘুচে গিয়েছে। শিশুদের চোখের সামনে এখন মোবাইল। প্রযুক্তির হাত ধরে শিশুদের জীবনযাত্রাও বদলে গিয়েছে।

ছবিগুলি তুলেছেন মাজিদুর সরদার

পারিবারিক বন্ধন আলগা

একসময় বাড়িঘর ভরে থাকত বড়দের গল্প ও ছোটদের আবদার ও দুষ্টুমিতে। বাড়ির সকলের একে-অপরের সঙ্গে গল্প, ওঠা-বসা এসব দেখে শিশুরা বড় হত। কিন্তু এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবারা কর্মসূত্রে বাইরের কোনও শহরে থাকেন। ফলে তাঁদের সন্তানদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সেরকম যোগাযোগ তৈরি হয় না। শিশুরা সেভাবেই বড় হয়ে যাচ্ছে। নিউটাউনের বাসিন্দা অনীতা দাশগুপ্ত এবিষয়ে বলেন, 'এভাবে চলতে থাকলে সম্পর্কের বাঁধন দিন-দিন আরও আলগা হবে। শিশুদের শৈশব যেন আমরাই কেড়ে নিচ্ছি।'

খেলা নয়, প্রযুক্তিতে মন

অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, প্রযুক্তি ছোটদের শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। তবে এরফলে শিশুদের বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগাযোগ যেন ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব শিশুদের মানসিক বিকাশেও পড়ছে। বালুরঘাটের বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসক অতনু মজুমদার বলেন, 'এখনকার শিশুরা আর মাঠে খেলতে যায় না। এর প্রভাব তাদের মন ও মানসিকতায় পড়ছে। এর ফল সুদূরপ্রসারী।'

গল্পের বদলে রিল

খাওয়ানোর সময় আগে মায়েরা বাচ্চাদের গল্প বা ছড়া শোনাতেন। এখন সেই জায়গায় এসেছে মোবাইলের স্ক্রিন। সময়ের অভাব, ব্যস্ত জীবনযাত্রার তাগিদে অধিকাংশ অভিভাবক ছোটদের সামনে মোবাইলে ভিডিও চালিয়ে দেন। বেশিরভাগ মা-বাবার মতে, এভাবে মোবাইল বা টিভি চালিয়ে দিলে বাচ্চারা ঝটপট খাবার খেয়ে নেয়। তাই খাওয়ার টেবিলে গল্পের জায়গা দখল করেছে রকমারি ভিডিও ও রিল। খাদিমপুরের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষিকা মৌমিতা দাসের কথায়, 'কাজের চাপে সত্যি ছেলেকে সেভাবে সময় দেওয়া হয় না।'

খেলার মাঠের অভাব

দিন-দিন শহর যত আধুনিক হচ্ছে, খেলার মাঠ তত যেন কমে যাচ্ছে। একসময় পাড়ার মাঠগুলি ছিল ছোটদের খেলাধুলোর জায়গা। সেখানে পাড়ার বাচ্চারা মিলে বিভিন্নরকমের খেলা খেলত। এখন সেই মাঠগুলি দখল করে কোথাও গড়ে উঠছে বহুতল, কোথাও বা বাণিজ্যিক সংস্থা। ফলে শিশুরা ঘরের মধ্যে আটকে পড়েছে। তাদের শৈশব চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পরিবেশই নেই

যুগের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলাবে। তবে শৈশবের মূল উপাদান খেলাধুলো, খোলা পরিবেশ, গল্প, স্নেহ। শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য এগুলি এখনও মূল্যবান। এই উপাদানগুলি একটি শিশুর সুস্থভাবে বিকাশে সাহায্য করে।

ধৃত তরুণ

বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর : ১৪ বছর বয়সি নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ওই নাবালিকাকে নিয়ে ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ার আগেই হাওড়া স্টেশন থেকে অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাশাপাশি, নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে হোমে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার স্বামী

বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর : স্ত্রী ও কন্যাকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। বালুরঘাট শহরের নামাবঙ্গী এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ধৃতের নাম সঞ্জয় সরকার। শুক্রবার তাঁর বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী বেলা সরকারের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে তাঁর স্বামী তাঁকে ও তাঁর নাবালিকা কন্যাকে মারধর করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। প্রদীপ প্রজ্বলন ও সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ চন্দন রায় ও অন্য অধ্যাপকরা। আগামী এক বছর নানা অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান অধ্যক্ষ।

অনুমোদনহীন টোটোর রেজিস্ট্রেশন

ক্ষোভ বৈধ টোটোচালকদের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৪ নভেম্বর : অনুমোদনহীন টোটোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন মালদা শহরের বৈধ টোটোচালকরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নম্বর প্লেটহীন টোটোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে পরিবহণ দপ্তর। সমস্ত টোটো বৈধতা পেলে তার প্রভাব পড়বে রাস্তায়। বৈধ টোটোচালকদের সংগঠনের বক্তব্য, সমস্ত টোটোকে অনুমোদন দেওয়ার অর্থ শহরকে স্তব্ধ করে দেওয়া। মালদা শহরে বৈধ টোটোর সংখ্যা মাত্র ৪ হাজার হলেও রাস্তায় চলে ২০ থেকে ২৫ হাজার। রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে এখানেও বেআইনি টোটোকে পুরসভার মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় আনতে চাইছে পরিবহণ দপ্তর।

মালদা শহরে যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণগুলির মধ্যে অন্যতম মাত্রাতিরিক্ত টোটো চলাচল। দেড়শো বছরের পুরানো মালদা শহরের রাস্তা এখনও জনসংখ্যার নিরিখে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গড়ে ওঠেনি। শপিং মল আর বহুতলের আকাশ ছুঁতে চাওয়ার চেষ্টা থাকলেও, শহরের রাস্তা অনেকাংশেই ঘিঞ্জি। অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন হাজার হাজার টোটোর চলাচল। ফলে শহরের বুকে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। টোটো-যন্ত্রণা থেকে শহরবাসীকে রেহাই দিতে গতবছর উদ্যোগী হয়েছিল মালদা জেলা প্রশাসন। পুরসভা, ট্রাফিক পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তর একযোগে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়, গ্রামাঞ্চলের টোটো শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শহরে প্রবেশের ৬টি পয়েন্টে নাকা চেকিং বসানো হয়। নম্বর প্লেটহীন টোটোগুলিকে জরিমানার পাশাপাশি নতুন করে টোটোর অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবহণ দপ্তর। কিন্তু বছর না ঘুরতেই অনুমোদনহীন টোটোকে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। ফলে শহরের অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই শহরবাসীর মধ্যে।

টোটোর দাপটে নাজেহাল শহরবাসী। -সংবাদচিত্র

শহরবাসীর মতো উদ্বেগ প্রকাশ করে টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক মুকুল কর্মকার বলছেন, 'হাইকোর্টের রায় রয়েছে কোনও অনুমোদনহীন ই-রিকশা রাস্তায় চলবে না। অথচ অবৈধ টোটোগুলিকে ৬ মাস এবং দেড় বছরের জন্য নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বৈধ টোটো যাঁদের রয়েছে, তাঁদের রোজগার কমে যাবে।' মালদা জেলা ই-রিকশা ড্রাইভার্স অ্যান্ড অপারেটর্স ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি মিন্টু চৌধুরী বলেন, 'কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে টোটোগুলিকে ধরে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হল, এখন সেই টোটোগুলিকেই রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।' ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, 'পুরসভা কাউকে রেজিস্ট্রেশন দিতে পারে না। রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে পরিবহণ দপ্তর। পুরসভা শিবির করে সহযোগিতা করছে মাত্র।'

> কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে টোটোগুলিকে ধরে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হল, এখন সেই টোটোগুলিকেই রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।
>
> **মিন্টু চৌধুরী** *কার্যনির্বাহী সভাপতি মালদা জেলা ই-রিকশা ড্রাইভার্স অ্যান্ড অপারেটর্স ইউনিয়ন*

ভোটার তালিকা টাঙানোর উদ্যোগ সিপিএমের

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : সামনের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসআইআর-এর আবহে জনসংযোগের জন্য সিপিএম অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে। মানুষের সুবিধার জন্য রায়গঞ্জের বিভিন্ন বুথে সিপিএমের তরফে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা টাঙানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শহরের বীরনগর, শক্তিনগর, রমেন্দ্রপল্লি, বন্দর এলাকার রাস্তার পাশের দেওয়ালে ২০০২ সালের বুথভিত্তিক তালিকা টাঙানো হয়েছে। এই তালিকার নীচে লেখা, '২০০২ সালের ভোটার লিস্ট, অংশ নং-(বুথের অংশ নম্বর), সিপিএম।'

সিপিএমের এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে এলাকার বাসিন্দারা বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। রানা দাস বীরনগর এলাকার বাসিন্দা। সিপিএমের এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি ইন্টারনেটের বিষয়ে খুব একটা সড়োগড়ো নই। তাই ইন্টারনেট থেকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা বের করতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। পাড়ার মোড়ের মাথায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকা টাঙানোর ফলে আমি ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি।'

এলাকার বিএলও এবং বিএলএ-দের কাছে তালিকা থাকলেও মানুষের সুবিধার কথা ভেবেই বিভিন্ন বুথে তাড়াতাড়ি ২০০২ সালের ভোটার তালিকা টাঙানো যায়।'

সিপিএমের এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'আমাদের দলের বিএলএ-দের কাছেও ২০০২ সালের তালিকা আছে। কেউ চাইলে আমাদের দলের বিএলএ-র কাছ থেকেও তালিকা দেখতে পারেন। তবে বিভিন্ন পাড়ায় সিপিএমের পক্ষ থেকে যেভাবে পার্টভিত্তিক ভোটার তালিকা টাঙানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।'

> অনেক মানুষ আছেন যাঁরা দলীয় কার্যালয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তাঁদের সুবিধার্থে এই তালিকা টাঙানো হয়েছে।
>
> **তীর্থ দাস** *সম্পাদক রায়গঞ্জ শহর এরিয়া কমিটি*

ফুটপাথ দখলে জেরবার

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৪ নভেম্বর : শহরের প্রধান সড়কগুলির পাশে অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে এখন কার্যত দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় পুরাতন মালদার। বিশেষ করে বুলবুলি মোড়, চৌরঙ্গি মোড়ের মতো শহরের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলগুলিতে অগণিত বাইক ও গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত পার্কিং ভয়াবহ আকার নিয়েছে। রাস্তার বড় অংশ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ পার্কিংয়ের দখলে চলে যাওয়ায় এখন, শহরবাসীর স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

অন্যদিকে, গোদের উপর বিষফোড়ার মতো চলছে লাগাতার ফুটপাথ দখল। যার ফলে সাধারণ পথচারীদের জন্য পরিস্থিতি আরও জটিল। পুরাতন মালদা শহরজুড়ে এখন দেখা যায়, ফুটপাথের প্রায় পুরোটাই ঠ্যালাগাড়ি, অস্থায়ী দোকানের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই পথচারীরা গাড়িঘোড়ার কোলাহলের মধ্যে দিয়েই রাস্তায় নেমে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন। মঙ্গলবাড়ির বাসিন্দা অতুলচন্দ্র ঘোষ এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাস্তায় হেঁটে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের নজরদারি চললে কিছুদিন সব ঠিকঠাক থাকে, আবার নজরদারি শিথিল হলেই পরিস্থিতি যা ছিল, তাই হয়ে যায়।'

পুরাতন মালদা শহরের চৌরঙ্গি মোড়ে অবৈধ পার্কিং।

অসীম ঘোষ নামে শহরের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা কখনোই রাস্তাজুড়ে অবৈধ পার্কিংয়ের সমর্থন করি না। এছাড়া যে দোকানদাররা ফুটপাথ দখল করে অস্থায়ী দোকান করছেন, তাঁরাও অন্যায় করছেন।' যদিও ট্রাফিক ও পুলিশকর্মীদের দাবি, অবৈধ পার্কিং নিয়ে তারা নিয়মিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং নিয়ম ভাঙলে স্পট ফাইনও করছে। পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, 'কোথাও অবৈধ পার্কিং হলে, পুলিশ প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। সমস্যা সমাধানে পুরসভা সবসময়ই বদ্ধপরিকর।'

বৃন্দাবনী ময়দানে মালদা উৎসবের সূচনা

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার শীতের সন্ধ্যায় সমবেত সংগীতের মধ্যে দিয়ে শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল তিনদিনব্যাপী মালদা উৎসবের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মালদা জেলার সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির উদ্যোগে বিগত কয়েক বছর ধরে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য জেলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা। মালদা জেলা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসের কথায়, 'জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকে এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, জেলার যাঁরা বিভিন্ন শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের এই উৎসবে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে হস্তশিল্প এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী হচ্ছে। এই সমস্ত নিয়েই মালদা উৎসব।'

প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার পর্যন্ত চলবে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে মালদা জেলার খুদে থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক শিল্পীদের পাশাপাশি বহিরাগত শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করবেন। মালদা উৎসবে জেলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে মালদার বিখ্যাত গম্ভীরা, যাত্রাপালা, ডোমনিকে তুলে ধরা হচ্ছে।

সমবেত সংগীত দিয়ে মালদা উৎসব শুরু। শুক্রবার।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিদিন এখানে এক মিলনমেলার আসর বসে। মহিলারা তাঁদের হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর পসরা নিয়ে বসেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকে এখানে আসেন এই সমস্ত সামগ্রী কেনার জন্য। বিক্রেতা সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শীতের মরশুম শুরু মানেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসব ও বিয়েবাড়ি। তাই এই মালদা উৎসবে বহু মানুষ আসেন আমাদের কাছ থেকে এই সমস্ত প্রসাধনী সামগ্রী কেনার জন্য। বিক্রি ভালো হয়। গত দুই বছর ধরে আমি এখানে বিক্রি করছি।'

মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের অনেকে রয়েছেন যাঁরা দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করছেন। তাঁদেরকেও এই মেলার মধ্যে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সংরক্ষণকারীরা এখানে তাঁদের দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী করেছেন। যেগুলি দেখতেও মানুষ ভিড় করছেন। এছাড়াও রয়েছে মহিলা স্বয়ংভর গোষ্ঠীদের খাবারের দোকান। শিশুদের বিনোদনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খেলার সামগ্রী। এই মালদা উৎসব এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে মালদা শহরে। এখনও জাঁকিয়ে শীত শুরু হয়নি। হালকা শীতের আমেজে মানুষ সন্ধ্যা থেকেই ভিড় করছেন মালদা উৎসবে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার পাশাপাশি হস্তশিল্পীদের দোকানে ভিড় করছেন। মেলায় দোকান দেওয়া ইন্দু সাহা বলেন, 'তিন বছর ধরে মালদা উৎসবের দোকান করছি। প্রচুর মানুষ আসেন, ভালো ভিড় হয়। সকলের মধ্যে এই উৎসব ঘিরে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।'

> জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকে এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, জেলার যাঁরা বিভিন্ন শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের এই উৎসবে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে হস্তশিল্প এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী হচ্ছে। এই সমস্ত নিয়েই মালদা উৎসব।
>
> **প্রসেনজিৎ দাস** *সভাপতি মালদা জেলা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটি*

রংদার

রিক্তসিক্ত

হেমন্ত শেষে হলদে-সবুজ ধানখেতের ম্যাজিক-রং প্রতিদিনই একটু একটু করে বদলাচ্ছে। তার আগমনী স্পর্শও এখন স্পষ্ট। নবজীবনের মতোই স্মৃতিমিশ্র এই ঋতু কখনও চিরবিদায়ের প্রতীকও। তবে নগরায়ণ ও দূষণের চাপে শীতও আজ যেন নিজস্ব ছন্দ হারাতে বসেছে।

প্রচ্ছদ কাহিনী **সুতপা সাহা, সৌগত ভট্টাচার্য ও শ্রীপর্ণা মিত্র**
ছোটগল্প **সম্পা পাল**
ট্রাভেল ব্লগ **রুমি বাগচী**
কবিতা **মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, গৌতম বাড়ই, মলয় চক্রবর্তী, সুনীতা দত্ত, আশিস চক্রবর্তী, বনশ্রী ঘোষ ও মনোজ চক্রবর্তী**

রূপে গুণে বিশ্বসেরা ১০

সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস, চুম্বকীয় আকর্ষণ। টাইমলাইন থেকে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, রেড কার্পেট থেকে বিশ্বজোড়া কোটি কোটি মানুষের হৃদয়। অভিনেত্রী, মডেল, গায়িকা—বিশ্বের সেরা ১০ নারীর কথা নন্দিনীর পাতায়।

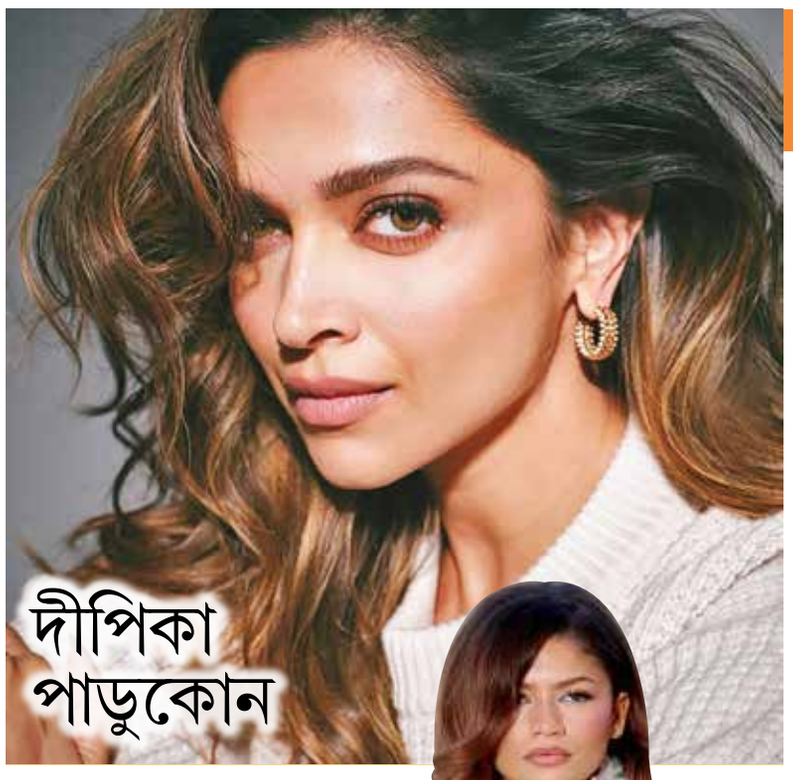

দীপিকা পাড়ুকোন

দেশ ছাড়িয়ে দীপিকা পাড়ুকোন এখন আন্তর্জাতিক। অভিনয়ের বাইরেও তিনি বিকশিত, প্রসারিত। নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে পাশ্চাত্যেও তিনি এখন পরিচিত নাম। মা হওয়ার পর বিরতি নিয়েছিলেন কয়েক মাস। কাজে ফিরেছেন এখন। ইতিমধ্যে পেশাগত কারণে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। পাত্তা দেননি। সব সময় থেকেছেন গুগল সহ সোশ্যাল মিডিয়ার সার্চিং সেনসেশনে। বিশ্বজোড়া ভক্তদের কথায়, দীপিকা সত্যিই অনন্যা।

জেন্ডায়া

তিনি শুধু বাইরেই সুন্দর নন, অন্তর থেকে সুন্দর। মার্জিত ও আধুনিকতার প্রতীক। রেড কার্পেট হোক বা স্ট্রিট ফ্যাশন, স্পাইডারম্যানখ্যাত এই অভিনেত্রীর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। লালগালিচার ফ্যাশন আইকন হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছেন নতুন নতুন রূপে। কাজের মাধ্যমেই জয় করে নিয়েছেন ভক্তদের মন।

মার্গট রবি

অভিনেত্রী মার্গট রবি। ২০২৩ সালের ফ্যান্টাসি-কমেডিভিত্তিক ছবি ‘বার্বি’তে অভিনয় করে আলোচনার কেন্দ্রে। তাঁর নীল চোখ, নিখুঁত হাসি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্টাইলিশ উপস্থাপনা—এসব বৈশিষ্ট্যই তাঁকে আলাদা করেছে অন্যদের থেকে।

গিগি হাদিদ

সুপারমডেল, মা ও ফ্যাশন আইকন—সব পরিচয়েই উজ্জ্বল গিগি হাদিদ। রানওয়ে লুক হোক বা সাধারণ জীবনযাত্রায় সরল উপস্থিতি। গিগির সহজাত স্টাইল সবসময় আলোচনায় থাকে। ফিটনেস, উজ্জ্বল ত্বক ও আত্মবিশ্বাসের কারণেই ভক্তদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার প্রতীক।

দিশা পাটানি

ভারতীয় অভিনেত্রী। সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও স্টাইলের কারণে ইন্টারনেট দুনিয়ার আলোচনায় থাকেন সব সময়। দিশার আত্মবিশ্বাস, উজ্জ্বল উপস্থিতি ও সহজ-সরল ভঙ্গি তাঁকে তরুণদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় করেছে।

টেইলর সুইফট

গত বছর পপ তারকা টেইলর সুইফটের ২১ মাসব্যাপী ‘ইরাস ট্যুর’ শেষ হয়েছে। তাঁর এই ট্যুর বা কনসার্টকে বিশ্বসংগীতের ইতিহাসে বৃহত্তম কনসার্ট বলে তকমা দেওয়া হয়। সম্প্রতি তাঁর ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অফ আ শো গার্ল’ আলোর মুখ দেখেছে।

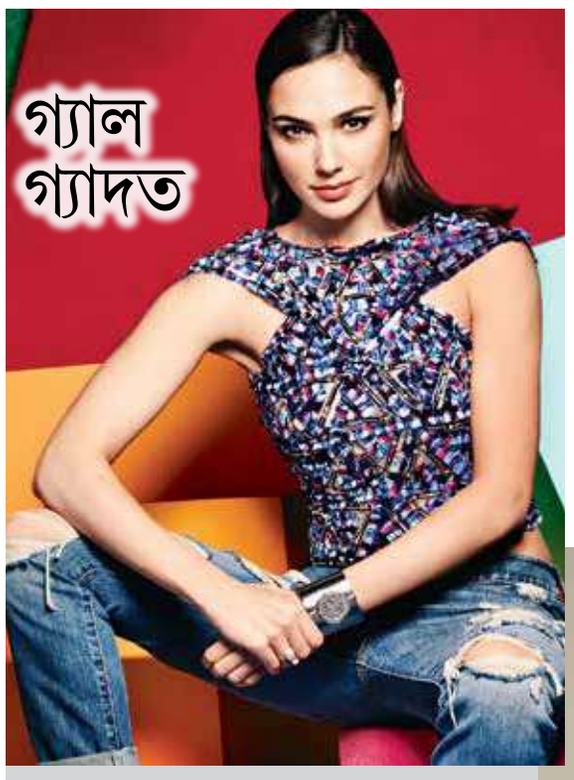

গ্যাল গ্যাদত

তখন তিনি ১৮। সেই বয়সেই মিস ইজরায়েলের মুকুট পরেছিলেন। কাজ করেছেন সে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও। এখন তিনি হলিউডের শক্তিশালী অভিনয় শিল্পী—গ্যাল গ্যাদত। ‘ওয়ান্ডার উওম্যান’ হিসেবেই বিশ্বজোড়া পরিচিতি তাঁর।

সব সময় চেয়েছেন একজন স্বাধীন, শক্তিশালী নারী চরিত্রে অভিনয় করতে। একদিকে দৃঢ়, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী; অন্যদিকে কোমল, মার্জিত ভঙ্গি আর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা তাঁকে করে তুলেছে সবার কাছে আরও প্রিয়। যদিও ইজরায়েলের পক্ষে কথা বলার কারণে জড়িয়েছেন বিতর্কেও।

আনা দে আরমস

কিউবান-স্প্যানিশ এই তারকা ‘নাইভস আউট’ আর ‘মেরিলিন মনরো’ চরিত্রে অভিনয়ের পর পেয়েছেন বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা। কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল অভিনেত্রী আনা দে আরমাসের সঙ্গে প্রেম করছেন টম ক্রুজ। কিন্তু নয় মাসের সম্পর্কের পর তাঁরা পৃথক হয়েছেন। কোমল বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক আভিজাত্যের কারণে অনেকেই তাঁকে খোঁজেন নেট দুনিয়ায়। তিনি এ কারণে অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবেই আছেন অনলাইন ও অফলাইনে।

স্কারলেট জোহানসন

হলিউড তারকা স্কারলেট জোহানসন পা দিয়েছেন ৪০ বছরে। কিন্তু তারপরও তিনি যেন চিরন্তন ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য। গভীর কণ্ঠস্বর, পরিপূর্ণ ঠোঁট ও প্রাকৃতিক গঠন—সব মিলিয়ে স্কারলেটের আবেদন শতাব্দীকাল ধরে অম্লান। লালগালিচা হোক বা সিনেমার পর্দা—তাঁর স্বাভাবিক উপস্থিতি ও অভিনয়শৈলী সব সময়ই মুগ্ধ করেছে ভক্তদের।

এমিলি রাতাজকাওস্কি

মডেল, অভিনেত্রী ও লেখিকা এমিলি রাতাজকাওস্কি। পরিচিত তাঁর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের কারণে। তিনি নিজের যৌনতা ও ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন। কোনও ভয়-ভীতি ছাড়াই। ফ্যাশন শো, সিনেমা বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তাঁর দৃঢ়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও শরীরী আকর্ষণে।

তারুণ্য চুইয়ে পড়ুক বসার ঘরে

মনের অন্তর থেকে ঘরের অন্দর— উজ্জ্বল হয়ে উঠুক আপনার ঘর। ভরে উঠুক তারুণ্যে। জলপাই সবুজ, টিয়ারং কিংবা লেবু রং ব্যবহার করতে পারেন। দেয়াল, সোফা, কুশনকভার প্রভৃতিতে এই ধরনের প্রাণবন্ত রং অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন।

ঘরের সবচেয়ে বড় দেয়ালটিকে মাথায় রাখুন। সেখানেই হোক বসার আয়োজন। তাহলে বেশি মানুষ বসার সুযোগ পাবেন। আয়েস করে হেলান দিয়ে বসার মতো সোফা পাতুন। সোফার কোণ বরাবর একটা ডিভানও রাখতে পারেন। সোফা কাম বেড রাখতে পারেন।

উষ্ণ রঙের আলো বেছে নিন। যখন টেলিভিশন চালানো হবে, সে সময়ে জ্বালানোর জন্য টেলিভিশনের উলটো দিকে আলোর ব্যবস্থা রাখুন। টেলিভিশন দেখার সময় টেলিভিশনের দিকের দেয়ালের আলো জ্বালানো হলে চোখে আলো লাগবে। অন্দরের নানা জায়গায় রাখতে পারেন সতেজ গাছ।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যাতে বজায় থাকে, সেদিকে খেয়াল রেখে কাচের পার্টিশন দিতে পারেন। প্রয়োজনমতো ঠেলে বা টেনে সরিয়ে নিতে পারবেন। সাদামাটা সাউন্ড সিস্টেমের চেয়ে তরুণদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় আরজিবি (রেড, গ্রিন, ব্লু) সাউন্ড সিস্টেম।

টুকটাকে বাজিমাত

ফ্রিজে গন্ধ?
ফ্রিজে একটি পাতিলেবু টুকরো টুকরো করে কেটে রেখে দিন। দেখবেন ফ্রিজের ভেতরে কোনও গন্ধ নেই।

দুধ উথলে পড়ে?
পাত্রের কানায় সামান্য মাখন বা গ্লিসারিন লাগিয়ে দিলে দুধ উথলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

সবজিতে হাত কালো?
কিছু কিছু সবজি কাটলে হাতে কালচে দাগ হয়, তাই সেই সবজি কাটার আগে হাতে সরষের তেল মাখলে কালচে দাগ আর হবে না অথবা ভিনিগার কিংবা লেবুর রসে লবণ মিশিয়ে আঙুলে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে নিলেও দাগ উঠে যায়।

চায়ের কাপে বাদামি রং?
চায়ের কাপে লেগে থাকা বাদামি রংয়ের দাগ লবণ দিয়ে ঘষলে উঠে যায়।

মশামাছির উৎপাত?
জলে সামান্য কেরোসিন তেল মিশিয়ে রান্নাঘর মুছলে মাশামাছি ও পিঁপড়ের উৎপাত কমবে।

বাড়তি মশলায় তেল
বাড়তি বাটা মশলা সামান্য তেল ও লবণ মাখিয়ে রেখে দিলে কয়েকদিন পরও ব্যবহার করা যায়।

কর্পূরে যাবে ছারপোকা
কর্পূর ছিটিয়ে দিলে ছারপোকা কমবে।

বুমরাহর পাঁচে প্যাঁচে বাভুমারা

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৫৯ ভারত-৩৭/১
(প্রথম দিনের শেষে)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : আশা করি একমাত্র টস জয়টা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পাব!

ইডেন গার্ডেন্সে টসে হারার পর কথাগুলি বলছিলেন শুভমান গিল। অধিনায়ক হিসেবে অষ্টম ম্যাচে সপ্তমবার কয়েন যুদ্ধে হার। যদিও টস-আক্ষেপ ছাপিয়ে টিমের ওপর ভরসা। টস-ফ্যাক্টর উড়িয়ে এখন থেকেই ডব্লিউটিসি ফাইনালের টিকিট পাওয়ার আত্মবিশ্বাস!

জসপ্রীত বুমরাহর আগুনে বোলিংয়ে ইডেন দ্বৈরথের প্রথম দিনে সেই বিশ্বাসের ঝলক। ৭-৪-৯-২, দুরন্ত প্রথম স্পেলেই রিংটোন সেট। বাকি দিনে যে ঝাঁঝ বজায় রেখে পাঁচ শিকার জসসির। দোসরের ভূমিকায় কুলদীপ যাদব। পেস-স্পিনের যে সাঁড়াশি আক্রমণে দিনভর হাঁসফাঁস হাল প্রোটিয়া ব্রিগেডের। ৫৫ ওভারেই ১৫৯ রানে গুটিয়ে যাওয়া।

'ফ্রিডম' সিরিজে প্রথম বল পড়ার আগেই অবশ্য চমক গৌতম গম্ভীরের। দলে চার স্পিনার! রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে কুলদীপ। শেষবার এমনটা হয়েছিল ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে (২০১২, নাগপুর)। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, প্রজ্ঞান ওঝা, পীযূষ চাওলা, জাদেজা। দ্বিতীয় ইনিংসে পার্টটাইম স্পিনার হিসেবে বল ঘোরান স্বয়ং গম্ভীরও!

শুক্রবার সেই গম্ভীরের হাত ধরে ফের চার স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি। সঙ্গে ৯৩ বছরের টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার দলে ৬ জন বাঁহাতি ব্যাটারও! তিন নম্বরে বি সাই সুদর্শনকে বসিয়ে সুন্দর! নজির, চমক ছাপিয়ে বুমরাহর ইডেন শো। ইংল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্ট বাদ দিলে অনেকটাই প্লান। ঘরের মাঠে গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজও প্রত্যাশা মেটেনি।

টেম্বা বাভুমাকে ফিরিয়ে লাফ কুলদীপ যাদবের। ছবি : ডি মণ্ডল

চাপ তৈরি হচ্ছিল। উঠছিল নানা প্রশ্ন। 'এখন তো টেলএন্ডারদের উইকেট নেয়', এমন তীর্যক মন্তব্যও বাকি ছিল না। এদিন যা ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ক্লাবহাউস প্রান্ত থেকে তিন স্পেলে (৭-৪-৯-২, ৫-০-১৪-১ ও ২-১-৪-২) টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের ব্যাটিংয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন। পুরস্কারস্বরূপ, ম্যাচের প্রথম দিনেই ১৬ নম্বর ৫ শিকার। শুরুটা ওপেনিং জুটিতে (৫৭) ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে ওঠা রায়ান রিকেলটন (২৩), আইডেন মার্করামকে (৩১) সাজঘরের রাস্তা দেখিয়ে। রিকেলটন লাইন মিস করে লেগবিফোর।

মার্করাম আউট 'আনপ্লেয়বল' ডেলিভারিতে। ২৩তম বলে রানের খাতা খোলার পর টপগিয়ারে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন মার্করাম। কিন্তু গুডলেংথ থেকে ওঠা বাড়তি বাউন্স থেকে ব্যাট সরাতে পারেননি। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন ঋষভ পন্থ। কুলদীপের শিকার অধিনায়ক বাভুমা (৩)।

৫৭/০ থেকে ৩৩ বলের মধ্যে ৭১/৩। যে ভাঙন আর রোধ করতে পারেননি শুকরি কনরাডের ছাত্ররা। লাঞ্চে ১০৫/৩। লাঞ্চের পরও বজায় কুলদীপের স্পিন-জাল। শেষ টেস্টে ৮ উইকেট নেওয়ার পরও খেলা নিয়ে সংশয় ছিল! জবাব দিলেন ইডেনের বাইশ গজে। রিভার্স সুইপে কুলদীপের লাইন-লেংথ ভোঁতা করতে গিয়ে উইকেট খোয়ান উইয়ান মুল্ডার (২৪)।

ধ্রুব জুরেল আর কিছুটা তৎপর হলে কাইল ভেরেইনির উইকেটও কুলদীপ পেয়ে যেতেন। হাতের নাগালে ক্যাচ পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি। শেষপর্যন্ত ভেরেইনিকে (১৬) ফেরান মহম্মদ সিরাজ। কয়েক বল বাদে রিভার্স সুইংয়ে মার্কো জানসেনের উইকেট ছিটকে দিয়ে 'সিউউ সেলিব্রেশন'-এ উত্তাপ বাড়িয়ে দেন ৩৫-৪০ হাজার দর্শকের গ্যালারির। অক্ষরের ঝোলায় কাগিসো রাবাদার (পাঁজরের চোটে ছিটকে যান ইডেন টেস্ট থেকে) দলে আসা করবিন বশ (৩)।

> আনইভেন বাউন্স। বল লাফাচ্ছে, কোনওটা আবার নীচু। ভারতীয় ব্যাটারদের কাজ সহজ হবে না। আর চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করবে ভারত, যেখানে ১৫০ তাড়া করাও কঠিন।
>
> **অ্যাশওয়েল প্রিন্স**
> দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচ

প্রতিপক্ষকে ১৫৪/৮ করে স্বস্তির চায়ে চুমুক। চায়ের পর ১৫৯ রানে গুটিয়ে দিয়ে ষোলোকলা পূর্ণ বুমরাহর। নন্দনকাননে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে ৫ শিকারে স্মারক বল নিয়ে ফেরা। বুমরাহর কথায়, ধৈর্য, পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের সুফল। জবাবে দিনের শেষে ভারত ৩৭/১। জানসেনের বল কানায় লাগিয়ে উইকেটে টেনে আনে যশস্বী জয়সওয়াল (১২)।

প্রবেশ সুন্দরের। চেতেশ্বর পূজারার 'বিদায়ের' পর তিন নম্বরে ষষ্ঠ ব্যাটার! ৩৮ বল খেলে দিনের শেষে অপরাজিত ৬। শনিবার ফের নামবেন থিংকট্যাংকের ভাবনার মর্যাদা রাখতে। সঙ্গী লোকেশ রাহুল খেলছেন ১৩ রানে। হাতে ৯ উইকেট। ব্যবধান আর ১২২। প্রোটিয়া শিবির যদিও হাল ছাড়তে নারাজ।

ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্সের কথায়, আনইভেন বাউন্স। বল লাফাচ্ছে, কোনওটা আবার নীচু। ভারতীয় ব্যাটারদের কাজ সহজ হবে না। আর চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করবে ভারত, যেখানে ১৫০ তাড়া করাও কঠিন। প্রিন্সের বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে প্রোটিয়া বোলাররা ভারতের দাপটে ব্রেক লাগাতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মাঠ ছাড়ছেন জসপ্রীত বুমরাহ। ছবি : ডি মণ্ডল

বুমবুম অসাধারণ প্রশংসায় সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : শীতের আগমনী বার্তায় কলকাতা তখন জাগছে। দৈনন্দিন জীবন শুরু হচ্ছে।

এমন সময় সকাল আটটার সামান্য পরে তিনি হাজির হলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে ঢুকেই যাবতীয় ব্যবস্থাপনার খোঁজ নিলেন। বুঝে নিলেন, ছয় বছর পর ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট প্রত্যাবর্তনের মঞ্চটা একশো শতাংশ তৈরি কি না।

অবাক নন চার স্পিনারে

মঞ্চ তৈরিই ছিল। কুশীলবরা হাজির হওয়ার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল তাঁর 'ঐতিহ্য' মেনে টস হারালেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটিংয়ের শুরুটা হয়েছিল আগ্রাসনে ভরা। আইডেন মার্করাম ও রায়ান রিকেলটন শুরুতেই দলের রানের জোরে বোলারের প্রশংসা করে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ইডেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলা চলার মাঝে বলছিলেন, 'বুমরাহ অসাধারণ। যে বোলারের স্কিল ও দক্ষতা বিশ্বমানের হয়, সেই বোলার সব পিচেই সফল হয়। বুমরাহকে নিয়ে নতুন করে খুব বেশি বলার নেই আর। বুমরাহ অন্য পর্যায়ের জোরে বোলার।

টেস্টে ভারতের হয়ে সর্বাধিক ৫ উইকেট (এক ইনিংসে)

৫ উইকেটের সংখ্যা	বোলার	টেস্ট
৩৭	রবিচন্দ্রন অশ্বীন	১০৬
৩৫	অনিল কুম্বলে	১৩২
২৫	হরভজন সিং	১০৩
২৩	কপিল দেব	১৩১
১৬	জসপ্রীত বুমরাহ	৫১

ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম দিনের খেলা দেখলেন সস্ত্রীক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

> বুমরাহ অসাধারণ। যে বোলারের স্কিল ও দক্ষতা বিশ্বমানের হয়, সেই বোলার সব পিচেই সফল হয়। বুমরাহকে নিয়ে নতুন করে খুব বেশি বলার নেই আর। বুমরাহ অন্য পর্যায়ের জোরে বোলার।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে বুমরাহ ধাক্কা শুরুর আগে ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে। ১৩ বছর পর কোনও টেস্টে চার স্পিনারে খেলছে শুভমান গিলের ভারত। ২০১২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাগপুরে শেষবার এমন কাণ্ড করেছিল টিম ইন্ডিয়া। রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, প্রজ্ঞান ওঝা ও পীযূষ চাওলারা খেলেছিলেন একসঙ্গে। সেই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরও স্পিনার হিসেবে দুই ওভার বল করেছিলেন। এমন পরিসংখ্যানের কথা শুনে হেসে ফেললেন সৌরভ।

সিএবি সভাপতি বলে দিলেন, 'চার স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। মনে রাখতে হবে, চার স্পিনারের মধ্যে জনা দুয়েক অলরাউন্ডারও রয়েছে। তবে হ্যাঁ, চার স্পিনারের সিদ্ধান্তে আমি অন্তত অবাক নই একেবারেই।' চার স্পিনার খেলাতে গিয়ে বি সাই সুদর্শনকে বাদ দিতে হয়েছে। তিন নম্বরে ব্যাটিং করলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সৌরভ বলছেন, 'ওয়াসি কেমন করে, সেটাই দেখার।'

ছয় বছর আগে যখন শেষবার ইডেনে টেস্ট হয়েছিল, তখন মহারাজ ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি। এখন তিনি বাংলা ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষপদে। মাঝের সময়ে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে ক্রিকেটে। করোনার দাপট দেখে ফেলেছে দুনিয়া। পাল্লা দিয়ে দেশের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কমেছে। মাঠে দর্শক হাজিরার সংখ্যাও কমেছে। চলতি ইডেন টেস্ট দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে, দেশের বাকি অংশের সঙ্গে কলকাতায় টেস্ট ম্যাচের আসরকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

আজ বাংলা অনুশীলনে সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্সে পাঁচ উইকেট নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ যেদিন টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দিলেন। ঠিক সেদিন সন্ধ্যাতেই কলকাতায় পা রাখলেন মহম্মদ সামি।

রবিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির পাঁচ নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। তার আগে আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছে শনিবার সকালে কল্যাণী যাচ্ছেন সামি। আগামীকাল সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর অনুশীলন করারও কথা। সামি কল্যাণী পৌঁছানোর আগে আজই অসম ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বাংলা দল।

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠের পিচে ঘাস রয়েছে। তিন পেসারে অসম অভিযানে নামার পরিকল্পনা রয়েছে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের। তার আগে শুক্রবার সকালের অনুশীলনে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চায় ডুবে ছিলেন বাংলা অধিনায়ক। অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বেশ সাবধানি বাংলা। চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষে রয়েছে টিম বাংলা। অসম দলের হয়ে রিয়ান পরাগের খেলার কথা। রিয়ানকে নিয়ে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'অসম ভালো দল। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য এখন।'

সেমিফাইনালে লক্ষ্য

কুমামোতো, ১৪ নভেম্বর : প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে জাপানের কুমামোতো মাস্টার্সে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেলেন লক্ষ্য সেন। সিঙ্গাপুরের লো কিয়েন ইউ-কে স্ট্রেট গেমে হারালেন ভারতের তারকা শাটলার। ম্যাচের ফল লক্ষ্যর পক্ষে ২১-১৩, ২১-১৭। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিযোগিতার সপ্তম বাছাই লক্ষ্যর সামনে মাত্র ৩৯ মিনিট টিকেছিলেন জিয়া হেং। এদিন লক্ষ্যর বিরুদ্ধে কোয়ার্টারে লো কিয়েনের লড়াই স্থায়ী হল ৪০ মিনিট। সেমিফাইনালে লক্ষ্যর প্রতিপক্ষ কেন্তো নিশিমোতো।

পিচ বিতর্কে বুমরাহর ইয়র্কার

'দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঁচ সেশনে শেষ হয় টেস্ট'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : তিনি তৃপ্ত। তিনি সন্তুষ্ট।

তিনি বল হাতে বিপক্ষের উইকেট তুলে নিতে যেমন দক্ষ, তেমনই সাংবাদিক সম্মেলনে কঠিন প্রশ্নের সামনে পালটা দিতেও জানেন।

তিনি জসপ্রীত বুমরাহ। টিম ইন্ডিয়ার সেরা বোলার। ইডেন গার্ডেন্সের নয়া নায়ক। জীবনে প্রথমবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে টেস্ট খেলতে নেমেই পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছেন। আইডেন মার্করামদের রানের গতি কমিয়ে পালটা দেওয়ার কাজটাও তিনিই শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম দিনের নায়ক খেলার মাঝে টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেও সংবাদ শিরোনামে। কিন্তু এমন সব বিষয়কে থোড়াই কেয়ার করেন বুমরাহ।

ইডেন টেস্টের প্রথম ওভারেই বল নীচু হয়েছিল। আবার আচমকা লাফিয়েও উঠেছিল। এমন পিচে ধৈর্য ধরে নির্দিষ্ট লাইনে বোলিং করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বুমরাহ সেটাই করেছেন। সফলও হয়েছেন। আবার পিচ বিতর্কে প্রোটিয়াদের পালটা ইয়র্কারও দিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। বুমরাহর কথায়, 'আমরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলাম, পাঁচ সেশনে টেস্ট শেষ হয়েছিল। তাই পিচ কেমন, ভালো না খারাপ, এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ বিষয় নয়। আসল কথা হল, পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।' কেন এমন কথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বুমরাহ। টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার বলেছেন, 'ভারতের পরিবেশ একরকম। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের ছবিটা আবার আলাদা। সব জায়গার চ্যালেঞ্জটাও ভিন্ন। তাই দল হিসেবে আমাদের তৈরি থাকতে হয় কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে মাঠে নিজেদের স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগানো হবে। তার জন্য ধৈর্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

> যে ফরম্যাটে যখনই খেলি না কেন, মাঠে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই। যে বা যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের জবাব দেওয়ার কোনও দায় নেই আমার। শরীরের যত্ন নিয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই আমি।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ**

ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে মাঝেমধ্যেই পাওয়া চোট, নানা বিষয়ে বুমরাহ সবসময়ই সংবাদ শিরোনামে থাকেন। শেষ আইপিএলে তিনি চোট সারিয়ে ফিরেছিলেন। পরে ইংল্যান্ড সিরিজে বাছাই করে তিন টেস্ট খেলে পেয়েছিলেন ১৪ উইকেট। পরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে পেয়েছিলেন সাত উইকেট। ক্রিকেট সমাজের একটা বড় অংশ বুমরাহর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। আজ সেইসব সমালোচকদেরও একহাত নিলেন ভারতীয় পেসার। বলে দিলেন, 'যে ফরম্যাটে যখনই খেলি না কেন, মাঠে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই। যে বা যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের জবাব দেওয়ার কোনও দায় নেই আমার। শরীরের যত্ন নিয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই আমি।'

টেস্টের প্রথম ওভার থেকেই ইডেনে বল নীচু হওয়ার পাশে লাফিয়েছেও। প্রথম ওভারের পরই বুমরাহ বুঝে গিয়েছিলেন, এমন পিচে শৃঙ্খলার বোলিং প্রয়োজন। তিনি সেটাই করেছেন। বুমরাহর কথায়, 'উইকেটের বাউন্স অসমান থাকলেও পিচ থেকে সাহায্য ছিল। এমন পিচে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা সবসময়ই এক্স ফ্যাক্টর। আমি সেটাই করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি।'

ইডেনে প্রথমবার পাঁচ উইকেট পাওয়া। এমন সাফল্য কেরিয়ারের ঠিক কোন স্তরে রাখবেন? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র বুমরাহ বলে দিলেন, 'দেশের মাটিতে খেলা হলে বেশিরভাগ সময়ই স্পিনারদের উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পেসারদের জন্য ছোট স্পেলে যতটা সুযোগ পাওয়া যায়, সেটাই কাজে লাগাতে হয়। আমি সেভাবেই পরিকল্পনা করে চেষ্টা করি সফল হতে।'

৩ রানে আউট হয়ে ফেরার আগে টেম্বা বাভুমাকে কটাক্ষ করেন জসপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থ।

বাভুমাকে খর্বকায় মন্তব্যে বিতর্ক

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : সাফল্যের দিন। তিন স্পেলে প্রতিপক্ষকে বেলাইন করে ফেরা।

প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি স্পিডস্টার ডেল স্টেইনের। ইডেন গার্ডেন্সে উপস্থিত স্টেইনের কথায়, নিখুঁত নিশানা, ইউনিক অ্যাকশন, সঠিক পরিকল্পনার প্রতিফলন বুমরাহর বোলিংয়ে। জসপ্রীত বুমরাহ নামের মাহাত্ম্যের প্রভাবও পড়েছে প্রোটিয়া ব্যাটারদের ওপর।

সাইট স্ক্রিন নিয়ে অসন্তুষ্ট লোকেশ

সাফল্যের দিনে অবশ্য প্রশংসার সঙ্গে বিতর্কেও জড়ালেন। লেগবিফোরের দাবিতে ডিআরএস নেওয়া নিয়ে ঋষভ পন্থের সঙ্গে আলোচনার মাঝে আলটপকা মন্তব্য করে বসেন বুমরাহ। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার শরীর নিয়ে তির্যক মন্তব্য। আর তার জেরেই সমালোচনার ঝড়।

ত্রয়োদশ ওভারের ঘটনা। সবে ক্রিজে আসা বাভুমা সামলাতে পারেননি বুমরাহর এক্সপ্রেস গতিতে ঢুকে আসা বল। পিছনের পায়ে গিয়ে লাগে। বুমরাহ নিশ্চিত এলবি। আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় রিভিউ নিতে চেয়েছিলেন। যদিও ঋষভের সায় নেই। বল উইকেটের ওপর দিয়ে যাবে মনে করেছিলেন। আর এখানেই পালটা প্রতিক্রিয়ায় বাভুমার উচ্চতা কম বোঝাতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য। বুমরাহ বলে বসেন, 'ও তো বামন...'।

> **জসপ্রীত বুমরাহর বল টেম্বা বাভুমা সামলাতে পারেননি। বল পিছনের পায়ে লাগে। আম্পায়ার এলবিডব্লিউয়ের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় বুমরাহ রিভিউ নিতে চেয়েছিলেন। যদিও ঋষভের সায় ছিল না। বল উইকেটের ওপর দিয়ে যাবে মনে করেছিলেন। তখনই পালটা প্রতিক্রিয়ায় বাভুমার উচ্চতা কম বোঝাতে গিয়ে বুমরাহ বলে বসেন, 'ও তো বামন...'।**

স্টাম্প মাইক্রোফোনে যে মন্তব্য ধরা পড়ে এবং প্রকাশ্যে চলে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বুমরাহর মুণ্ডুপাত চলছে। দাবি উঠছে কড়া পদক্ষেপেরও। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে যে প্রশ্নের জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্স বলেছেন, 'এই নিয়ে আমাদের মধ্যে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। এখানে এসেই প্রথমবার শুনলাম। জানি না কী হয়েছে।'

কাগিসো রাবাদার ফিটনেস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার মিডিয়া ম্যানেজার জানান, প্রথম দিনের অনুশীলনেই পাঁজরে চোট লাগে। গতকাল স্ক্যান করানোর পর বিশ্রামের সিদ্ধান্ত। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে রাবাদার খেলা নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

এদিকে, ইডেনের সাইট স্ক্রিন নিয়ে অসন্তুষ্ট লোকেশ রাহুল। সাড়ে ৬ ফুটের দীর্ঘকায় মার্কো জানসেনকে খেলার সময় সমস্যায় পড়ছিলেন। বল বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। মাঠের আম্পায়ারকে সেই কথাও জানান ভারতীয় ওপেনার। খবর, দিনের খেলা শেষে ভারতীয় টিমের তরফে সিএবি-কে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আয়োজকদের তরফে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগামীকাল সাইট স্ক্রিনের ওপরের দিকে গ্যালারির কিছুটা অংশ সাদা চাদরে ঢেকে দেওয়া হতে পারে বলে খবর।

মেহতাব অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের গম্ভীর-পরামর্শ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : শিশু দিবসেই শুরু ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট। স্বাভাবিকভাবেই অন্য কিছু নিয়ে ভাবা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। তাই আগেই বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে গৌতম গম্ভীর ডেকে নেন মেহতাব হোসেনের অ্যাকাডেমির কিছু ছেলেকে।

নিজের শহরে নেই কিন্তু মাথায় ছিল যে শিশু দিবসের দিন থেকেই শুরু টেস্ট। সেদিনটা সম্ভব নয় বিশেষ কিছু করার। তাই কলকাতায় এসেই নিজের ম্যানেজারকে বলে দেন, কোনও অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য। তাঁর বর্তমান ম্যানেজার একটা সময় কেরালা ব্লাস্টার্সের মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে ও অন্যান্য কাজ করতেন। ওখানে লম্বা সময় খেলার সূত্রে তাঁর সঙ্গে ভালোই পরিচয় আছে মেহতাবের। তিনিই ফোন করেন বলে জানালেন প্রাক্তন মিডফিল্ড জেনারেল। মেহতাবের কথায়, 'গম্ভীরের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ও এসেই ফোন করে আমাকে মেহতাব হোসেন অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের নিয়ে গম্ভীর স্যরের সঙ্গে দেখা করতে বলে। আমার অ্যাকাডেমির বাচ্চারাই শুধু ছিল ওখানে।' সেই সময় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হলেও এদিন অবশ্য মেহতাব নিজেই এই ছবি সাধারণের সঙ্গে ভাগ করে নেন। কী কথা হল গম্ভীরের সঙ্গে, জানতে চাইলে মেহতাব বলেছেন, 'উনি বাচ্চাদের পরিশ্রম করার কথা বললেন। বলছিলেন, ফাঁকি দিয়ে কোথাও পৌঁছানো যায় না। ওর মতো ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে পাওয়া এই অমূল্য পরামর্শ আমার ছেলেদের কাজে লাগবে।' একদম ছোট যারা অর্থাৎ অনূর্ধ্ব-১০ বাচ্চারা হয়তো তেমন কিছু বোঝেনি। কিন্তু তাদের থেকে আর একটু বড়রা গম্ভীর স্যরকে পেয়ে তাঁর বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করে। যার উত্তর দেন তিনি। বাচ্চাদের খাওয়ানও গম্ভীর।

মেহতাব হোসেনের অ্যাকাডেমিতে বাচ্চাদের সঙ্গে গৌতম গম্ভীর।

> গম্ভীরের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ও এসেই ফোন করে আমাকে মেহতাব হোসেন অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের নিয়ে গম্ভীর স্যরের সঙ্গে দেখা করতে বলে। আমার অ্যাকাডেমির বাচ্চারাই শুধু ছিল ওখানে।
>
> **মেহতাব হোসেন**

মেহতাব এখন ছোটদের কোচিং করান। ভবিষ্যতে আরও ভালো করে এই পেশায় আসার ইচ্ছে আছে। তাই তিনিও কিছু শেখার সুযোগ হারাতে চাননি। মেহতাব যোগ করেছেন, 'উনি ভারতীয় দলের কোচ। বলতে গেলে বিশ্বের সেরা দলের। এরকম একটা দলের কোচের উপর সাংঘাতিক চাপ থাকে প্রতিদিন নিজেকে সেরা প্রমাণ করার। সেটা গম্ভীর আর ওর দল করে দেখাচ্ছে। তাই আমি যেহেতু পুরোপুরি কোচিংয়ে আসার কথা ভাবছি। তাই গম্ভীর স্যরের কাছে পরামর্শ চাইলাম কোচ হিসেবে। উনি অনেককিছুই বললেন। উনি বলছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে কখনও বিভেদ করো না। এক নম্বর আর দশ নম্বরকে একইরকম চোখে দেখা এবং একইভাবে শেখানো, একজন ভালো কোচের মানসিকতা হওয়াই উচিত। ওর এই কথাটা দারুণ লেগেছে আমার।'

গম্ভীর-পরামর্শে সত্যিই যদি সামান্যও সাহায্য হয়, তাহলে লাভবান হবে বাংলার ফুটবলই।

টেস্টের ‘মরা গাঙে’ জোয়ার আনল ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : আহমেদাবাদ পারে না। নয়াদিল্লি পারে না। কলকাতা পারে!

টেস্ট ক্রিকেট নাকি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে? অন্তত ভারতের মাটিতে টেস্টের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছে, এমন অভিযোগ বহু দিনের। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে নিয়মিতভাবে গ্যালারি উপচে পড়ে। হাউসফুল থাকে ম্যাচের পাঁচদিনই। কিন্তু ভারতের মাটিতে টেস্টের ছবিটা ভিন্ন।

কিছুদিন আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসেছিল ভারত সফরে। আহমেদাবাদ, নয়াদিল্লিতে ছিল টেস্ট ম্যাচ। দুই শহরেই টেস্টের সময় গ্যালারির বেশিরভাগ অংশ ছিল ফাঁকা। স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা বহু চেষ্টার পরও গ্যালারির অর্ধেকও ভর্তি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট কভার করতে হাজির হওয়া ভিনরাজ্যের সিনিয়ার সাংবাদিকদের অনেকেই বলছিলেন, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট মাঠে টেস্ট ম্যাচ কভার করা খুব বিরক্তিকর। পেল্লায় আকারের স্টেডিয়াম। খাঁখাঁ করছে গ্যালারি। লোকই থাকে না মাঠে। কারও আগ্রহই নেই।

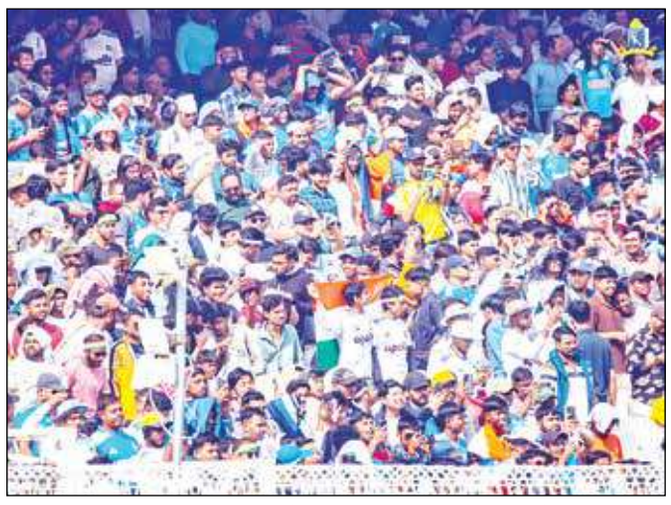

সপ্তাহের কাজের দিনে ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারি ভরিয়ে দেন সমর্থকরা।- ডি মণ্ডল

কলকাতার ছবিটা ভিন্ন। শুভমান গিল বনাম টেম্বা বাভুমাদের বাইশ গজের লড়াই আজ নিশ্চিতভাবেই ভারতের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটকে অক্সিজেন দিয়ে গেল। টেস্টের মরা গাঙে জোয়ার আনল। টসের পর সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ যখন জসপ্রীত বুমরাহ বল হাতে দৌড় শুরু করলেন, তখনই মাঠে অন্তত হাজার দশেক দর্শক। টেস্টের প্রথম ঘণ্টায় সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ২২ হাজারে। মধ্যাহ্নভোজের সময় সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ৩৫ হাজারে। বুমরাহর পাঁচে প্যাঁচে পড়ে প্রোটিয়ারা অল আউট হওয়ার পর ইডেনের দর্শকাসনের সংখ্যাটা প্রায় ৪০ হাজারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। যা দেখার পর বহু প্রাক্তন ক্রিকেটারই দাবি তুলতে শুরু করেছেন, ইডেনে নিয়মিতভাবে টেস্ট হোক।

শেষ কবে ভারতের কোনও শহরে টেস্টের প্রথম দিনের আঙিনায় ৩৫-৪০ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছে? অনেক ভাবার পরও মনে করা যাচ্ছে না। অনিল কুম্বলে ইডেন বেল বাজিয়ে খেলা শুরুর ঘোষণা করেছিলেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক নিজেও ইডেনের গ্যালারির ছবি দেখে তৃপ্ত। ঠিক তেমনই সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও দারুণ খুশি ইডেনের গ্যালারির হাজিরা দেখে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মহারাজ বলছিলেন, ‘খেলার বাকি দিনগুলিতে আরও দর্শক আসবে। হয়তো পুরো ভর্তি ইডেনের গ্যালারিও দেখতে পেতে পারি আমরা।’ কেপটাউন থেকে কলকাতায় হাজির হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার এক বাবা-ছেলে জুটির সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়েছিল ক্লাব হাউসের আপার টায়ারে। তাঁরাও অবাক ইডেন টেস্টে গ্যালারির ছবি দেখে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা এখন প্রাক্তনদের দলে। শুভমানের টিম ইন্ডিয়ায় তারকা থাকলেও তাঁদের ক্যারিশমা ‘রোকো’ জুটির মতো নয়। কিন্তু তারপরও কীসের টানে ক্রিকেটের নন্দনকাননে লাল বলের ক্রিকেট দেখতে হাজির হওয়া? দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের শুভায়ন চক্রবর্তীর সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়ে গিয়েছিল ইডেনের ক্লাব হাউসে। পরিবার নিয়ে প্রথম দিনের খেলা দেখতে সকাল থেকেই হাজির ছিলেন। বলছিলেন, ‘টেস্ট ক্রিকেটের অদ্ভুত একটা মায়া রয়েছে। ইডেনে যখনই টেস্ট হয়, তখনই হাজির থাকার চেষ্টা করি।’ এমন মায়া, আবেগ কলকাতায় রয়েছে। আহমেদাবাদে এমন কিছুর কথা ভাবাও যায় না।

টি২০-তে ভারতীয়দের দ্রুততম শতরান (বলের নিরিখে)

ব্যাটার	বল	দল	বিপক্ষ	সাল
উর্ভিল প্যাটেল	২৮	গুজরাট	ত্রিপুরা	২০২৪
অভিষেক শর্মা	২৮	পাঞ্জাব	মেঘালয়	২০২৪
ঋষভ পন্থ	৩২	দিল্লি	হিমাচল প্রদেশ	২০১৮
বৈভব সূর্যবংশী	৩২	ভারত ‘এ’	ইউএই	২০২৫

পনেরো ছক্কায় তাণ্ডব বৈভবের

দোহা, ১৪ নভেম্বর : রাইজিং স্টারদের এশিয়া কাপ খেলতে এসে সতীর্থ দুই পেসার গুরজাপনিত সিং ও যুধবীর সিং চরকের বয়স নিয়ে রসিকতায় অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল বৈভব সূর্যবংশীকে। সামাজিক মাধ্যমে সেই ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। শুক্রবার ১৪ বছরের বৈভবের সামনে অস্বস্তিতে পড়ার পালা ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বোলারদের। এমার্জিং এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ৪২ বলে ১৪৪ রান করে দেন বিহারের কিশোর। তিন অঙ্কের রানে পা রাখেন ৩২ বলে। যা টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরানের নিরিখে আছে চার নম্বরে। কুড়ির ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের তালিকাতেও বৈভবের ১৪৪ আছে চতুর্থ স্থানে। এদিন তাঁর দাপটের একটা চিত্র ধরা পড়েছে ১৫ ছক্কা ও ১১ বাউন্ডারির পরিসংখ্যানে। এদিন বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারি মিলিয়ে তাঁর সংগ্রহ ১৩৪ রান।

এমন একটা ইনিংসের পরও বৈভব কৃতিত্ব নিতে চাইলেন না। বলেছেন, ‘বাউন্ডারি ছোট ছিল। আমার ক্যাচও পড়েছে। যার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।’

দ্বিতীয় ওভারে প্রিয়াংশ আর্যকে (১০) হারায় ভারতীয় ‘এ’ দল। কিন্তু নমন ধীরকে (৩৪) সঙ্গী দ্বিতীয় উইকেটে বৈভব ১৬৩ রান যোগ করে পালটা চাপে ফেলে দেন আমিরশাহিকে। এরপর অধিনায়ক জিতেশ শর্মার ৩২ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ইনিংসে ভারত শেষ করে ২৯৭/৪ স্কোরে। পাহাড়সমান রানতাড়ায় নেমে আরব আমিরশাহি থামে ৭ উইকেটে ১৪৯ রানে। গুরজাপনিত ১৮ রানে নেন ৩ উইকেট। হর্ষ দুবের (১২/২) দখলে গিয়েছে জোড়া উইকেট। শোহেইব খান (অপরাজিত ৬১) ছাড়া আমিরশাহির তরফে কেউই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেননি। রবিবার ভারত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে।

দেশের জার্সিতে প্রথম লাল কার্ড রোনাল্ডোর

লাল কার্ড দেখার পর অঙ্গভঙ্গি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

ডাবলিন, ১৪ নভেম্বর : ম্যাচের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ‘মাঠে গুড বয় হয়ে থাকব।’

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অন্য ছবি। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর দেশ পর্তুগালও ২-০ ফলে হেরে যায়।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতলেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হয়ে যেত পর্তুগালের। কিন্তু ট্রয় প্যারোটের জোড়া গোলে পর্তুগালকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে আইরিশরা। ফলে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য শেষ ম্যাচে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে জিততে হবে পর্তুগিজদের। তবে বিশ্বকাপে গেলেও পর্তুগালের বিপদ কিন্তু শেষ হচ্ছে না। আইরিশদের বিরুদ্ধে ৬১ মিনিটে দারা ও’শিয়াকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডো। এটি তাঁর কেরিয়ারে দেশের জার্সিতে প্রথম লাল কার্ড। আশঙ্কা করা হচ্ছে, রোনাল্ডো সর্বাধিক তিন ম্যাচ নির্বাসিত থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করলেও প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বের প্রথম দুটি ম্যাচে সিআর সেভেনকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে পর্তুগালকে।

বাছাই পর্বের অপর ম্যাচে ইউক্রেনকে ৪-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে ফ্রান্স। তাদের হয়ে জোড়া গোল করেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। যার সুবাদে দেশ ও ক্লাব মিলিয়ে ৪০০ গোলের নজির স্পর্শ করেছেন তিনি। এছাড়াও ফ্রান্সের বাকি দুটি গোল করেন মিকেল ওলিসে ও হুগো একিতিকে।

আইরিশদের কাছে অপ্রত্যাশিত হার পর্তুগালের

এদিকে, মলডোভাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইতালি। আজুরিদের হয়ে গোল করেন জিয়ানলুকা মানচিনি ও পিও এসপিসোতো। এছাড়াও নরওয়ে ৪-১ গোলে এস্তোনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ খেলার দৌড়ে আরও এগিয়ে গিয়েছে। এই ম্যাচে তাদের হয়ে জোড়া গোল করেন ম্যান সিটির গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। বাকি দুই গোল আলেকজান্ডার শোরলথের। এস্তোনিয়ার গোলস্কোরার রবি সারমা।

কেকেআরের বোলিং কোচ সাউদি

সানরাইজার্স ছেড়ে লখনউয়ের পথে সামি

লখনউ ও কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি তাঁর। যদিও এবারের রনজি ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত ৩ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে শিরোনামেই রয়েছেন মহম্মদ সামি। এবার আইপিএলের ট্রেডিং উইন্ডোতেও টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসারকে সামিকে নিয়ে উন্মাদনা বাড়ছে। চলতি বছরের মেগা লিগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে সামি ৯ ম্যাচে মাত্র ৬ উইকেট পেয়েছিলেন। একাধিক রিপোর্টের মতে, সামিকে ছেড়ে দিতে চাইছে সানরাইজার্স। সুযোগ কাজে লাগিয়ে সামিকে ‘ট্রেড’ করার সিদ্ধান্ত একপ্রকার চূড়ান্ত করে ফেলেছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। ২৩ বছরের স্পিডস্টার মায়াঙ্ক যাদবকে রেখে দেওয়ার পথে এলএসজি। যদিও তারা ছেড়ে দিতে চলেছে রবি বিষ্ণোই ও ডেভিড মিলারকে।

এদিকে, ২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ডাগআউটে রদবদল চলছেই। বৃহস্পতিবার কেকেআরের সহকারী কোচ হয়েছিলেন শেন ওয়াটসন। শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার টিম সাউদিকে বোলিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করল নাইট কর্তৃপক্ষ। ২০২১-’২৩ পর্যন্ত কেকেআরে খেলেছিলেন সাউদি।

১৮ বছর পর রিকার্ভে সোনা ভারতের

ঢাকা, ১৪ নভেম্বর : ১৮ বছর পর এশিয়ান তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে রিকার্ভ ইভেন্টে সোনা জিতল ভারতের পুরুষ দল।

শুক্রবার ফাইনালে ভারতীয় দল ৫-৪ ব্যবধানে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমে ম্যাচের ফল ছিল

এশিয়ান তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপ

৪-৪। তাই ম্যাচ গড়ায় শুটঅফে। সেখানে দুই দলই ২৯ স্কোর করেছিল। কিন্তু ভারতীয় তিরন্দাজ রাহুলের নিশানা কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে লাগায় ভারতীয় দল জয়ী হয়। সেই সঙ্গে ২০১৩ সালের পর থেকে এই প্রতিযোগিতার রিকার্ভ ইভেন্টে দক্ষিণ কোরিয়া অপরাজিত ছিল।

দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সোনা জিতে অতনু দাস, যশদীপ ভোগে ও রাহুল।

কিন্তু ভারতের অতনু দাস, যশদীপ ভোগে ও রাহুলের দাপটে সেই অপরাজিত তকমা মুছে গিয়েছে।

সোনা জেতার পর ভারতীয় দলের কোচ রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘কোরিয়াকে হারিয়ে সোনা জেতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। আমরা অনেকদিন সোনা জিতিনি। অবশেষে সেটা পূরণ হয়েছে। এরপর আমাদের লক্ষ্য এশিয়ান গেমস।’

বৃহস্পতিবার ভারতের ঝুলিতে ৩টি সোনা ও ২টি রুপো এসেছিল। মহিলাদের কম্পাউন্ড ইভেন্টে দলগত বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নামরা। তবে পুরুষদের রিকার্ভে দলগত বিভাগে ভারতকে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রিকার্ভে মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জেতেন ভারতের জ্যোতি। তিনি ফাইনালে হারান সতীর্থ প্রীতিকা প্রদীপকে। কম্পাউন্ড ইভেন্টে মিক্সড টিম বিভাগে ভারত বাংলাদেশকে হারিয়ে সোনা জিতেছে।

ভলিবলে অশান্তি অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজ্য ভলিবল সংস্থার ঝামেলা অব্যাহত রয়েছে।

শুক্রবার সংস্থার সংবিধান ও নির্বাচন বিষয়ক কমিটির বৈঠকে দুই পক্ষের মধ্যে একদফা উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান প্রকাশ রায় বলেছেন, ‘এদিন বৈঠকে সচিব রথীন রায়চৌধুরী যে সংবিধানের কপি আমাদের দেখিয়েছেন তাতে কোনও সরকারি ছাপ ছিল না। তাই আমরা সংবিধানের আসল কপিটি চেয়েছি। উনি ১৫ দিনের মধ্য তা এনে দেখাবেন বলে জানিয়েছেন।’ এক সদস্য তিন-চারদিনের মধ্যে আসল কপি বার করার ঘোষণা করলে সচিব রাজি হননি।

বৈঠকের শেষলগ্নে সচিব রথীনের সঙ্গে প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড় মহামায়া চৌধুরী তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে তিনি অভিযোগ করেছেন, ‘গত মঙ্গলবার ভলিবল তাঁবুতে একদল বহিরাগত এসে আমাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সচিবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এই বিষয়ে তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু সচিব আমাদের স্পষ্ট বলে দিলেন তিনি কোনও ব্যবস্থা নেবেন না।’

সব মিলিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় উত্তপ্ত ময়দানের ভলিবল তাঁবু।

বুমরাহর পাঁচে প্যাঁচে বাভুমারা

বাভুমাকে খর্বকায় মন্তব্যে বিতর্ক

-খবর তেরোর পাতায়

আদালতের দ্বারস্থ আইএসএল ক্লাব অধিনায়করা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : মাঠে নামার কোনও রাস্তা এখনও তাঁদের দেখাতে পারেনি এআইএফএফ। ফলে মরিয়া ফুটবলাররা এবার সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হলেন।

এদিন আইএসএলের ১২ দলের অধিনায়করা সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেন বলে জানা গিয়েছে। এই পিটিশনে সই করেন শুভাশিস বসু, সন্দেশ ঝিংগান, সুনীল ছেত্রী, মিকেল জাবাকো, প্রণয় হালদার, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, কার্লোস ডেলগাদো, অ্যাড্রিয়ান লুনা, সাউল ক্রেসপো, নিখিল প্রভু, মন্দার রাও দেশাই ও অ্যালেক্স সাজি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ওডিশা এফসি-র যেহেতু এখনও দলই হয়নি, তাই তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই এই তালিকায়। তাঁদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে আদালত দ্রুত জট ছাড়ানোর চেষ্টা করে কিনা সেটাই এখন দেখার।

আগামী ১৮ নভেম্বর ক্লাবগুলির সঙ্গে ফের আলোচনায় বসবে এআইএফএফ। সেখানে হয়তো একটি বিকল্প লিগের প্রস্তাব দেওয়া হবে। কারণ আইএসএলের সত্বাধিকারী এফএসডিএল।

তবে এরমধ্যে যদি আদালত থেকে নতুন করে দরপত্রের কথা বলা হয় তাহলে লিগ শুরু করতে সময় লাগবে। যা এখন ফেডারেশন তো বটেই, ক্লাব এবং ফুটবলাররাও চাইছেন না। সবারই এখন লক্ষ্য, দ্রুত খেলা শুরু করা।

ম্যাচের সেরা হয়ে স্বরূপ চন্দ। ছবি : রাহুল দেব

স্বরূপের শতরান

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার বিপিএস ক্লাব ১২৮ রানে বীরনগর উন্নয়ন সমিতিকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে বিপিএস ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা স্বরূপ চন্দ ১১৯ রান করেন। অর্ক দাসের অবদান ৫০। জেভি জ্ঞানেন্দ্র আনন্দ ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বীরনগর ১৫ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায়। সোনম সরকার ১৫ রান করেন। পাপ্পু যাদব ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। স্বরূপ ৫ রানে নেন ২ উইকেট। সোমবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে প্রতিবাদ ও দিনাজপুর ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব।

কলকাতায় ফিরেই প্রস্তুতিতে ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে চিন্তা বাড়াচ্ছে সাউল ক্রেসপোর চোট।

ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার সকালেই কলকাতায় ফেরেন লাল-হলুদ হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। আর বিকেলেই দল নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন। এদিন মাত্র ঘণ্টাখানেকের প্রস্তুতিতেও ফুটবলারদের নিংড়ে নেন অস্কার। মাঠ ছাড়ার সময় সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানালেন, দীর্ঘ বিরতিতেও দল যাতে ছন্দ হারিয়ে না ফেলে সেজন্যই ফুটবলারদের কড়া অনুশীলনের মধ্যে রাখা।

সুপার কাপের ডার্বিতে চোট পেয়েছিলেন সাউল। লাল-হলুদ

অস্কার ব্রুজোঁ

টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি তাঁর চোট গুরুতর নয়। তবে শুক্রবার পর্যন্ত অনুশীলনে যোগ দেননি তিনি। জানা গিয়েছে চিকিৎসকের পরামর্শে রিহ্যাব করছেন। ব্রুজোঁ জানালেন, রবিবার শিবিরে যোগ দেবেন সাউল। তিনি বলেছেন, ‘আগামী সপ্তাহে ওর শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে। আশা করছি সেমিফাইনালে

তৈরি রাখছেন সাউলের বিকল্প

সাউল খেলতে পারবে। একান্তই যদি খেলতে না পারে সেকথা মাথায় রেখে বিকল্প ভাবনাও তৈরি রাখতে হচ্ছে।’ গোলকিপার প্রভসুখান সিং গিলও দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন। ব্রুজোঁ জানালেন, সোম অথবা মঙ্গলবার প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন প্রভসুখান।

এরইমধ্যে বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন দলের হেড কোচ জেরার্ড জারাগোজা। জানা গিয়েছে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অনিশ্চয়তার জন্যই নাকি দায়িত্ব ছেড়েছেন তিনি। এই নিয়ে অস্কার বলেছেন, ‘লিগ নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে আশা করছি সুপার কাপ শেষ হওয়ার আগে সর্বোচ্চ লিগ কবে শুরু হবে সেই বিষয় স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাব। আমরা খেলার মধ্যেই রয়েছি, দীর্ঘদিন অনুশীলন করছি। আমাদের মতো দলগুলোর সমস্যা হবে না। সমস্যা বেশি সেই ক্লাবগুলোর যাদের পরিকাঠামো দুর্বল।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

09.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 47K 47070 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি জেতা কেবলমাত্র অর্থের জন্য ছিল না, এটি ছিল আমার জীবনের একটি নতুন দিক নির্দেশনা। আমি সর্বদা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকব যারা আমাকে এগিয়ে যেতে এবং আমার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে ক্ষমতায়ন করেছেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা রঞ্জিত মন্ডল - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিচ্ছেন আরাপুর একাদশ। ছবি : মহম্মদ আনওয়ার উল হক

চ্যাম্পিয়ন আরাপুর একাদশ

বৈষ্ণবনগর, ১৪ নভেম্বর : শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায়, ‘অফার’ ও মালদার ‘এশিয়ান মিশন’-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আরাপুর একাদশ। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৮ রানে ইলেভেন স্টারকে হারিয়েছে। আরাপুর পিএন হাইস্কুল মাঠে প্রথমে আরাপুর ৪৬ রান তোলে। জবাবে ইলেভেন স্টার ৩৮ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা রানা হালদার। প্রতিযোগিতার সেরা অনিমেষ ঘোষ। সেরা বোলার ইলেভেন স্টারের চিন্ময় দাস। এর আগে নাইন স্টারের বিরুদ্ধে জয় পায় ইলেভেন স্টার। ম্যাচের সেরা দেব হালদার। পিএন হাইস্কুলকে হারিয়েছিল আরাপুর।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুক্রবার শুরু হল। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে সিংহ ইন্ডিয়ান্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে অরূপরঞ্জন মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। অরূপরঞ্জন ২৯.২ ওভারে ৮২ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা তোতন সরকার ৬ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে সিংহ ইন্ডিয়ান্স ১৮ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। সুরজিৎ মজুমদার ৪০ রান করেন। গোপাল দাস ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন তোতন সরকার। - পঙ্কজ মহন্ত

জলপাইগুড়ি স্কুল দল রওনা

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ স্কুল ক্রিকেটের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল দল শুক্রবার গঙ্গারামপুর রওনা হল। প্রতিযোগিতাটি শনিবার শুরু হবে। জেলা ক্রীড়া সংসদের সচিব নীলেন্দু রায় ঘোষিত দলে রয়েছে আবির ঘোষ, প্রিয়াংশু মণ্ডল, বিকি দাস, অভিজিৎ বসু, রোহিত রায়, অভিজিৎ রায়, সুজয় অধিকারী, অঙ্কুর রায়, উৎস প্রধান, শিলাব্রত রায়, শিবমকুমার সাহা, অরিজিৎ রায়, ঈশান কর্মকার, দেবজ্যোতি চৌধুরী, দেবব্রত ধর ও আকাশ সরকার। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে অশোক রায় এবং ইন্দ্রজিৎ রায়।

চ্যাম্পিয়ন সাহায্যের ফেরিওয়ালা

কুশমণ্ডি, ১৪ নভেম্বর : কুশমণ্ডি মাঠ একাদশের কুশমণ্ডি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল হরিরামপুরের সাহায্যের ফেরিওয়ালা। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে জিতেছে ইটাহারের শিবাজি সংঘের বিরুদ্ধে। প্রথমে শিবাজি ৭ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৯ রান তোলে। জবাবে সাহায্যের ফেরিওয়ালা ৩.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬১ রান তুলে নেয়। রনি সিং ৩৭ রান করেন। ফাইনালের সেরা মণিরুল ইসলাম।

ট্রফি নিয়ে সাহায্যের ফেরিওয়ালা। ছবি : সৌরভ রায়